Sewam Sam

FUAD

ANIK



কিশোর অ্যাডভেঞ্চার

# ভয়ঙ্করের হাতছানি

অনীশ দাস অপু



কিশোর থ্রিলার

# ভয়ঙ্করের হাতছানি

অনীশ দাস অপু

র‍্যালফ রজারসের পিতা মৃত্যুর আগে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য চার্লি পেকারকে একটি নকশা দিয়ে গিয়েছিলেন। বহু মূল্যবান গুপ্তধনের নিশানা আছে ওই নকশায়। কিন্তু ওটা যে দস্যু সর্দার রিডলারেরও চাই। চার্লি নকশাটি র‍্যালফের হাতে তুলে দেয়ার পরেই নৃশংসভাবে খুন হলো। নকশা নিয়ে পালাল র‍্যালফ আর তার বন্ধু টম জেমিসন। পেছনে ধাওয়া করল রিডলার। দুই কিশোরের সঙ্গে পথে পরিচয় হলো বিয়ের ভয়ে ঘর পালানো সুন্দরী লরা আর পাগলা ডাক্তার পিলম্যানের। ঘটতে শুরু করল একের পর এক নাটকীয় এবং ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। কারও জানা নেই গুপ্তধনের হাতছানি শেষপর্যন্ত ওদের কোন্ ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।




সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

# Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

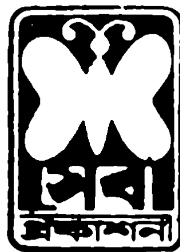
*Cover & Back Page - Shamiul Islam Anik*



কিশোর থ্রিলার

# ভয়ঙ্করের হাতছানি

অনীশ দাস অপু




সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 1303 4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০



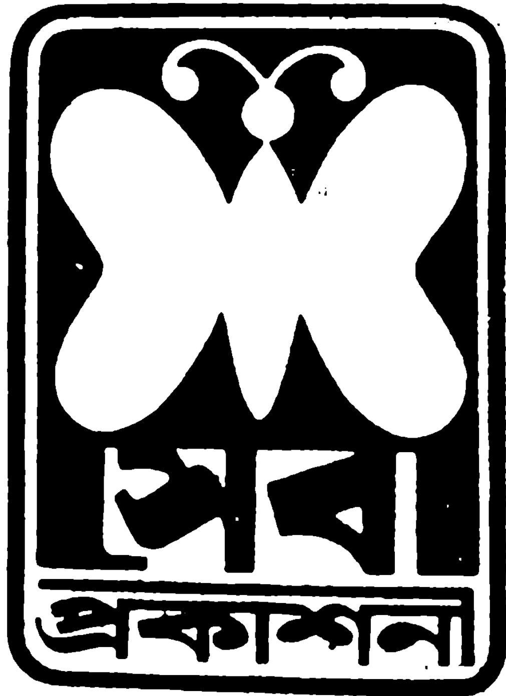
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০




পঁচিশ টাকা

BHAYONKARER HATCHHANI
By Anish Das Apu

হাকিম ভাইকে

জানি না কি করে একজন মানুষ

এত সুন্দর লেখেন!



# সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি কিশোর থ্রিলার

## তিন গোয়েন্দা সিরিজ:

তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১, ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১, ২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১, ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ঝামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা।

## অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ:

ষড়যন্ত্র ১, ২, অনুসন্ধান, কালকুক্ষি, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

## রোমহর্ষক সিরিজ:

যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘন্টী, চরমপত্র, অপারেশন, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতহস্তী।

## গোয়েন্দা রাজু সিরিজ:

মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, দামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকলেট কোম্পানী, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সুরের নেশা ও আজব ভূত, আজব রশ্মি, জাহাজ চুরি, নকশা পাচার, টাকের ওষুধ।

---

# এক

সোনারঙের সূর্যের আলো ঝলমল করছে কেনটাকির গ্রামাঞ্চলে, ছুঁয়ে যাচ্ছে দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, ঢেউ খেলানো পাহাড়চুড়ো আর গাছ-গাছালি। সালটা ১৮৬৫। গৃহযুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে। চার্লি পেকার, দীর্ঘকায় এক নিগ্রো, লম্বা পা ফেলে দৌড়ে চলেছে খোলা এক মাঠ দিয়ে। দৌড়াতে দৌড়াতে পেছন ফিরে একবার দেখল সে। তারপর একটা বেড়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল চার্লি। তার কালো মুখে রাজ্যের শঙ্কা, কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে তাকাল সামনের দিকে। ধুলোমাখা রাস্তাটার মাথায় একটি বাড়ি। বাড়িটি এককালে 'প্ল্যান্টেশন হাউস' নামে বিখ্যাত ছিল। এখন আর ওটার আগের জৌলুস নেই। খোলা হাওয়া বাড়িটির ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়েছে দেখেই বোঝা যায়। জীর্ণ, দৈন্য চেহারাটা ঢাকতে ওটার ওপর বেশ কয়েক প্রলেপ রঙ চড়াতে হবে। সামনের লনে যে একসময় প্রচুর ফুল ফুটত এখন আর তা দেখে ঠাওর করা সম্ভব নয়। যত্নের অভাবে বাগানটির অবস্থা সঙ্গীন, এখানে ওখানে নিজেদের ইচ্ছেমত বেড়ে উঠেছে আগাছা। দূরে, ধুলোর একটা ছোট মেঘ

দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল চার্লি। কেউ আসছে! তাড়াতাড়ি বেড়া টপকে একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল সে।

ছোট একটি এক্কা গাড়ি এসে থামল 'গ্র্যাসি' নামের বাড়িটির সামনে। মধ্যবয়স্কা দুই নারী নামতে যাচ্ছেন গাড়ি থেকে, যেন ভোজবাজির মত এক কিশোর হাজির হলো তাদের সামনে। হাত বাড়িয়ে দিল সে খালাদের দিকে, নামতে সাহায্য করল। পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দু'জনেই নেমে এলেন গাড়ি থেকে। অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন, শেরী, কর্তৃত্বের সুরে ছেলেটিকে বললেন, 'র‍্যালফ, বেবকে মাঠে নেয়ার আগে তোমার কাপড় পাল্টে নাও।'

এক্কা গাড়ির সঙ্গে জোতা বেব কেশর নাড়িয়ে চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। র‍্যালফ আদর করে ওর মখমল নাকে হাত বোলাতে লাগল। কিন্তু সামনের দৃশ্যটা ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। দু'জন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে ওদের বাড়ির দিকে।

মেরী খালা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওরা আবার কারা?'

চার্লি গাছের আড়ালে আরও সেঁধিয়ে গেল, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল ভয়ে। মাথার ওপর ঝকমকে নীল আকাশ, খোলা প্রান্তর, কাঁধে সূর্যের প্রখর তাপ সবই এই মুহূর্তে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে তাকে ওই লোক দুটোর হাত থেকে বাঁচতে হবে। ওদের একজন, যদিও নিজেকে আইনের লোক বলে মনে করে, আসলে সে তা নয়।

ঘোড়ার লাগাম এক হাতে সামলে অন্য হাতে হ্যাট খুলে ভদ্রমহিলাদের প্রতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল শেরিফ স্টিফেন।

তার সঙ্গী মি. হোলারের ঘর্মাক্ত মুখ অন্ধকার, দেখে মনে হয় খুব বদমেজাজী আর বন্ধুবৎসল তো নয়ই। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে একবার র‍্যালফ আর তার দুই খালার দিকে চাইল, তারপর বাড়িটির ওপর নজর বোলাল।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল শেরিফ। বলল, 'মিস শেরী, মিস মেরী...র‍্যালফ!' জ্যাকেটের আস্তিন দিয়ে মাথা মুছল সে। 'আবার গা পোড়ানো গরম পড়তে যাচ্ছে।'

তীক্ষ্ণ গলায় শেরী বললেন, 'অতদূর থেকে এই গরমের মধ্যে আপনি কি কথা বলতে এসেছেন তা আমরা ভাল করেই জানি, শেরিফ স্টিফেন।'

শেরিফের চোখ বিশাল বাড়িটির চারদিকে একবার দ্রুত ঘুরে এল। ওটার সাদা পোর্টিকো, ম্যাগনোলিয়ার সারি, লম্বা বারান্দা তার কাছে লোভনীয় ঠেকল। অর্থপূর্ণ গলায় সে বলল, 'আমাকে সামনের বার আর এত পথ পাড়ি দিতে হবে না,' শেরী খালার ঋজু শরীর হঠাৎই যেন শক্ত হয়ে গেল, র‍্যালফকে বিস্মিত দেখাল। মেরী খালা ঘুরে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে বিষাদের একটা ছায়া মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল। শেরিফ তার কথা শেষ করল, 'আমরা আপনাদের ওই নিগ্রো চাকরটা, চার্লি পেকারকে খুঁজতে এসেছি।'

চার্লি সব কথাই শুনতে পাচ্ছে। টের পাচ্ছে পাঁজরের গায়ে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াশ ধড়াশ বাড়ি খাচ্ছে।

মেরী খালা তাঁর সুন্দর বাঁকানো ভ্রূ কপালে তুলে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন, ক্যাপ্টেন রজারসের সঙ্গে যুদ্ধে যাবার পর থেকে চার্লি তো আর এদিকে আসেইনি।'

র‍্যালফ ধুলোতে জুতোর ডগা দিয়ে নকশা আঁকতে আঁকতে কৌতূহলী চোখে তাকাল। তার বাবা, ক্যাপ্টেন রজারস সম্পর্কে কেউ কোন কথা বললেই সে সজাগ হয়ে ওঠে। র‍্যালফের কাছে তার মৃত বাবা রহস্যময় এক হীরো। শেরিফ স্টিফেন মহিলাদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, 'মি. হোলার অভিযোগ করেছেন চার্লি তাঁর কিছু জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে।'

শেরী রেগে উঠলেন, 'মি. হোলার নিশ্চই মিথ্যা বলেছেন।'

হোলারের ছোট, কুঁতকুতে চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল। ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'ব্যস, আর কোন কথা নয়।'

অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে হাত তুলল শেরিফ। 'চার্লির সঙ্গে দেখা হলে দয়া করে বলবেন আমি তার খোঁজ করেছিলাম।' হ্যাটটা আবার মাথায় পরে ধুলোময় রাস্তায় ঘোড়া ছোটাল সে। তাকে অনুসরণ করল হোলার।

র‍্যালফ আর তার দুই খালা চেয়ে দেখল তাদের প্রস্থান। র‍্যালফ তার খালার স্কার্ট খামচে ধরল। 'আচ্ছা শেরী খালা, শেরিফ যে বলল সামনের বার তাকে আর এত পথ পাড়ি দিতে হবে না...মানে কি এই কথার?'

কাঁধ ঝাঁকালেন শেরী। 'ওর ধারণা আমরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব।' বাড়িটির দিকে তাকালেন তিনি, জলে ভরে গেল চোখ। কি চমৎকার বাড়ি এই গ্রাসি। নন্দন কাননসম এই বাড়িতে এতদিন সকলে মিলে বাস করার পর এটাকে ছেড়ে যেতে হবে...ওহ্, ভাবাই যায় না। কিন্তু ভাবতে না চাইলেও যেন কিছুই করার নেই। বাড়ি ছেড়ে দেয়ার হুমকি মাথার ওপর খড়গ হয়ে ঝুলেই আছে।

সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে র‍্যালফের বাবার মৃত্যুর পর থেকে। কারণ তিনি তেমন টাকাকড়ি রেখে যেতে পারেননি যাতে এই সমস্যার সমাধান হয়।

'শেরী, ছেলেটার সঙ্গে ওভাবে কথা বোলো না।' সতর্ক করে দিলেন তাঁর বোন। 'ওর মন খারাপ হয়ে যাবে।' র‍্যালফের হতবুদ্ধি চেহারা দেখে কথাটা বললেন তিনি।

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন শেরী। দুপদাপ পা ফেলে এগোলেন বারান্দার দিকে।

'গ্রাসি আমাদেরই থাকবে, র‍্যালফ।' সান্ত্বনার সুরে বললেন মেরী খালা। 'কেউ এই বাড়ি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

হঠাৎ বাতাসে মিডোলার্ক পাখির মিষ্টি শিস ভেসে এল। র‍্যালফের অন্ধকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর জানের বন্ধু টম জেমিসন এসেছে। শিসটা তারই সঙ্কেত। র‍্যালফ দৌড় দিল; বলল, 'আমি বেবকে গোসল করিয়ে আনছি।'

র‍্যালফদের বারান্দার কাছে একটা গাছের ডালপালার ফাঁকে বাদামী রঙের একটি কচি মুখ আত্মপ্রকাশ করল। শুনল শেরী খালা তার ভাগ্নেকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'তারপর তুই বই নিয়ে বসবি।' কথাটা শুনে মুখটা ভেঙচি কাটল খালাকে। শেরী তীক্ষ্ণ চোখে গাছের দিকে তাকালেন। ঘন পাতার কারণে কাউকে তিনি দেখতে না পেলেও ভাল করেই জানেন ওখানে কে আত্মগোপন করে আছে। চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি জানি টম তুই ওখানে লুকিয়ে আছিস। এখন ভাগ্ শীগগির।'

টম আড়াল থেকে বেরুল না, মুচকি হাসল শুধু। র‍্যালফ এদিকে তার খালাকে তোষামোদ শুরু করেছে। 'প্লীজ, খালা,' মিনতি করল সে। 'আমি না গেলে টম একা বড়শির টোপ ফেলতে পারবে না। ওর সঙ্গে আজ মাছ ধরতে যাওয়ার কথা।'

'উঁহু, আজ মাছ ধরতে যেতে হবে না,' দৃঢ় গলায় বললেন মেরী খালা।

র‍্যালফের রাগ হলো খুব। ইচ্ছে করল ছুটে পালায়। এখন ঘরের মধ্যে বসে বই নিয়ে অ্যা অ্যা করতে কার ভাল লাগে। অথচ দু'জনে মিলে প্ল্যান করেছে নদীতে মাছ ধরতে যাবে···

মেরী খালা বললেন, 'মিস মিলিটন অভিযোগ করেছেন তুই নাকি পড়াশোনায় একটুও মনোযোগী নোস্।'

বাতাসে এই সময় গাছের ডাল নড়ে উঠল, এক সেকেণ্ডের জন্য টমের চেহারাটা দেখতে পেলেন মেরী খালা। 'ছোকরার কি বাড়িঘর নেই নাকি?' বিরক্ত হয়ে বললেন তিনি।

র‍্যালফ চট করে বলল, 'ওর দুটো বাড়ি আছে। একটা বাড়ি আবার গাছের। কিন্তু গোপন বাড়ি···মি. স্টার্ক ওকে প্রায়ই তাঁর রুট সেলারে ঘুমাতে দেন। তবে এজন্য ওকে মি. স্টার্কের জন্য ফুটফরমাশ খাটতে হয়।'

'এখন ঘরে চল,' মেরী খালা ওর হাত ধরলেন। বেজার মুখে খালার সঙ্গে এগোতে হলো র‍্যালফকে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ঈর্ষা অনুভব করছে সে টমের প্রতি। টম কত স্বাধীন! প্রতি মিনিটে তাকে দুই খালার শাসনের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না, তাকে জামাকাপড় পরে ফিটফাট থাকতে হয় না, ঘাড় এবং কানে ময়লা জমলেও

তাকে কেউ কিছু বলার নেই। সবচে' বড় কথা টমকে পুরানো, ছাতা পড়া বইয়ের মধ্যে যখন তখন ঘাড় গুঁজে থাকতেও হয় না। দুপুরে মাছ ধরার পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেল এই দুঃখ বুকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল র‍্যালফ।

র‍্যালফ চোখের আড়াল হতেই টম জেমিসন কাঠবেড়ালীর ক্ষিপ্রতায় নেমে এল গাছ থেকে, ছুটল নদীর দিকে। র‍্যালফ যখন আসতে পারলই না কি আর করা একাই মাছ ধরবে সে।

ওইদিন রাতে র‍্যালফ বসে আছে তার বিছানায়, হাত দুটো মাথার পেছনে। অপেক্ষা করছে টমের কাছ থেকে সঙ্কেতের জন্য। খুব গরম পড়েছে, খোলা জানালা দিয়ে ম্যাগনোলিয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগছে। অন্ধকার, মখমল আকাশে অজস্র তারা। অপূর্ব সুন্দর চাঁদ রূপোলি আলো অকৃপণ ছড়িয়ে দিচ্ছে বাগানে। ছোট্ট একটা নুড়ি পাথর এসে ঠক করে লাগল জানালায়, হাসি ফুটল র‍্যালফের মুখে। পিছলে নামল সে বিছানা থেকে, দৌড়ে গেল জানালার কাছে। মাথা বের করে ডাকল, 'টম?'

কোন জবাব এল না। কেউ নেই ওখানে। জঙ্গলের মধ্য থেকে ডেকে উঠল একটি নিশাচর পাখি। কিন্তু আর কোন শব্দ হলো না। হতাশ র‍্যালফ জানালার ফ্রেমে কনুই রাখল, রহস্যময়, অন্ধকার উঠানের দিকে চেয়ে রইল। এই সময় লোকটাকে চোখে পড়ল তার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, মুখ তুলে ওপর দিকে চাইল। চাঁদের আলোয় তাকে স্পষ্ট চিনতে পারল র‍্যালফ। শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল তার। 'চার্লি!' পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল সে। আনন্দে বুক ভরে উঠেছে ওর, এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরুল।

রাতজাগা কোন প্রাণী হয়তো খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিল খসখস শব্দ হলো মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল চার্লি। র‍্যালফের মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। ওর দুই খালাই খুব সদয় আর ভাল। আর চার্লি বিপদে পড়েছে শুনলে ওরা নিশ্চই ওকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। মনস্থির করে ফেলল র‍্যালফ। চার্লির হাত ধরে এগোল ওদের বাড়ির ভেতরে।

বসার ঘরের দরজা খুলল র‍্যালফ সন্তর্পণে। ওর দুই খালা বসে গল্প করছিলেন, একই সঙ্গে চোখ তুলে চাইলেন দু'জনে। শেরী খালা সম্ভবত র‍্যালফকে খুব কড়া একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল চার্লির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গপ্ করে বকুনিটা গিলে ফেললেন তিনি, মুখে ফুটে উঠল হাসি। হাত নেড়ে ডাকলেন তিনি চার্লিকে। দুই বোনই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন চার্লিকে দেখে। অজস্র প্রশ্ন করতে লাগলেন তাঁরা। চার্লি কিছু বলার আগেই র‍্যালফ সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলল।

শেরী উত্তেজনা খানিকটা প্রশমন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই গুপ্তধনের ব্যাপারটা আসলে কি?'

এবার চার্লি উত্তর দিল। 'আমরা একটা কার্গো ডুবিয়ে অনেক সোনা পেয়েছিলাম…ক্যাপ্টেন রজারস সোনা নিয়ে বাহামা যেতে মনস্থ করেন, ওই সময় কামবারলান-এর নজরে পড়ে যাই এবং ওরা আমাদের ধাওয়া শুরু করে।'

উত্তেজনায় র‍্যালফের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, 'কামবারলান কি ইয়াংকীদের সেই গানবোট যেটা ফ্লোরাবি-কে ডুবিয়ে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বলল চার্লি। 'ওটা রিডলারের জাহাজ। কিন্তু ক্যাপ্টেন

রজারসও চালাকিতে কম যান না। তিনি ফ্লোরাবিকে অগভীর পানিতে নিয়ে আসেন। ওখানে কামবারলানের ঢোকার সাধ্য ছিল না।' নাটকীয়ভাবে থামল সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখ তিনটেকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ঘোষণা করল, 'তারপর তিনি স্বর্ণ ভাণ্ডার লুকিয়ে ফেলেন।'

কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেল সবাই। র‍্যালফ ঢোক গিলল। মেরী খালা অনিসন্ধিৎসু ভঙ্গিতে বললেন, 'এখনও ওটা লুকানো আছে?'

'জ্বী, ম্যাম। ফ্লোরিডার কাছে কোথাও।' মেরী খালার দিকে চরকির মত ঘুরল চার্লি। 'তারপর আমি জিমি রজারসকে খুঁজতে বেরোই...

'ওই হতভাগাটার সঙ্গে তোমার আবার কি দরকার পড়ল?' মেরী খালা চার্লিকে হাত ইশারায় বসতে বললেন।

'ক্যাপ্টেন রজারস আমাকে বলেছিলেন তাঁর ভাই র‍্যালফের জন্য গুপ্তধন খুঁজে দিতে সাহায্য করবেন। তাহলে আর র‍্যালফকে গ্রাসি থেকে কেউ বেআইনীভাবে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শেরী খালা। 'জিমি রজারস জীবনেও কোন কাজ ঠিকভাবে করতে পারেনি।'

মেরী খালা এক প্লেট খাবার এনে রাখলেন চার্লির সামনে। কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে হাসল চার্লি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর। মায়াভরা চোখে ওকে দেখতে দেখতে তিনি বললেন, 'তোমার টাকা লাগবে, চার্লি?'

চার্লির কালো মুখ করুণ হয়ে উঠল। 'আমার কাছে একটা কানাকড়িও নেই, মিস মেরী।'

'ঠিক আছে, তোমাকে কিছু টাকা আমরা ধার দিচ্ছি, তবে পরিমাণে খুবই অল্প।' একটা কাপবোর্ডের দিকে এগোলেন তিনি।

শেরী খালা খুবই দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আমাদের অবস্থাও খুব একটা ভাল যাচ্ছে না, চার্লি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে বেশি টাকা দিতে পারছি না। যাকগে, এখন বলো তো তোমার এই গুপ্তধন কোথায় থাকতে পারে?'

'বাড়িতে একটা ম্যাপ পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রজারস··· তাঁর মৃত্যুর পূর্বে।'

বিস্মিত হলেন শেরী। 'কিন্তু ওর জিনিসপত্রের মধ্যে আমি তো কোন ম্যাপ পাইনি।'

'একটা বই'র মধ্যে ছিল ওটা।' বলল চার্লি। 'ওই বইটা তিনি সব সময় পড়তেন।'

'আচ্ছা···ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে,' উঠে দাঁড়ালেন শেরী খালা। চারজনের দলটা এগোল চিলেকোঠার দিকে।

রুমটা ছোট, ধুলো ভরা। আলো-বাতাসও পর্যাপ্ত নয়। লণ্ঠনের ছায়া পড়েছে দেয়াল আর ছাদে। কেমন ভৌতিক লাগছে। শেরী খালা তার মৃত ভাইয়ের 'প্রিয়' বইটি খুঁজতে শুরু করলেন। বইটি পাওয়ার পর হলুদ, জীর্ণ পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলেন তিনি। বিরক্ত গলায় বললেন, 'হোমারের কবিতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই এই হতচ্ছাড়া বইতে।'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকাল চার্লি। 'মিস শেরী, বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে বলছি না। ক্যাপ্টেন রজারস ফোর্ট ডগলাস কারাগারে মারা যাওয়ার আগে আমাকে বারবার এই বইটার কথাই বলেছেন।'

সবাই বইটার ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শেরী চার্লির হাতে বইটা দিলেন। পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার। মনিব ওকে মিথ্যে বলতেই পারেন না। ম্যাপটা এই বইয়ের মধ্যে অবশ্যই থাকবে…কিন্তু কোথায়? বইটা হাতে নিল র‍্যালফ, আড়াআড়িভাবে মেলে ধরল লণ্ঠনের ওপর। খুব মনোযোগ দিয়ে পৃষ্ঠাগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ম্যাপের 'ম'ও খুঁজে পেল না সে কোথাও। ভয়ানক হতাশ হলো-। ইতিমধ্যে সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল গুপ্তধন হাতে পেয়েছে তারা, গ্রাসিকে রক্ষা করেছে লোভী শেরিফের হাত থেকে, তার দুই খালাকে আর সবসময় শঙ্কিত থাকতে হচ্ছে না।

শেরী খালা চার্লিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা চার্লি…আজ তোমার খোঁজে যে লোকটা এসেছিল কে সে?'

চার্লির মুখ সাথে সাথে কালো হয়ে গেল। জানালায় একটা শব্দ হতেই সে ওদিকে ভীত চোখে তাকাল। 'ও রিডলারের লোক। ওদের ধারণা গুপ্তধনের সন্ধান আমি জানি। কিন্তু আসলে আমি কিছুই জানি না। ক্যাপ্টেন রজারুস আমাকে বলেননি। আমার ভালর জন্যই নাকি তিনি বলেননি।' র‍্যালফ খোলা বইটাকে লণ্ঠনের কাঁচের ওপর ধরে রেখেছিল। গরম কাঁচের তাপে পৃষ্ঠার গায়ে আস্তে আস্তে কিছু লেখা আর ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'আরে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'দেখো! পৃষ্ঠাটায় কি সব লেখা ফুটে উঠেছে।'

বিস্মিত মেরী এবং শেরী খালা চার্লির কাঁধের ওপর দিয়ে চাইলেন। 'মেটকাম্ব-এর চাবি!' নাটকীয়ভাবে আঙুল তুলে নির্দেশ করল সে। 'এই "এক্স" চিহ্নটা দেখো। এখানে নিশ্চই সোনা

লুকানো আছে।'

চার্লি বইটার ওপর ঝুঁকল। 'ক্যাপ্টেন রজারস বলেছিলেন একটা গাছের নিচে তিনি ওগুলো পুঁতে রেখেছেন। কিন্তু কোথায় তা বলেননি।'

হঠাৎ ঝট করে মুখ তুললেন মেরী খালা 'কোন আওয়াজ পেলে, শেরী'পা?'

'বাতাসের শব্দ হয়তো।' বললেন তাঁর বড় বোন।

কিন্তু জবাবটা সন্তুষ্ট করল না মেরী খালাকে। বাতাস নয়, অন্য কোন শব্দ শুনেছেন তিনি। ওদিকে একই সময় নিচতলার জানালার কাছে মোটা গোঁফওয়ালা, লম্বা এক লোক ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করা তার দলের লোকদের ইশারা করল। তারা দ্রুত উঠে এল বারান্দায়, ধাক্কা দিল দরজায়। দড়াম করে খুলে গেল দুই কবাট, থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি। বিদ্যুৎগতিতে সিধে হলেন শেরী খালা। চার্লির মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'রিডলার এসে পড়েছে!' জানালার দিকে পা বাড়াল সে। 'এ ও না হয়েই যায় না।'

নিচের তলায় হলরুম থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। 'এসব হচ্ছেটা কি!' ভয় পেলেন মেরী খালা। দলটা সিঁড়িঘরের দরজা খুলল, ওপরে তাকাল। সিঁড়ি গোড়ায় অনেক লোক, নেতা চেহারার লোকটা সবার সামনে, তার মাথায় ক্যাপ্টেনের টুপি, হাতে একটা লাঠি।

কেঁপে উঠল চার্লি। চিনতে পেরেছে সে রিডলারকে। 'ও-ই এসেছে!' শ্বাস টানল সে।

সামনে থেকে ওদের সরে যেতে বলে শেরী খালা ব্যালকনির দিকে এগোলেন, তাকালেন অনুপ্রবেশকারীদের দিকে। 'আমার বাড়িতে কি চাই তোমাদের?' বরফ ঠাণ্ডা গলায় বললে তিনি।

নীল চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে চাইল রিডলার। 'আমরা ক্যাপ্টেন জারসের নিগ্রোটাকে খুঁজতে এসেছি। জানি ও এখানেই আছে। সুতরাং মিথ্যে বলার চেষ্টা করবেন না।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

হাত তুললেন শেরী। 'এখানে আমি, আমার বোন এবং ভাগ্নে ছাড়া অন্য কেউ থাকে না। সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। তোমরা খামোকা আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছ।' কঠোর গলায় আদেশ করলেন তিনি। 'এখন, ভাগো এখান থেকে।'

রিডলার বিদ্রূপের হাসি হাসল। 'আপনারা বুঝি চিলেকোঠা ঘুমান, না?'

রাগে লাল হয়ে গেল শেরীর মুখ। রিডলার তার লোকদে দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল। দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সবা উঠতে শুরু করল ওপরে। আতঙ্কিত বোধ করলেন শেরী। এ দস্যুদের কাছে তাঁর সম্মানের কানাকড়ি দামও নেই, বুঝতে পেরেছেন তিনি। ঘুরলেন তিনি, দৌড়ে চলে এলেন চিলেকোঠার ঘরে। সশব্দে বন্ধ করলেন দরজা। 'ওরা ওপরে উঠে আসছে!' দরজার দিকে আঙুল দেখালেন শেরী। 'দরজায় ব্যারিকেড দাও!'

মরিয়া হয়ে উঠল চার্লি, ভারী একটা ফার্নিচার ঠেলে দরজার গায়ে ঠেকাল। ট্রাঙ্ক, চেয়ার, সিন্দুক, পুরানো, বড় গ্রাণ্ড ফাদার ক্লক যা কিছু হাতের কাছে পেল সব দিয়ে দরজায় ব্যারিকেড দিতে

লাগল সে। 'তাড়াতাড়ি...তাড়াতাড়ি করো।' একটা আলনা দরজার কাছে ঠেলে নিতে নিতে বললেন শেরী খালা।

'ওখান থেকে সরো, র‍্যালফ,' সাবধান করে দিলেন মেরী খালা চার্লি ভারী বড় একটা ট্রাঙ্ক হাতে তুলছে দেখে।

'আপনার মাথা সরান,' বলতে বলতে চার্লি ট্রাঙ্কের ওপর দিড়িম করে একটা সিন্দুক রাখল। বাইরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনল সবাই, ডাকাতগুলো গালাগাল শুরু করেছে।

এই সময় বাগান থেকে একটা কচি কণ্ঠ ভেসে এল, 'র‍্যালফ...র‍্যালফ!'

চার্লি ছুটে গেল ছোট জানালাটার দিকে, উঁকি দিল বাইরে। চাঁদের আবছা আলোয় দেখতে পেল টম জেমিসনকে। হাত নাড়ল সে। র‍্যালফও দেখল ওকে। প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল সে-ও। চার্লি জানালার চৌকাঠে একটা পা রাখল। এদিকে লোকগুলো চিলেকোঠার দরজায় দুমদাম বাড়ি দিতে শুরু করেছে, চিৎকার করে দরজা খুলতে বলছে। চার্লির শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। সে জানে সে একা এই শয়তানগুলোর সঙ্গে পেরে উঠবে না। এখন ওর সামনে একটাই পথ—ঝেড়ে পালানো। চার্লি পালাতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভীত, আতঙ্কিত মেরী খালা বললেন, 'ওকে সঙ্গে নেবে, চার্লি! র‍্যালফকে সঙ্গে নিয়ে যাও, প্লীজ!'

লোকগুলোকে তাঁর ভয় নেই। জানেন ওরা চার্লির কাছে এসেছে ম্যাপের সন্ধানে। কিন্তু তাঁর ভয় দুর্বৃত্তগুলো র‍্যালফের কাছে ম্যাপটা আছে ভেবে ওর কোন ক্ষতি করতে পারে।

চার্লি লাফ দিতে গিয়েও থেমে গেল। মেরী খালা র‍্যালফের

হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন। 'চার্লি, চলে এসো,' র‍্যালফ ডাকল তাকে। জানালা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত।

'চার্লি…ম্যাপ,' বললেন শেরী, বইটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

বিদায় জানাবার সময় এখন নেই। হলঘরের গোলমাল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। র‍্যালফ লাফিয়ে পড়ল নিচের গাছের ডাল লক্ষ্য করে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে টম তার বন্ধুকে লাফাতে দেখল। দৌড় দিল সে র‍্যালফকে সাহায্য করতে।

এদিকে রাগে ষাঁড়ের মত গাঁক গাঁক করছে রিডলার, 'ভেঙে ফেলো দরজা!' চিৎকার করে উঠল সে। 'ভাঙো এক্ষুনি!'

মহাউৎসাহে লোকগুলো তার আদেশ পালন করল। দরজায় দ্রিম দ্রিম শব্দটা প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল। এখন আর সময় নষ্ট করার সময় একটুও নেই। বইটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল চার্লি, তারপর গাট্টাগোট্টা গাছটার ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। চিলেকোঠার ঘরে মেরী প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন দরজার ব্যারিকেড রক্ষা করতে। প্রচণ্ড চাপে খিল ছুটে যায় যায় অবস্থা।

'পারছি না, শেরী'পা, আমি আর ঠেকাতে পারছি না,' কাতরে উঠলেন মেরী। বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দরজাটা ভেঙে ছিটকে এল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করানো ভারী ফার্নিচারটা দড়াম করে আছড়ে পড়ল লোকগুলোর ঘাড়ে। তালগো… পাকিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সামনের ক'জন। যে লোকটা প্রথমে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকেছিল ঠিক তার মাথার ওপর ছিটকে পড়ল ভারী গ্রাণ্ড ফাদার ক্লক, চোখে বিনে পয়সায় লাল নীল তারা দেখতে দেখতে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল সে। লোকগুলোর ধাক্কায়

পড়ে গিয়েছিলেন মেরী। কিন্তু শেরী একটা পুরানো ফ্রাইপ্যান দিয়ে হাতের কাছের লোকটাকে আচ্ছামত পিটাতে শুরু করলেন। ওকে শায়েস্তা করে দ্বিতীয় শিকার খুঁজতে লাগলেন তিনি। সবাই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেও দলনেতা রিডলার সুস্থ শরীরেই ছিল। সে তার ভূপাতিত দলের লোকদের দিকে একবার তাকিয়ে দৌড়ে গেল খোলা জানালার দিকে। র‍্যালফ আর টম তখন জান বাজি রেখে দৌড়াতে শুরু করেছে। চার্লি গাছের ছায়ায় ভীত খরগোশের মত তাদের পিছু ছুটছে। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল রিডলার, হিংস্রতায় বেরিয়ে পড়ল দাঁত। হোলস্টার থেকে বন্দুকটা নিয়ে গুলি ছুঁড়ল চার্লিকে লক্ষ্য করে। মিস হলো গুলি। কিন্তু রিডলার একের পর এক গুলি ছুঁড়তেই থাকল। হঠাৎ একটা গুলি লাগল চার্লির গায়ে। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। মাথার ভেতর জ্বলে উঠল অনেকগুলো সূর্য, তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল সে বুকে। রিডলার বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, তার লোকদের নির্দেশ দিল চার্লিকে ধরতে। প্রচণ্ড ব্যথা উপেক্ষা করে কোনমতে উঠে দাঁড়াল চার্লি, শরীরটাকে টানতে টানতে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল। তারপর পড়ে গেল।

র‍্যালফ এবং টম গুলির শব্দ শুনে থেমে গেছে। পেছন ফিরে চাইল ওরা। চার্লি তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। 'র‍্যালফ! র‍্যালফ!' ডাকল সে করুণ গলায়।

'চার্লি…ওহ্ চার্লি!' কান্না এসে রুদ্ধ করে দিল র‍্যালফের কণ্ঠ, দৌড়ে গেল সে চার্লির কাছে। টম ওর পিছু পিছু এল, 'ম্যাপ!' বিড়বিড় করে বলল চার্লি। কাঁপা হাতে বইটা খুলল সে, মাঝখানের

পাতাটা ছিঁড়ে ওটা গুঁজে দিল র‍্যালফের হাতে। কাগজটা দ্রুত শার্টের পকেটে চালান করে দিল র‍্যালফ।

রিডলারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ভেসে এল রাতের বাতাসে, 'ওরা যেন পালাতে না পারে, খবরদার!' লোকজনদের হুকুম করল ঝোপঝাড় সার্চ করতে। 'তোমরা এদিকে যাও, আর তোমরা ওদিকটা দেখো।'

র‍্যালফ চার্লির হাতে চাপ দিল, কিন্তু সে মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার চোখ বোজা, মৃত্যু দূত এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করতে। চারদিকের হৈ হল্লা, চিৎকার কোনকিছুই তাকে আর স্পর্শ করতে পারছে না, 'চলো পালাই,' র‍্যালফ ফিসফিস করে বলল টমকে। দুই বন্ধু গোলাবাড়ির দিকে ছুটল।

অল্প কিছুদূর যেতেই রিডলারের গলা শুনতে পেল ওরা, 'এই তোমরা দু'জন ওদিকটাতে দেখো, ছোকরা দুটোকে যে করে হোক খুঁজে বের করা চাই।'

ভয়ের চোটে গতি দ্রুত হলো ওদের, চট করে ঢুকে পড়ল গোলাবাড়িতে। লাফিয়ে উঠল বেবের পিঠে। ওদের এই আচরণে বিস্মিত বেব চিঁহিঁহিঁ করে প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু র‍্যালফ ওর নাকে আদর করতেই ঘোড়াটা শান্ত হয়ে গেল।

রিডলার চার্লিকে খুঁজতে খুঁজতে ঘন ঝোপটার কাছে চলে এল। চার্লির নিশ্চল শরীর দেখেও যেন দেখল না, খোলা বইটা সে সাগ্রহে তুলে নিল মাটি থেকে। মাঝখানের পাতাটা ছেঁড়া দেখে হতাশা আর রাগে চিৎকার করে উঠল সে। বোঝাই যাচ্ছে ওখানে কি ছিল। অভিশাপ দিল রিডলার, 'ক্যাপ্টেন রজারসের ছেলে র‍্যালফ। ওর কাছে নিশ্চই ম্যাপটা আছে।' রাগে বইটা ছুঁড়ে ফেলল সে। দুদ্দার

করে এগোল সামনে।

গোলাবাড়ির ভেতরে র‍্যালফ টমকে সাবধান করে দিল যেন ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে বসে থাকে। তারপর ঘোড়া ছোটাল সে। বেবও বোধহয় বিপদের প্রকৃতি বুঝতে পেরেছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে। কিন্তু রিডলারের লোকদের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। ওদেরকে দেখে ফেলল তারা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল গুলিবর্ষণ। কিন্তু বাচ্চাদুটোকে তারপরও কজা করা যাচ্ছে না দেখে রাগে বেগুনী হয়ে গেল রিডলারের মুখ। যাচ্ছেতাই গালাগাল শুরু করল সে দলের লোকদের।

গালি গালাজ খেতে খেতেই রিডলারের লোকেরা ঘোড়ায় চড়ে পিছু নিল ডেভিদের। খুরের আওয়াজ শুনেই র‍্যালফ বুঝে ফেলল কারা আসছে ওদের পিছু নিয়ে। খুনীগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে ওদেরকে ধরার জন্য। এখন লুকানো ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। একটা বড় গাছের আড়ালে বেবকে দাঁড় করাল সে। ভয় কাকে বলে টের পেল। এই লোকগুলোকে ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই। তার ফর্সা মুখ ঘামে ভিজে সপসপে। ভাগ্যিস, টম সঙ্গে ছিল। নইলে সে হয়তো ভয়েই এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যেত। রিডলারের লোকেরা কাছিয়ে আসছে। অন্ধকারে মুঠি শক্ত করল র‍্যালফ, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করল বেব যেন ডেকে না ওঠে।

ঝড় তুলে রিডলারের ঘোড়সওয়াররা চলে গেল। বড় একটা ঢোক গিলল র‍্যালফ, তার বুকে দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড।

'সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, ক্যাপ্টেন,' এক অনুসরণকারীর চিৎকার শোনা গেল। 'ওরা অন্য কোনদিকে চলে গেছে।'

গাছের পাতা হঠাৎ কেঁপে উঠল বাতাসে, ঝিরঝিরে হাওয়া স্বর্গের শান্তি আনল র‍্যালফের বুকে। টম আস্তে করে জানতে চাইল, 'ওই লোকগুলো তোমাকে খুঁজছে কেন, র‍্যালফ?'

র‍্যালফ ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নামল। টমও বন্ধুকে অনুসরণ করল। বেবের মুখটা গোলাবাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিল র‍্যালফ। 'যাও সোনা, বাড়ি যাও।' ঘোড়াটা আস্তে আস্তে এগোল তার পরিচিত বাসস্থানের দিকে। পকেটে হাত পুরে র‍্যালফ বসল ঘাসের ওপর। টম তার পাশে। র‍্যালফের মাথায় হাজারও প্রশ্ন। টমের মনেও তাই। কিন্তু র‍্যালফকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না সে। অপেক্ষা করছে র‍্যালফ নিজেই হয়তো বলবে। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল ওরা, হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে চলে এল দু'জনে। তীরে একটা নৌকা দেখতে পেল। বাঁধা।

'এসো, নৌকাটাকে পানিতে ভাসাতে আমাকে সাহায্য করো,' বলল র‍্যালফ।

দু'জনে অনেক কষ্টে, ঠেলেঠুলে নৌকাটাকে খাড়া পাড় দিয়ে নিচে নামাল। টম জানে না তার বন্ধু কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু উত্তেজিত গলায় সে প্রশ্ন করল, 'আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে?'

'আমাকে অনেক দূর যেতে হবে, টম,' বলল র‍্যালফ, চেষ্টা করছে নৌকাটাকে পানিতে ভাসাতে।

টমের মুখ কালো হয়ে গেল। র‍্যালফই যদি কাছে না থাকে তাহলে এ জীবন রেখে কি লাভ! 'আমাকেও নিয়ে চলো, প্লীজ,' করুণ গলায় বলল সে। 'তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে খেলব,

বলো?'

টমের করুণ চেহারা দেখে খুব মায়া হলো র‍্যালফের। বলল, ঠিক আছে, চলো তাহলে।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল টমের মুখ। দ্বিগুণ উৎসাহে হাত লাগাল সে। নৌকা ভেসে পড়ল পানিতে।

# দুই

চাঁদের আলো গায়ে মেখে দুই বন্ধু বৈঠা বাইতে শুরু করল। নদীতে ঢেউ নেই, ছন্দায়িত গতিতে বৈঠা ওঠা নামার শব্দ শুধু, ধীরে ধীরে তীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

'নৌকাটা স্নাইডার বুড়োর না?' জানতে চাইল টম।

মাথা দোলাল র‍্যালফ। 'আমরা ফিরে এসে ওকে ক্ষতিপূরণ দেব...যদি ফিরতে পারি।' অনেকটা স্বস্তি অনুভব করছে সে এখন। টমকে লুকানো গুপ্তধন সম্পর্কে সব কথা বলেছে। টম কোন মন্তব্য না করে চোখ বড় করে শুধু শুনে গেছে। গল্পটা ওর ঠিক বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু উল্টো পাল্টা কোন কথা বলে র‍্যালফকে রাগাতে চায়নি সে। যদি র‍্যালফ ওকে এই রোমাঞ্চকর অভিযান থেকে বাদ দিয়ে দেয়। অন্ধকারে হাসল টম। অ্যাডভেঞ্চারটা খুব মজার হবে।

রিডলার তার দলের লোকদের নিয়ে ঝোপঝাড়, জঙ্গল ভেদ করে নদী তীরে এসে পৌঁছুল। বাচ্চাদুটো এভাবে ফাঁকি দেবে কল্পনাও করেনি তারা। ক্লান্তিতে কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে সবাই।

রিডলার লণ্ঠনের আলোতে মাটিতে পায়ের ছাপ খুঁজছিল। হঠাৎ মুখ তু॰ ॰সে, তাকাল নদীর দিকে। 'ওই যে!' চেঁচিয়ে বলল

সে। অনেক দূরে দুটো বাচ্চা ছেলের আবছা আকৃতির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল রিডলার।

'ওই তো ওরা,' কর্কশ গলায় বলল হোলার, কুঁতকুতে চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করল, 'পালাচ্ছে নদী পথে।'

শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল রিডলার, কঠোর করে তুলল মুখ। 'কিন্তু তীরে ওদেরকে ফিরতেই হবে।' বলল সে। সিদ্ধান্ত নিল ছেলেদুটোকে অনুসরণ করবে।

একখণ্ড ঘন কালো মেঘ ঢেকে ফেলল চাঁদ, পলকে কা[illegible]কালো অন্ধকারে বাচ্চাদুটো অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। নৌকাটা যেদিকে গিয়েছে রিডলার তার দল নিয়ে তীর ধরে সেদিকে এগোল। শক্ত মাটিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

র‍্যালফ আর টম কল্পনাও করেনি রিডলারের দল তাদেরকে দেখে ফেলেছে, আনন্দিত মনে ওরা বৈঠা বেয়ে চলল। ঠাণ্ডা বাতাস ওদের শরীরে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, নতুন শক্তিতে ওরা এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল দু'জনেই, বৈঠা দুটো আড়াআড়ি ভাবে গলুইয়ে রেখে পাটাতনে শুয়ে পড়ল ওরা। পকেটে হাত ঢোকাল র‍্যালফ। টাকার খসখসে শব্দ আর পয়সার ঠিনঠিন আওয়াজ ওকে নিশ্চয়তা এনে দিল, কৃতজ্ঞতা অনুভব করল সে তার খালাদের প্রতি। মেটকাম্বে পৌঁছতে ওদের অনেক দিন লাগবে। আর পেট চালাতে এই টাকাটার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

ভোর হলো। নদী তীরে ঝুলে থাকা ধূসর কুয়াশার গায়ে সূর্যের

সোনালী রশ্মি বুলিয়ে দিল সোহাগ। দিগন্তে ফুটে উঠল পাহাড়ের রেখা, শুরু হলো পাখিদের গান। ওদের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল দুই কিশোরের। টম হাত তুলে একটা হরিণ শাবক দেখাল। চুকচুক করে পানি খাচ্ছে কিনারায় দাঁড়িয়ে।

সূর্যের আলো ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, বেড়ে চলল তাপমাত্রা, র‍্যালফ পকেট থেকে ম্যাপটা বের করল। ছেঁড়া কাগজটা টমকে দেখাল।

মুচকি হাসল টম। 'তুমি কাগজটা বারবার দেখে ওটার বারোটা বাজাবে দেখছি।'

'আমি এটার মর্ম উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।' বলল র‍্যালফ।

টম নাক ঘষল। 'র‍্যালফ, তোমার কি সত্যি মনে হয় ফ্লোরিডায় এই গুপ্তধনের সন্ধান মিলবে? এখান থেকে কতদূরে জায়গাটা!' কাঁধ নাচাল র‍্যালফ। 'কি জানি! কিন্তু চেষ্টা তো করবই! সোনা পাওয়া গেলে আমাদের আর কোন সমস্যা থাকবে না।' এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে পড়ল দুই খালা আর বাড়িটার কথা। শঙ্কিত হয়ে ভাবল রিডলারের লোকেরা ওঁদের কোন ক্ষতি করেনি তো। নিষ্ঠুরভাবে ওরা চার্লিকে খুন করেছে। কথাগুলো ভাবতেই অশ্রুসজল হয়ে উঠল র‍্যালফের চোখ।

টম দুঃখী গলায় বলল, 'ওরা যদি তোমাদের বাড়িটা দখল করে তাহলে কোথায় থাকবে তোমরা?'

মাথা নাড়ল র‍্যালফ, করুণ দেখাল চেহারা।'আমি মেরী আর শেরী খালার কথা ভাবছি। কতদিন ধরে তাঁরা ওই বাড়িতে আছেন।

'তুমি যদি গুপ্তধনের সন্ধান পাও তোমার দুই খালা খুব অবাক হবেন, তাই না?' হাসল টম, চওড়া হ্যাটটাকে ঠেলে দিল মাথার পেছনে। যদি তারা গুপ্তধনের সন্ধান পায়, অতগুলো সোনা তাদের হাতে আসে, তাহলে যে কি দারুণ ব্যাপার হবে! এক মুহূর্তের জন্য টম ভুলে গেল তার খিদে এবং ক্লান্তির কথা। হঠাৎ দুষ্ট রিডলারের কথা মনে পড়তেই ভীত গলায় বলল, 'র‍্যালফ, ওরা যদি আমাদেরকে ধরতে পারে তাহলে নির্ঘাৎ চার্লির মত মেরে ফেলবে।'

কঠিন প্রতিজ্ঞা ফুটল র‍্যালফের চেহারায়। 'তবুও আমি ওদেরকে গুপ্তধনের সন্ধান দেব না।'

'ওরা যদি আমাদেরকে খুন করতে আসে তাহলেও না?' টমের চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল।

'তাহলেও না,' দৃঢ় গলায় বলল র‍্যালফ। ওর বাবা চাননি তাঁর ম্যাপ এবং গুপ্তধন বদমাইশগুলোর হাতে পড়ুক। র‍্যালফ প্রাণ গেলেও বাপের ইচ্ছে রক্ষা করবে।

'আমিও না, র‍্যালফ। কারণ চার্লির কথা আমিও ভুলতে পারছি না!'

র‍্যালফ তীক্ষ্ণ চোখে তার প্রিয় বন্ধুর দিকে তাকাল। 'তাহলে এসো শপথ করি। গুপ্তধনের কথা কাউকে বলব না।'

পরস্পরের হাতে হাত রাখল ওরা, উচ্চারণ করল শপথবাক্য। 'ওরা যাই করুক আর ওদের ভয় পাব না আমরা।' বলল টম। 'ভয় পাব না ওদের!' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল র‍্যালফ।

শপথ নেয়ার পর নতুন উদ্যমে জোরে বৈঠা বাইতে শুরু করল দু'জনে। বুঝতে পারল রিডলারের খপ্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে

যাচ্ছে তারা। সূর্য এখন মাঝ আকাশে। তীব্র উত্তাপে চাঁদি আর পিঠ জ্বলছে। নদী তীরে ছড়ানো ছিটানো কুঁড়েঘর চোখে পড়ছে। ঘাসের হ্যাট পরা নারী-পুরুষ গান গাইতে গাইতে কাজ করছে মাঠে। ছোট গ্রামগুলো স্রোতের টানে দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে র‍্যালফ আর টম।

এক সময় র‍্যালফ ঠিক করল এখন কূলে ভিড়বে। ঘন একটা ঝোপের আড়ালে নৌকাটাকে বাঁধল ওরা। লাফিয়ে নামল তীরে। জঙ্গলে পথ ধরে কিছুদূর এগোবার পর একটা বৈঁচি গাছের নিচে বসল বিশ্রামের জন্য। খানিক পর একটা পাহাড়ের ঢালে উঠে নদীর দিকে সন্ধানী চোখে তাকাল।

র‍্যালফের চোখ ঝিকমিক করে উঠল উত্তেজনায়। 'তাড়াতাড়ি, টম, একটা জাহাজ আসছে।' চেঁচিয়ে বলল সে।

মুগ্ধ হয়ে বিশালকায় জলযানটা দেখল টম। যেন নদীর ওপর বিরাট একটা খামার বাড়ি। 'ওরা আমাদেরকে জাহাজে উঠতে দেবে, র‍্যালফ?'

র‍্যালফ পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকাগুলো স্পর্শ করল। বলল, 'কেন দেবে না? আমরা তো আর বিনেপয়সায় উঠছি না। চলো, যাই।'

পাহাড় থেকে নেমে এল দু'জনে। দৌড়াতে শুরু করল সামনের দিকে। একটু পরেই ছোট একটা শহরে হাজির হলো ওরা। দামী পোশাক পড়া লোকজন আস্তে ধীরে হাঁটছে রাস্তায়; বেশ কিছু লোক একটা জেনারেল স্টোরের সামনে জটলা পাকিয়েছে। বুড়োরা কাঠের বেঞ্চে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অলস চোখে দেখছে পথিক আর খেলাধুলায় ব্যস্ত শিশুদের। তবে এতকিছু লক্ষ করার

সময় র‍্যালফ আর টমের নেই। হাঁটতে হাঁটতে ওরা জাহাজটায় চলে এল। জাহাজটা যাত্রী নেয়ার জন্য জেটিতে এসে থেমেছে। দম বন্ধ করে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাপ্টেনের জন্য।

গোঁফওলা, সুদর্শন, বয়েসী এক ভদ্রলোকের দিকে চোখ আটকে গেল র‍্যালফের। উনি পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বের করে কি যেন দেখছেন। লোকজনের ভিড় থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হলো র‍্যালফের। সাহস করে এগিয়ে গেল ওরা।

র‍্যালফ গোড়ালি উঁচু করে বলল, 'ফ্রায়ার পয়েন্টে যেতে কত ভাড়া দিতে হবে, স্যার?'

এক কেরানী এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'কোন্ ক্লাস, খোকা?'

'স্যার?' কথাটা বুঝতে পারেনি র‍্যালফ।

ব্যাখ্যা করলেন ক্যাপ্টেন। 'কেবিনে গেলে পাঁচ ডলার দিতে হবে। তিন ডলার লাগবে বয়লারে গেলে আর ডেকের জন্য দুই ডলার ভাড়া।'

র‍্যালফ তার মানিব্যাগ খুলে কয়েকটা টাকা বের করে গুণল। বলল, 'দুটো ডেকের টিকেট, প্লীজ।' চার ডলার এগিয়ে দিল সে ক্যাপ্টেনের দিকে। 'আমার আর ওর জন্য।'

একটু দূরে দাঁড়ানো এক লোক র‍্যালফকে টাকা দিতে দেখল। তার চতুর মুখে এক টুকরো ফাঁকা হাসি ফুটল। ক্যাপ্টেন টাকাটা পকেটে ঢোকালেন। কেরানী র‍্যালফকে দুটো টিকেট দিল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'খোকারা, ওই ডেকের দিকে যাও।' আঙুলের ইশারায় জায়গাটা দেখালেন তিনি। 'ওখানে সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নাও।' হাসিমুখে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ব্যস্ত হয়ে

পড়লেন অন্য যাত্রীদের নিয়ে। একটু পর র‍্যালফদের কথা তাঁর মনেই থাকল না।

র‍্যালফ এবং টম প্যাসেজ ধরে এগোল, আগ্রহ ভরে চারপাশ লক্ষ করছে। টম জিজ্ঞেস করল, 'উনি কোথায় থাকেন, ফ্রায়ার পয়েন্টে?'

র‍্যালফ বুঝল টম তার চাচার কথা বলছে। 'জিমি চাচা কোথাও একসঙ্গে বেশিদিন থাকেন না। শেরী খালাকে সর্বশেষ চিঠিতে তিনি ফ্রায়ার পয়েন্টে থাকার কথাই লিখেছিলেন। খালা চাচাকে তো একেবারে দেখতে পারেন না। সবসময় বলেন অপদার্থ একটা!'

ওরা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। স্তূপ করা তুলোর গাদা চোখে পড়ল। 'তোমার চাচা তোমাকে সাহায্য করবেন, র‍্যালফ?'

সজোরে মাথা ঝাঁকাল র‍্যালফ। 'অবশ্যই! অবশ্য তিনি যদি কাজে খুব বেশি ব্যস্ত না থাকেন।' কাঠের বিরাট একটা খাঁচার মধ্যে পশুপাখি আর মুরগীর বিষ্ঠা দেখে ঘৃণায় মুখ কোঁচকাল সে। 'আমার বিশ্বাস আমার চাচা সব পারেন।'

'সব?' অবাক হলো টম।

'হ্যাঁ, তাই। সব।'

প্রাণীগুলোর প্রায় গা ঘেঁষে ওদেরকে চলতে হচ্ছে। গরুগুলো তারস্বরে হাম্বা ডাক ছাড়ছে, একটা খড়ের গাদার ওপরে মুরগীগুলো কক্কর কো করতে ব্যস্ত, একটা ছাগলকে দেখা গেল মহানন্দে একটুকরো কাঠ চিবোতে। পুরো জায়গা গোলাবাড়ির দুর্গন্ধে বোঝাই। র‍্যালফ নাকে হাত চাপা দিল, 'ক্যাপ্টেন কি আমাদেরকে এই জায়গাটার কথাই বলেছেন?' বিপুল বিতৃষ্ণায় চারপাশ দেখতে

দেখতে মন্তব্য করল সে।

হাসল টম, একটা তুলোর বস্তার ওপর লাফিয়ে বসল। 'আমি এরচেয়েও কত খারাপ জায়গায় ঘুমিয়েছি!' হঠাৎ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। হাত ক'য়েক দূরে, তুলোর বস্তাগুলোর মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে বিয়ের পোশাক পরা অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। এমন রদ্দিমার্কা জায়গায়, এই পোশাকে এরকম রূপবতী একটি মেয়েকে দেখবে কল্পনাও করেনি টম। 'হেই।' চিৎকার করে উঠল সে, হাত তুলে র‍্যালফের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

মেয়েটাকে দেখে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল র‍্যালফের। স্বর্ণকেশী, নীল নয়না মেয়েটা, লরা প্যাক্সটনও ওদেরকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলো। কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটুকু গোপন করে মুখের ওপর থেকে ঘোমটা সরিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'ভাল ছেলেরা কখনও তুলোর বস্তায় বসে ভদ্রমহিলাদের ওপর স্পাইগিরি করে না।'

প্রতিবাদ করল টম। 'না, না তা কেন করব আমরা।'

'আমরা জানতামই না আপনি এখানে আছেন।' বলল র‍্যালফ।

তরুণী কড়াচোখে দু'জনের দিকে তাকাল, কি যেন বলতে যাবে, এইসময় দূর থেকে কয়েকটি পুরুষকণ্ঠ ভেসে আসতে চুপ হয়ে গেল সে। ঠোঁটে আঙ্গুল রাখল, ওদের চুপ করে থাকতে ইশারা করল। কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে। দু'জন লোককে দেখা গেল প্যাসেজওয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে। পেছনে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম। ওদের পরনে বিয়ের পোশাক, মাথায় টপ হ্যাট।

সামনের জন লম্বা এবং সুদর্শন। তাকে খুব ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় জন মোটাসোটা, মুখখানা রাঙা, সঙ্গীর সঙ্গে হাঁটার তাল মেলাতে গিয়ে ঘেমে উঠেছে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে।

ক্যাপ্টেনের চোখ ধারাল হয়ে উঠল। 'এক মিনিট, ভদ্র মহোদয়গণ,' পেছন থেকে ডাকলেন তিনি। 'আমি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম। আপনাদের ভাড়া, প্লীজ!'

হাঁটার গতি একটুও মন্থর করল না লম্বা লোকটা, ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'আমার বোনকে খুঁজতে এসেছি। ও এই জাহাজে আছে।' বিয়ের পোশাক পরনে ছিল ওর। লম্বা সাড়ে পাঁচ ফিটের মত হবে।

র‍্যালফ এবং টম বিস্মিত চোখে চাইল লরার দিকে। তরুণীর চেহারায় শঙ্কার ছাপ।

'বিয়ের পোশাকে কোন মেয়ে আমাদের জাহাজে ওঠেনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বললেন ক্যাপ্টেন।

লরার ভাই বিরক্ত গলায় বলল, 'বোকার মত কথা বলবেন না। ও টিকেট না করেই উঠেছে। ওর কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই। এই জাহাজেরই কোথাও আত্মগোপন করে আছে সে। নিউ অর্লিন্সে পালাবার প্ল্যান করেছে।'

প্যাক্সটনের ব্যবহারে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'ওনাকে যদি দেখি আমি তাহলে বিনা ভাড়ায় জাহাজে ওঠার দায়ে তাঁকে তীরে নামিয়ে দেব। এখন দয়া করে আপনারা গাত্রোত্থান করেন। জাহাজ ছাড়ার আর দশ মিনিট বাকি।'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল প্যাক্সটন। 'ওর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত এই

জাহাজ ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না।' হাঁটতে হাঁটতে তিনজন দূরে চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লরা। র‍্যালফ জিজ্ঞেস করল, 'ওই মোটকুটা আপনার স্বামী?'

তুলোর বস্তার পেছনে আরও যেন সেঁধিয়ে গেল লরা। 'না! ওই মোটু জীবনেও আমার স্বামী হবে না। আমার ভাই ওর কাছ থেকে যত টাকাই খাক না কেন আমি মোটেও গ্রাহ্য করি না।'

মেয়েটার জন্য দুঃখ হলো র‍্যালফ এবং টমের। ক্যাপ্টেন যদি এদিকে খুঁজতে আসেন তাহলে মেয়েটা নির্ঘাৎ ধরা পড়বে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টম, 'ওরা আপনার সন্ধানে এখানে যখন এসেছে তখন যে করেই হোক খুঁজে বের করবেই।'

কাঠের খাঁচাগুলো দেখাল র‍্যালফ। 'আপনাকে আমরা ওখানে লুকিয়ে রাখতে পারব।'

লরা ঘৃণায় কেঁপে উঠল। বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে দেখল মলমূত্রে ঠাসা মেঝে আর তার ওপর গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকা খচ্চর, গরু, ছাগল আর মুরগীদের। 'ওখানে যাব না আমি।' দৃঢ় গলায় বলল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল টম। 'সে আপনার ইচ্ছে। ওখানে না লুকালে তো আপনাকে বিয়ে করতেই হবে।'

নাক কোঁচকাল লরা। মোটুকে বিয়ে করার চেয়ে গরু-ছাগলদের সঙ্গ ওর কাছে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক মনে হলো। সাবধানে খোঁয়াড়ে ঢুকল সে, খড়ের একটা গাদার নিচে যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে বসল। মুরগীগুলো ক্যাঁকর কোঁ করে প্রতিবাদ জানাল এহেন

অনুপ্রবেশে। পুরুষ কণ্ঠ আবার শুনতে পেল লরা। কাছিয়ে আসছে পায়ের শব্দও।

'লরা নিশ্চই তার মত পরিবর্তন করেছে, ডেভিড,' রাঙামুখ বলল। গরমে ঘামতে ঘামতে সে ভাবল ডেকে খোঁজাখুঁজি করাটা নিতান্তই মর্যাদাহানীর ব্যাপার হবে। একটা কথা ভেবে সে স্বস্তি পেল এরকম লেজে-গোবরে অবস্থায় তাকে তার কোন বন্ধুর মুখোমুখি পড়তে হয়নি। তার বাগদত্তা স্ত্রী শেষমুহূর্তে বিয়ের আসর থেকে ভেগে গেছে শুনলে তারা যে কি হাসাহাসি করবে!

ডেভিড পাক্সটনের মুখ হাঁড়ি হয়ে আছে। ভেবেছিল বোনটার বিয়ে দিয়ে নগদ যে টাকাটা পাবে তাতে অনেকদিন কোন কাজ না করে হেসেখেলে কাটিয়ে দেয়া যাবে। ধনী হওয়ার এই সহজ রাস্তাটাকে লরা এভাবে গুবলেট করে দেবে কল্পনাও করেনি সে। মেয়েটা ভারী অকৃতজ্ঞ তো! 'গাধার মত কথা বোলো না!' ধমকে দিল সে রাঙামুখকে। 'লরা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। বিয়ের দিন সব মেয়েই এরকম নার্ভাস হয়।'

গলায় আওয়াজ কাছিয়ে আসছে, র‍্যালফ আর টম মুরগীগুলোর গায়ে আদর করে চাপড় দিতে লাগল যেন ওদের মনোযোগ এদিকে কেন্দ্রীভূত হয়। প্যাক্সটন দেখল ওদের। দ্রুত এগিয়ে এল সে, র‍্যালফের একটা হাত কঠিন মুঠোয় চেপে ধরে বলল, 'বিয়ের পোশাকে কোন মেয়েকে এদিকে আসতে দেখেছ?' ঝাঁকি দিল সে র‍্যালফকে। 'জবাব দাও।'

র‍্যালফ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল। 'এখানে মেয়ে আসবে কোত্থেকে? ছাড়ুন আমাকে!' মোচড় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করল সে।

প্যাক্সটন বড় বড় পিপে আর তুলোর বস্তার মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে এগোল। 'আমাদের বোধহয় ফিরে যাওয়া উচিত।' করুণ গলায় বলল বর বেচারা। 'অতিথিদের বলব অনিবার্য কারণে বিয়েটাকে কয়েকদিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'বলে কেলেঙ্কারি বাঁধাই আর কি।' আবারও ধমক দিল প্যাক্সটন। জন্তু জানোয়ারদের খোঁয়াড়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। 'ওখানে কি?'

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম অনেক কষ্টে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন। 'জন্তু জানোয়ারের খোঁয়াড়ের মধ্যে কোন বধূ লুকাবে জীবনেও শুনিনি আমি...

ক্যাপ্টেনের বক্রোক্তি গায়ে মাখল না প্যাক্সটন, ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে। একটা খোঁয়াড়ের ওপর চড়ে বসল। ভয়ানক প্রতিবাদ করে উঠল একটা খচ্চর, একপা পিছিয়ে গেল ওটা।

ঢোক গিল র‍্যালফ। লরা যে খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে আছে সেখান থেকে খড় খেতে শুরু করেছে একটা ছাগল। একটু পরেই লরার ঘোমটাটা চোখে পড়ল ওটার। মুখে পুরে চিবোতে শুরু করল। খুবই সুস্বাদু ঠেকল তার কাছে জিনিসটা। লরার সঙ্গে যে ফুলের তোড়াটা ছিল ওটাও দেখে ফেলল ছাগলটা। ফুলগুলো তার কাছে এতই লোভনীয় ঠেকল যে সঙ্গে সঙ্গে তোড়ায় মুখ দিল সে। এখন যে কোন মুহূর্তে লরার উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু প্যাক্সটন ছাগলটার দিকে তাকাল না। 'ওপরে যাব। চলো।' গোমড়ামুখে বলল সে।

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম এই গাধাগুলোর পেছনে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করেছেন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল তাঁর। কর্তৃত্বের সুরে তিনি বললেন, 'কোয়াহামার টিকেট না কেনা পর্যন্ত আপনাদের আর কোথাও সার্চ করতে দেয়া হবে না। নয়তো আপনাদের এক্ষুণি তীরে নামিয়ে দেয়া হবে।'

প্যাক্সটন আর তার সঙ্গী জোরাজুরি করে আর লাভ হবে না বুঝতে পেরে বিরসবদনে ফিরে চলল।

'ওরা চলে গেছে,' র‍্যালফ উঁচু গলায় ঘোষণা করল। দু'জনে মিলে লরাকে তার লুকানো জায়গা থেকে দ্রুত বের করে আনল। ক্ষুধার্ত ছাগলটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে।

লরা সোজা হয়ে দাঁড়াল, চুল আর পোশাক থেকে খড়কুটো ঝাড়তে লাগল। ঘোমটাটা অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে ছাগলটা, কিন্তু সে ওটাকেই ঠিকঠাক করে হ্যাটের মত মাথায় পরল। তার ঠাণ্ডা, নিরুদ্বেগ আচরণ মুগ্ধ করল ছেলেদের। গ্যাংওয়েতে এসে দাঁড়াল লরা। চোখের ওপর থেকে একটা চুল সরিয়ে বলল, 'এই মুহূর্তে লেডিস কেবিনে না যাওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।' র‍্যালফদের বিস্মিত চোখের সামনে লম্বা পা ফেলে সে এগোল সামনে। একবারও পেছন ফিরল না।

র‍্যালফ এবং টম পরস্পরের দিকে চাইল, মেয়েটার ব্যবহারে ভয়ানক অবাক দু'জনেই। 'ছাগলটা তো তাঁর তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি,' বিড়বিড় করে বলল টম। 'উনি আমাদের একটা ধন্যবাদ অন্তত দিতে পারতেন।' আধ খাওয়া ফুলের তোড়াটা মেঝে থেকে তুলল সে, শুঁকল, তারপর ছুঁড়ে দিল ছাগলটার দিকে।

জাহাজের এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল ওরা এইসময়, আবার যাত্রা শুরু করেছে সী এঞ্জেল। অবশেষে তারা দেখা করতে চলেছে তাদের জিম চাচার সঙ্গে!

# তিন

চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সী এঞ্জেল রাজকীয় চালে এগিয়ে চলল সাদা জল কেটে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। র‍্যালফ টমকে নিয়ে ওপরের ডেকে চলে এল। কৌতূহল—মেয়েটা কোথায় গেছে দেখবে। ফার্স্টক্লাসের যাত্রীদের কেউ কেউ ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে, কেউ রেলিং-এ ভর দিয়ে নদী তীরের দৃশ্য দেখছে। তীরে প্রচুর গাছপালা, যেন গভীর জঙ্গল। লম্বা ঘাসের মধ্যে হরিণ দেখা গেল, ছোটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে ওগুলো কিনারায় এসে অবাক চোখে চাইছে সীমাহীন বিস্তৃত জলরেখার দিকে। একটা কচ্ছপ আরামে রোদ পোহাচ্ছে তীরে, বিচিত্র বর্ণের পাখিরা কিচির মিচির করতে করতে উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, পোকামাকড়দের গুঞ্জন; সব মিলে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার মত একটি পরিবেশ বটে।

যাত্রীদের দামী, রঙচঙে পোশাক কৌতূহলী করে তুলল র‍্যালফ আর টমকে। চোখ ফেরাতে পারছে না ওরা। কিন্তু টম র‍্যালফের হাত ধরে টান দিল, 'এখানে আরও বেশিক্ষণ থাকলে বিপদ হতে পারে, র‍্যালফ।' সতর্ক করল সে বন্ধুকে।

'ধরা পড়লে ওরা বড়জোর আমাদেরকে নিচে নামিয়ে দেবে, এই তো!' বলল র‍্যালফ। হঠাৎ গোড়ালি উঁচু করল সে, উঁকি দিল একটা জানালায়। উত্তেজিত গলায় বলল, 'এই টম, দেখ!'

দুই বন্ধু মুখ ঠেকাল জানালার কাঁচে। জানালার ওপাশে বড় একটা গ্যাম্বলিং রুম। সুদৃশ্য পোশাক পরা পুরুষরা কয়েকটা টেবিল ঘিরে বসে আছে, সবার হাতে কার্ড। একটা টেবিলে বেশ ভিড়। পেশাদার এক জুয়াড়ী জুয়ো খেলছে ওখানে। চ্যালেঞ্জ করছে সে অন্য জুয়াড়ীদেরকে। পারলে যেন তারা তাকে হারায়। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ বোলাচ্ছেন যাত্রীদের ওপর। র‍্যালফের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়ানো তরুণীকে দেখে। এতদূর থেকেও মেয়েটাকে চিনতে পারল সে।

'এই, উনি সেই মহিলা, না?' জিজ্ঞেস করল টম। মাথা ঝাঁকাল র‍্যালফ। 'হ্যাঁ। কিন্তু এখানে উনি কি করছেন?'

ওরা দেখল মেয়েটা ইতস্তত ভঙ্গিতে গ্যাম্বলিং রুমে ঢুকল। বিনীত হেসে এগিয়ে গেল পেশাদার জুয়াড়ীর টেবিলের দিকে, চেহারায় ভারী নিষ্পাপ ভাব। এত সুন্দরী একটি মেয়েকে এরকম একটি জায়গায় দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই। খেলা বন্ধ করে কৌতূহলী চোখে তাকাল। কিন্তু লরা তাদের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। পেশাদার জুয়াড়ী বাতাসে শব্দ তুলে ডিল করছে কার্ড। উপস্থিত লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'চলে আসুন। আমি আপনাদের টাকা মারব না। আমি শুধু দেখব আমি যেন জিততে পারি।'

লালমুখো এক কৃষক পকেট থেকে কয়েকটা রূপোর ডলার বের করল। 'চমৎকার, স্যার,' বলল জুয়াড়ী। 'এখন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করুন এই আমি ''বেবি'' কার্ড থেকে দুটো টেক্কা তুলে নিলাম। আবার টেবিলেই কার্ড দুটো রেখে দিচ্ছি।' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এখন আপনাকে বলতে হবে কোন্টা ''বেবি'' কার্ড।' ইতস্তত: করল কৃষক, তারপর মাঝখানের কার্ডটার দিকে আঙ্গুল দেখাল। খুব কষ্ট পাবার ভান করল জুয়াড়ী, কার্ডটা তুলে নিল হাতে। বলল, 'দুঃখিত স্যার। আপনি একটুর জন্য ফস্কে গেছেন। এটা নয়, ওটা ছিল ''বেবি'' কার্ড।' খেলায় হেরে বিরস মুখে চলে গেল কৃষক।

ডলারগুলো পকেটে পুরে আবার হাঁক ছাড়ল জুয়াড়ী। 'ভয় পাবেন না, ভাইসব। আপনারা যদি আগেই ভয় পেয়ে যান, ভাবেন জিততে পারবেন না, তাহলে তো সত্যি জিততেও পারবেন না। কিন্তু ভাইসব, একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, আমি কখনও ভিখিরি, পঙ্গু কিংবা বৃদ্ধা দাদী-নানীদের কাছ থেকে টাকা নেই না।' খুব যেন রসাল একটা মন্তব্য করেছে এমন ভান করে জুয়াড়ী হাসতে হাসতে চারপাশে নজর বোলাল, পরবর্তী শিকার খুঁজছে।

লরা মনস্থির করে ফেলল। 'যদিও আমি জুয়ো খেলি না, কিন্তু যদি এখন বাজি ধরি, অনুমতি পাব কি?' মধুর একটি হাসি উপহার দিল সে ক্যাপ্টেন উইলিয়ামকে। 'অবশ্য ক্যাপ্টেন উইলিয়াম যদি না আপনার কোন আপত্তি থাকে।'

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম কোনই আপত্তি করলেন না। লরার প্রস্তাব তাঁকে বিস্মিত করলেও, চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিলেন না।

বললেন, 'না, না আপত্তি কিসের? আমাদের এই টেক্সাস গ্যাম্বলিং ডেকে আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত মহিলারা তো পদার্পণই করেন না, খেলা দূরে থাক।'

মাথা দোলাল লরা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের দিকে পিঠ ফিরে। 'কি ধরনের খেলা এটা?' জিজ্ঞেস করল সে জুয়াড়ীকে।

জুয়াড়ী বিস্ময়ে ভ্রূ ওপরে তুলল, অভিজাত চেহারার এই তরুণীকে বোধহয় সে এখানে আশা করেনি। 'ওহ্, খেলাটা খুব সোজা,' ব্যাখ্যা করল সে। 'আমরা এটাকে তিনকার্ডের খেলা বলি। প্রথমে আমি তিনটে কার্ড এভাবে মেলে দেখাই। দুটো টেক্কা আর অন্যটা "বেবি" কার্ড।' কার্ডগুলো ওপরে তুলে ধরল সে।

লরা লোকটার নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। 'আমি কার্ডগুলোকে এবার উপুড় করে টেবিলে রাখলাম।' বলে চলল জুয়াড়ী। 'তারপর আবার ওগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছি। খেয়াল করুন, এরমধ্যে কিন্তু কোন জোচ্চুরি নেই। জেতাটা স্রেফ ভাগ্যের ব্যাপার। আপনাকে এই তিনটে কার্ড থেকে "বেবি" কার্ডটাকে খুঁজে বার করতে হবে। যদি পারেন তাহলেই আপনি বাজি জিতবেন।'

লরা উৎসাহী হয়ে বলল, 'বাঃ, বেশ মজা তো!' টেবিলের দূরপ্রান্তে বসা জুয়াড়ী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কত টাকা বাজি ধরতে চান? ভেবেচিন্তে বলুন, ভদ্রমহোদয়া।'

লরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল। বলল, 'আসলে এ ব্যাপারে আমার কোন আইডিয়া নেই। আ...আচ্ছা...পাঁচশো ডলার ধরলে চলবে?'

খাবি খেলো জনতা। জুয়াড়ীকে হতবুদ্ধি দেখাল। র‍্যালফ আর

টম জানালা দিয়ে দেখছে গোটা দৃশ্যটা, নিজেদের কানকে যেন বিশ্বাস্ করতে চাইল না। ফিসফিস করল টম, 'ওনার কাছে পাঁচশো ডলার দূরে থাক পাঁচ সেন্টও নেই বলেই তো জানতাম!'

জুয়াড়ীর চেহারায় সন্দেহের ছায়া। এত বড় বাজির খেলা জীবনে খেলেনি সে। বলল, 'কিন্তু ভদ্রমহোদয়া, আপনার টাকাটার চেহারা যে আমাকে আগে দেখাতে হবে। আর মনে রাখবেন, জেফ ডেভিসের টাকা কিন্তু অন্য লোকের পকেটে যেতে চায় না।' তার কথায় হেসে উঠল সবাই।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল লরা, রাগে মুখ লাল। কঠিন গলায় বলল, 'ভদ্রমহোদয়, আপনি দক্ষিণের এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন, মনে রাখবেন। আমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ কোন কথা তুলতে পারেনি।'

টম আর র‍্যালফ খুবই অবাক হলো। মেয়েটা পাগল হয়ে যায়নি তো! ক্যাপ্টেন উইলিয়াম এবার হস্তক্ষেপ করলেন, 'বাজিতে যিনি হারবেন তাকে বাজির টাকা পরিশোধ করতেই হবে। যদি কেউ শঠতা করেন, তিনি যেই হোন না কেন, আমি তাঁকে আমার জাহাজ থেকে নামতে বাধ্য করব।'

শান্ত থাকল লরা, ক্যাপ্টেনের হুমকি তাকে স্পর্শই করেনি। টম আর র‍্যালফের খুব অস্বস্তি লাগছে। পেশাদার জুয়াড়ীটা একটা প্রতারক। তার পা আর চেয়ারের মাঝখানে লুকানো কার্ডটা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ওরা।

টম খসখসে গলায় বলল, 'দেখেছ ওটা?'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যালফ। 'ওটা নিশ্চই ''বেবি'' কার্ড। ভদ্রমহিলা

জীবনেও ওর ঠগবাজি ধরতে পারবেন না।'

টম খুব হতাশ হলো। 'টাকা দিতে না পারলে উনি খুবই ঝামেলায় পড়বেন।'

সেলুনের ভেতরের বাতাস যেন উত্তেজনায় স্থির হয়ে আছে। পেশাদার জুয়াড়ী বিদ্যুৎগতিতে তাস শাফল্ করল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এখন...এখন ভাল করে এদিকে নজর দিন, আমি খুব আস্তে কাজটা করব। কারণ শত হলেও আপনি সুন্দরী এক নারী। এই যে দেখুন! তাসগুলো সব আস্তে করে উল্টে রাখলাম। এখন আপনাকে বলতে হবে: "বেবি" কার্ড কোনটা?'

ইতস্তত করল লরা। 'আচ্ছা, আমাকে একটু ভাবতে দিন।' তার আঙ্গুলগুলো আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল প্রথম কার্ডটা, তারপর দ্বিতীয়টা। 'আহ্, ওইটা...না, আহ...এইটা!' মাঝখানের কার্ডটা সে শক্তহাতে চেপে ধরল। জুয়াড়ী হাত বাড়াল কার্ডটাকে উল্টে দেখার জন্য কিন্তু লরা আঙ্গুল চেপেই রাখল, ভারী সরল মুখ করে সে বলল, 'ইস্, আমি ওটার দিকে তাকাতেই পারব না। আপনি অন্য কার্ড দুটো কেন তুলছেন না?'

জুয়াড়ীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। কঠিন গলায় সে বলল, 'এটা...এটা ওভাবে খেলা হয় না, ভদ্রমহোদয়া।' লরা তার সুন্দর চোখ তুলে তাদেরকে ঘিরে দাঁড়ানো ভিড়টার দিকে একবার চাইল, তারপর দৃষ্টি ফেরাল টেবিলে! হাত দিয়ে চেপে রাখা কার্ডটার দিকে চেয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা, এটা যদি একটা টেক্কা হয়...' দ্রুত বাঁ পাশের কার্ডটা ওল্টাল সে, ...আর এটাও যদি আরেকটা টেক্কা হয়,' এবার ডানধারের কার্ডটা সে তুলল,

...তাহলে এই তৃতীয়খানা অবশ্যই "বেবি" কার্ড হবে। যুক্তি তো তাই বলে, তাই না?'

সায় দিল সবাই, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

উঠে দাঁড়াল লরা, মাঝখানের কার্ড থেকে হাত সরাল, জানে জুয়াড়ী নিজের স্বার্থেই ওটা ওল্টাবে না। কারণ এই কার্ডটাও আসলে একখানা টেক্কা। এই কার্ডখানা ওল্টানো মানে তার জোচ্চুরি ধরা পড়া। লরা লোকটার মুখের দিকে সরাসরি তাকাল, 'জনাব, খেলাটা যদি আমি বুঝে থাকি, তাহলে আপনার কাছে আমার এখন পাঁচশো ডলার পাওনা হয়েছে। হাত বাড়াল সে। মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিল জুয়াড়ী, কল্পনাও করেনি একটা মেয়ের কাছে এভাবে ফেঁসে যাবে। মুখ কালো করে সে হাত ঢোকাল পকেটে, একমুঠো ডলার বের করল।

লরাকে অভিনন্দন জানালেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম। জনতাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তার প্রশংসায়। জানালার শাটারের পেছনে দাঁড়ানো র‍্যালফ আর টম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শুধু জুয়াড়ীর চেহারা পেঁচার মত হয়ে থাকল। তার কাছে পাঁচশো ডলার নেই। ক্যাপ্টেন তাকে আচ্ছামত ধোলাই করলেন। জুয়াড়ী বাধ্য হলো তার মূল্যবান একটি আংটি দিয়ে টাকা শোধ করতে। 'হীরের এই আংটিটার দাম একশো ডলারেরও বেশি।' বলল সে লরাকে, 'আপনার বাকি টাকা এতেই শোধ হয়ে যাবে।'

লরা আংটি নিল বটে কিন্তু সন্দেহের চোখে ওটাকে পরখ করল। 'না, না এভাবে আংটি নেয়ার আমার কোন ইচ্ছে ছিল না।' নাটকীয় গলায় বলল সে। 'তবে কিনা টাকা শোধ না করার দায়ে

আপনাকে নির্জন সৈকতে নামিয়ে দেয়া হবে এটাও আমার পছন্দ নয়।' দুষ্টু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'আচ্ছা, আমরা কেন এই ভদ্রলোকদের "বেবি" কার্ডটা দেখাই না?' হাত বাড়াল সে টেবিলের দিকে, যেন কার্ডটা তুলবে।

আর্তনাদ করে উঠল জুয়াড়ী। 'না…না। ওটাকে আর দেখাতে হবে না।' দ্রুত সে সবগুলো কার্ড একত্র করল, তারপর ঢোকাল পকেটে। 'আচ্ছা; ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের মত খেলা এখানেই শেষ। শুভ দিন!' যেন পালিয়ে বাঁচল সে।

খুশিমনে লরা ক্যাপ্টেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ক্যাপ্টেন, আমার থাকার ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাইছিলাম।' হাসল সে। 'আমার জন্য ভাল একটা কেবিনের ব্যবস্থা করুন।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' বললেন ক্যাপ্টেন। তাঁর চোখ আটকে গেল লরার লম্বা গাউনে। 'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি…

ক্যাপ্টেন কি বলতে চাইছেন বুঝতে পেরেছে লরা, দ্রুত সে প্রসঙ্গটার পরিসমাপ্তি টানল। 'না, আপনি যা ভাবছেন সে সব কিছু নয়। বাই, বাই,' পায়ের কাছে গাউন উঁচু করে সে গটগট করে এগোল ডেকের দিকে। টম আর র‍্যালফ হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু বেশিক্ষণ ডেকে দাঁড়াতে সাহস পেল না। না জানি আবার ক্যাপ্টেন উইলিয়ামের চোখে পড়ে যায়। ওরা একটা স্ন্যাক খেয়ে আবার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকল। কোনমতে গাদাগাদি করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেল খানিক পরেই। জানলও না বিপদ আসছে নিঃশব্দে।

রাত। র‍্যালফ আর টম যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেখানে এক

লোক এসে হাজির হলো। তার হাতে খোলা ছুরি। ঘুমন্ত র‍্যালফের ওপর ঝুঁকল সে, মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ধারাল ব্লেড। একটানে সে র‍্যালফের পকেট কেটে ফেলল, বের করল মানিব্যাগ। খোঁয়াড়ে সে ঢুকেছিল নিরাপদেই, কিন্তু মানিব্যাগ নিয়ে পালানোর সময় তুলোর একটা বস্তার ওপর দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়তেই একটা ঘোড়া ভয়ে চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল র‍্যালফ। অন্ধকারেও সে পলায়নপর আগন্তুককে আবছাভাবে দেখল। বিদ্যুৎগতিতে তার হাত চলে গেল পেছনের পকেটে, হাহাকার করে উঠল। নেই! মানিব্যাগ নেই!! শুধু টাকা নয়—মূল্যবান ম্যাপটাও ওটার মধ্যে ছিল।

একলাফে উঠে দাঁড়াল র‍্যালফ। 'হেই! আমার জিনিস ফেরত দাও!'

চোখ মুছতে মুছতে উঠল টম। র‍্যালফ তার দৃষ্টিসীমার প্রায় বাইরে চলে গেছে, চিৎকার করছে তারস্বরে, 'বাঁচাও! চোর! চোর!'

আগন্তুক একটা সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটল। দৌড়াতে দৌড়াতে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে পকেটে পুরল। র‍্যালফ ধরে ফেলল ওকে। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ডেকে। লোকটা ওর দিকে তাকাল। আধো আলোতে লোকটাকে চিনতে পারল র‍্যালফ। টিকেট করার সময় একে জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। ডকে কাজ করে লোকটা, একটা ছ্যাঁচোড়। লোকটা বাইরে তাকাল, মনে হচ্ছে মানিব্যাগটা নদীতে ফেলে দেবে।

র‍্যালফ ছুটে গেল চোরটার দিকে। ম্যাপটা তার চাই, কোনমতেই ওটাকে হাতছাড়া করা যাবে না। 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

চিৎকার করতে লাগল সে। 'আমার টাকা চুরি করেছে। চোর!'

চিৎকারে কাজ হলো। লরাকে দেখা গেল বেরিয়ে এসেছে তার কেবিন থেকে। চোরটা ছুটে পালাবার জন্য পা বাড়াল কিন্তু লরা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। 'এই দাঁড়াও ওখানে!' বলল সে। 'দাঁড়াও বলছি।'

'চোর!' ডেক ধরে ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করল র‍্যালফ।

'এখানে কি করছ?' ধমকে উঠল লরা। 'এখানে কি করছ শুনি?'

কৈফিয়ৎ দেয়ার সময় কিংবা ইচ্ছে কোনটাই লোকটার নেই। ধরা পড়ার ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। লরাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল সে। কিন্তু লরা পথ ছাড়ল না। হিংস্র হয়ে উঠল আগন্তুক, দাঁত বেরিয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করে জাপটে ধরল সে লরাকে। এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে ফেলল, পরক্ষণে ছুঁড়ে দিল বাইরে। 'প্লপ'; ভোঁতা একটা আওয়াজ ভেসে এল নিচ থেকে, নদীতে পড়ে গেছে লরা।

রাতের অন্ধকার চিরে ভেসে এল তার তীব্র আর্তনাদ। 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল র‍্যালফের চোখ। রেলিং-এর দিকে ছুটে গেল, ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল। ডেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে লরা, অবস্থা দেখে মনে হলো ডুবে যাবে। 'ভয় পাবেন না। আমি আসছি!' চিৎকার করে বলল টম, পরক্ষণে লাফিয়ে পড়ল নিচের কালির মত কালো জল লক্ষ্য করে।

টম র‍্যালফের পিছু পিছু আসছিল। বন্ধুকে নদীতে লাফিয়ে

পড়তে দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল তার। এখনও চোখে ঘুম টমের, পিট পিট করে নিচে চাইল। অনেক নিচ দিয়ে ফোঁপানির মত আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে ছাড়া এ জীবন অর্থহীন। রেলিং বেয়ে উঠল টম, চোখ বুজল, নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিল লাফ।

লাফানোর পর ডুবে গিয়েছিল র‍্যালফ। ভেসে উঠেই পাগলের মত খুঁজতে শুরু করল লরাকে। হঠাৎ তাকে দেখতে পেল সে। লরার দিকে সাঁতার শুরু করতেই টমের চিৎকার ভেসে এল, 'র‍্যালফ, সাবধান!' কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিশাল এক ঢেউ গ্রাস করল র‍্যালফকে। পাহাড় সমান ঢেউটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। র‍্যালফ যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই দিক লক্ষ করে সাঁতরাতে শুরু করল টম।

একটু পরেই আবার ভেসে উঠল র‍্যালফ। 'ও ও ও...' মুখ হাঁ করে শ্বাস টানল সে। মাথা ঘোরাতেই টম আর লরাকে পাশেই দেখতে পেল। আতঙ্কিত তিনজন এবার তীর লক্ষ্য করে সাঁতরাতে শুরু করল।

## চার

তার সকল সৌন্দর্য নিয়ে রাতের আঁধার কেটে জেগে উঠল ভোর। নদীর ওপর মস্ত সাপের মত ঝুলে থাকল কুণ্ডলী পাকানো ধূসর কুয়াশা। সকালের প্রথম মিষ্টি আলো আলিঙ্গন করল লরাকে। র‍্যালফ আর টমের কাছ থেকে খানিকটা দূরে, একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় নিংড়ে জল বের করছে সে। তেতোমুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়া পোশাকটা সমান করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল লরা। নোংরা আর কাদায় মাখামাখি গাউনটা এখন আকৃতিহীন একটা কম্বলে পরিণত হয়েছে।

ঝোপটার সামনে, একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে টম আর র‍্যালফ, লরার গালমন্দ শুনছে কুণ্ঠিত মনে। সত্যি তো লরার এই অবস্থার জন্য তারাই দায়ী।

হাত ওপরের দিকে তুলে বিস্ফোরিত হলো লরা, 'জাহাজ ঘাটা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এই পোশাকে আমার মত একটা সুন্দরী, স্মার্ট মেয়ে। ওহ্, ভাবাই যায় না!'

র‍্যালফ আর টম মাটির দিকে চেয়ে রইল। র‍্যালফ মিনমিন করে বলল, 'শুধু আপনার একার অবস্থা তো খারাপ নয়। আমারও তো

চারশো ডলার চুরি গেছে।'

দাবড়ে উঠল লরা। 'আরে রাখো তোমার টাকা। তোমাদের জন্যেই তো আজ আমার এই অবস্থা।' ঢোক গিলল র‍্যালফ। ভীরু গলায় বলল, 'আমরা তো আপনাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।'

লরা চেঁচিয়ে উঠল। 'বাঁচাতে গিয়েছিলে, না? এরচে' মানুষ খেকোরাও আমাকে ভালভাবে বাঁচাতে পারত। যাকগে, তোমরা ওই জাহাজে কি করছিলে?'

'আমরা ইয়েতে যাচ্ছিলাম…' বলল র‍্যালফ।

'মানে ফ্লোরিডা যাচ্ছিলাম।' যোগ করল টম।

'জ্বী জ্বী, তাই।' চোখ ইশারায় টমকে সতর্ক করল র‍্যালফ।

বিরক্ত মুখে লরা তার শতচ্ছিন্ন পোশাক ঝোপের ওপর মেলে দিল শুকাবার জন্য। একই সঙ্গে তার মুখ চলছে। এখন তার পরনে শুধু অন্তর্বাস। তাও কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। ছেলেরা লজ্জায় রাঙা হয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ওদের দুইবাহু চেপে ধরে লরা গর্জে উঠল। 'অনেক ঢঙ হয়েছে। এখন আমার দিকে চাও! আমি চাই তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে যা জিজ্ঞেস করব তার সরাসরি জবাব দেবে।'

র‍্যালফ লাজুক গলায় বলল, 'আপনি যদি গায়ে কিছু দিতেন তাহলে আমরা আপনার দিকে ফিরতে পারতাম।'

ওদের বিনীত ভাবকে পাত্তাই দিল না লরা। বলল, 'অত লজ্জা পেতে হবে না। এখন বলো, তোমরা ওখানে কি করছিলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যালফ। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এখন এই একরোখা মেয়েটার কৌতূহল নিরসন না করে উপায় নেই। লরা

ওদের সাহায্য করতে পারে এই আশায় সে ঘটনাটা বলতে শুরু করল। লরার মুখ থেকে বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা দূর হয়ে ফুটে উঠল প্রকৃত বিস্ময়। গভীর মনোযোগে সে পুরো গল্পটা শুনল। তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ধীর পায়ে তিনজন হাঁটতে লাগল নদী তীর দিয়ে। র‍্যালফ শেষ করল··· 'তারপর আমরা শয়তান রিডলারের চোখ ফাঁকি দিয়ে বুড়ো স্নাইডারের নৌকা চুরি করে পালিয়ে আসি।'

'তোমার কাছে ম্যাপটা এখনও আছে?' গল্পটা লরার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

'চোরটা ওটাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে।'

'ওই ম্যাপে কি ছিল?'

মাথা নাড়ল র‍্যালফ। 'সে কথা আমরা আপনাকে বলতে পারব না, ম্যাম।'

'আপনার ভালর জন্যেই কথাটা আপনাকে আমরা বলব না।' লরা রেগে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল টম।

'কিন্তু আপনি যেহেতু আমাদের সাহায্য করেছেন,' বলল র‍্যালফ, '···আর টাকা পয়সা, জামাকাপড় সব আমাদের কারণেই খুইয়েছেন, ঠিক আছে, আমরা যা খুঁজছি সেটা পেলে আপনার সব ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব।'

লরা একটা ভুরু তুলল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'সে তোমাদের দয়া!' বলল বটে কিন্তু ওদের একটা কথাও সে বিশ্বাস করেনি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সরু, আঁকাবাঁকা একটা রাস্তায় চলে এল। এই বিষয়টা নিয়ে টমের আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না। সে

দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'আপনি তো কখনও তিনকার্ড খেলেননি। তাহলে কি করে জিতলেন?'

হাসল লরা। 'আমার ভাই'র কাছ থেকে একটা জিনিস অন্তত আমি শিখেছি। আর তা হলো কি করে প্রতারক চেনা যায়।'

ধুলোর একটা মেঘ দেখতে পেল ওরা দূরে। সম্ভবত কোন গাড়ি আসছে। ওদের অনুমান সত্য। একটু পরেই ক্যাঁচ কোঁচ করতে করতে দু'চাকার একটা গাড়ি এসে থামল ওদের সামনে লরা হাত তুলতেই। গাঁইয়া এক লোক, খোঁচা দাড়ি, মাথায় কোঁচকানো, পুরানো টুপি। 'ওয়াও' মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে খচ্চরটার লাগাম টেনে ধরল সে।

'সবচেয়ে কাছের শহরটা এখান থেকে কতদূর?' গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করল লরা।

বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁধের পেছনে নির্দেশ করল লোকটা। 'সবচেয়ে কাছের শহর কোহোমা মাইল সাতেক দূরে।'

'সাত মাইল! আপনি কি আমাদের দয়া করে ওখানে পৌঁছে দিতে পারবেন?'

নাক কোঁচকাল গাড়োয়ান। 'আমি মাগনা কোন কাজ করি না।'

লরার চেহারা মুহূর্তের জন্য কঠিন আকার ধারণ করল। লোকটা ভারী নীচ প্রকৃতির তো! পরক্ষণে নিজেকে সামলাল সে। বলল, 'আপনার খচ্চর আর গাড়িটা যদি আমি কিনি?'

'আপনার কাছে টাকা আছে?' লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ।

হাসল লরা। 'এই মুহূর্তে অবশ্য নেই। বিশেষ করে এত সুন্দর

একটা প্রাণী কেনার টাকা।' খচ্চরটার ওপর চোখ রেখে বলল সে। ওটার চোখের ওপর থেকে একটা আঁশ সরাল, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল হীরের আঙটি। গাড়োয়ানের চোখ ছোট হয়ে এল। 'তবে জামানত হিসেবে একটা জিনিস আপনাকে দিতে পারি। এই আঙটিটা।'

'লেনদেনের কথা বলছেন?' দাঁত বের করে হাসল গাড়োয়ান। 'আর বলতে হবে না। এখন ঝটপট গাড়িতে উঠে পড়ুন তো।'

হাসিমুখে লরা র‍্যালফ আর টমকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। বুড়ো গাড়োয়ান 'লেনদেন'-এর হিসেব বুঝে পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করল। গাড়ি ছোটাল লরা।

আকাশটা গাঢ় নীল। তামার মত ঝকঝকে সূর্য রুক্ষ তাপ ছড়াচ্ছে। এতখানি পথ খিদে পেটে হেঁটে যেতে হচ্ছে না বলে র‍্যালফ খুবই খুশি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ছোট শহরটাতে ঢুকে পড়ল, এগিয়ে চলল ধুলো বোঝাই বড় রাস্তা দিয়ে। যেতে যেতে রাস্তার দুইপাশে সাদা রঙের ঘরবাড়ি, একটা চার্চ এবং একটা জেনারেল স্টোর চোখে পড়ল।

'ওয়াও' মুখ দিয়ে বিদঘুটে শব্দটা করল লরা। লাল ইঁটের একটা দালান, মাথায় 'কোহোমা শেরিফ অফিস' লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো, এটার সামনে আসতেই খচ্চরের লাগাম টেনে ধরল সে।

'এখানে থামলেন কেন?' জানতে চাইল টম।

'কাজ আছে। এসো।' গাড়ি থেকে নামল সে। ছেলেরা নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ওদেরকে নিয়ে ঢুকল শেরিফের অফিসে।

শেরিফ তার ডেস্কে বসে আছে, খবরের কাগজ পড়ছে। ডেস্কের ওপর আধখালি একটা মদের বোতল, পাশেই বড় একটা হ্যাট। ওদেরকে দেখে বিস্ময় ফুটল শেরিফের চোখে। মদের বোতল আর পেপারটা তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে ঢুকাল সে। টেনে টেনে বলল, 'কি ব্যাপার, ম্যাম?'

লরা টম আর র‍্যালফকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ঘর পালানো এই ছেলে দুটোকে আপনার জিম্মায় রাখতে এসেছি।'

'কি?' চিৎকার করে উঠল র‍্যালফ। কল্পনাও করেনি মেয়েটা ওদের সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

লরা নির্বিকার মুখে ওদের রেগে বেগুনী হওয়া চেহারা দেখল। তারপর বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই আশা করোনি আমি তোমাদের ম্যাপ সম্পর্কিত গাঁজাখুরি গল্পটা বিশ্বাস করেছি।'

'কিন্তু, মিস প্যাক্সটন।' প্রতিবাদ করল র‍্যালফ।

'তোমাদের ভালোর জন্যই কাজটা করেছি। বাবা মা-র কাছে যখন ফিরে যাবে তখন তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করবে।' হঠাৎ একটা অপরাধবোধে ছেয়ে গেল লরার মন। ও কি খুব বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলল? ছেলে দুটোর মুখ করুণ এবং হতভম্ব দেখাচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকাল সে। যাক যা হবার হয়েছে।

কঠিন চোখে শেরিফ টম আর র‍্যালফের দিকে চাইল। 'তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

র‍্যালফ নিচের ঠোঁট কামড়াল আর টম পা ঘষতে লাগল। 'ওই উত্তরে,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিল র‍্যালফ। '...কিন্তু আমরা

ঘর পালাইনি, বিশ্বাস করুন। আমরা মানে, ইয়ে…' কি বলবে ঠিক বুঝতে পারল না ও। আমতা আমতা করতে লাগল।

'ওরা কোত্থেকে পালিয়ে এসেছে যদি না বলে তাহলে আপনি ওদের বাড়ি পালাবার খবর দিয়ে ছবিসহ পোস্টার টাঙিয়ে দিন রাস্তায়,' পরামর্শ দিল লরা। 'কেউ না কেউ নিশ্চই ওদের চিনতে পারবে।'

'না না, দয়া করে তা করবেন না।' বলল র‍্যালফ, তার চোখ ফেটে জল আসার জোগাড়। রিডলার তাহলে আমাদের ঠিক চিনে ফেলবে।'

মেঝেতে জোরে পা ঠুকল লরা। 'আমি আবার যদি ওই রিডলারের কথা শুনি…

শেরিফ ডেস্ক ঘুরে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। 'ব্যস, ব্যস। এবার ছোকরারা আমার সঙ্গে চলো।' সে ওদেরকে একটা সেলের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করল।

'আপনি নিশ্চই আমাদের বিনা অপরাধে এভাবে জেলে পুরতে পারেন না,' কাঁপা গলায় প্রতিবাদ করল র‍্যালফ।

'তোমাদের জেলে পুরব না।' নরম গলায় বলল শেরিফ। এটা জেল নয়। এটাকে আমরা নিরাপত্তা কুঠুরি বলি। চলো হে ছেলেরা, কেউ তোমাদের খোঁজে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে।' র‍্যালফ আর টম তর্ক করতে চাইল, কিন্তু কোন লাভ হলো না। ওদের সেলে পুরে দিল শেরিফ।

শেরিফ লরাকে বলল, 'ম্যাম, এখন যদি আপনি দয়া করে ছেলে দুটো সম্পর্কে দু'একটা স্বীকারোক্তি দিতেন…' মানে ওদের সম্পর্কে আপনি যা জানেন ওদের কোথায় দেখেছেন, বয়স,

ইত্যাদি।'

লরা একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে ডেস্কের দিকে এগোল, লিখতে শুরু করল। হঠাৎ তীব্র একটা আর্তনাদ ভেসে এল বাতাসে। শেরিফ এবং সে দৌড়ে সেলের সামনে চলে এল। টম, বাঙ্কের ওপর বসা, একটা হাত চেপে ধরে আছে, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। 'বাঁচান! বাঁচান। আমার হাত গেছে।' ককিয়ে উঠল সে।

র‍্যালফ মুখ করুণ করে বলল, 'ওকে একটা মাকড়সা কামড়েছে।'

শেরিফ দ্রুত সেলের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। লরা তাকে অনুসরণ করল। 'ওটা টেরানচেরলা মাকড়সা। খুব বিষাক্ত। দেখেছি আমি।' গুঙিয়ে উঠল টম, ভয়ে চোখ বিস্ফারিত। 'ওটা এত্ত বড়...একটা জগের সমান। ওখানে ছিল।' র‍্যালফ বাঙ্কের কোনার দিকটা দেখাল। 'আট পায়ের ভয়ঙ্কর দানব একটা!'

লরার কেমন সন্দেহ হলো। বলল, 'তাই?'

ওর চেহারা পাল্টে যাচ্ছে দেখে টমের যন্ত্রণা যেন আরও বেড়ে গেল। 'ও মাগো। বিষে মরে গেলাম গো!' চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল সে।

'দাঁড়াও দেখি। আমাকে দেখতে দাও।' লরা টমের হাত দেখতে চাইল। আর শেরিফ বাঙ্কের নিচে ঢুকল মাকড়সা খুঁজতে।

বিদ্যুৎগতিতে কাজটা করল ওরা। র‍্যালফ এক ধাক্কায় শেরিফকে বাঙ্কের ভেতর দিকে পাঠিয়ে দিল। যেন কামানের গোলা ফাটল, শেরিফের মাথা দেয়ালের সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেলো। একই সঙ্গে ঝট করে বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল টম, চোখের

পলকে লরাকে তুলে ওখানে বসিয়ে দিল। 'দুঃখিত, ম্যাম' চিৎকার করে কথাটা বলে সে আর র‍্যালফ সেল থেকে বেরিয়ে এল, দরজার বল্টু টেনে ওদেরকে ভেতরে বন্দী করে ছুটল।

'র‍্যালফ রজারস, ফিরে এসো বলছি,' লরা গরাদ ধরে জোরে ঝাঁকাল, গনগন করছে মুখ। 'তোমাদের কপালে কিন্তু খারাবি আছে।'

এক সেকেণ্ডের জন্য থামল র‍্যালফ। বলল, 'ম্যাম, এমনিতেই গত তিনদিন ধরে আমাদের কপাল খারাপ যাচ্ছে। এখানে আটকে থেকে আরও কপাল খারাপ করতে চাই না।' সশব্দে অফিসের দরজা বন্ধ করে সে আর টম রাস্তা দিয়ে ছুটল, দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে পিছু নিল ওদের।

ওরা পালিয়ে যাবার বেশ অনেকক্ষণ পর রেগে লাল হওয়া শেরিফ আর লরাকে সেলের তালা ভেঙে উদ্ধার করল স্থানীয় এক কামার। শেরিফ দুই পিচ্চির কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে নিজেই নিজের সেলে বন্দী হয়েছেন, এই মুখরোচক সংবাদটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। লোকজন রীতিমত ভিড় জমাল শেরিফের অবস্থা দেখতে, তারা ফিসফিস করছে আর চোখ ঠেরে হাসছে।

শেরিফ আর লরা সেলের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই উপস্থিত জনতা বিস্ফোরিত হলো অট্ট হাসিতে। 'ওই বিচ্ছু দুটোকে যে করে হোক আমার হাতে চাই-ই চাই।' রেগে বোম হয়ে বলল লরা। কিন্তু চাইলেই কি আর 'বিচ্ছু'দের ধরা যায়? তারা এতক্ষণে কোথায় ভেগেছে তার কোন খবর আছে! রাস্তার দিকে তাকাল লরা। যাক বাবা, অন্তত গাড়ি আর খচ্চরটা আগের জায়গাতেই

আছে।

'ধন্যবাদ, হোমার,' কামারের দিকে চেয়ে চেষ্টাকৃত একটা হাসি উপহার দিল শেরিফ, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, আবার ঢুকে পড়ল অফিসে।

'ওরা আসলে নিতান্তই বাচ্চাছেলে। নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে এখনও সচেতন নয়।' লরাকে বলল সে, যেন টম আর র‍্যালফের অপরাধ সে ক্ষমা করে দিয়েছে।

'নাক টিপলে দুধ বেরোয়। কিন্তু কিরকম বাঁদর দেখেছেন!' লরার রাগ এখনও যায়নি। 'ওরা গোপন ম্যাপ, খুনোখুনি ইত্যাদি ছাইপাঁশ নিয়ে অনেকক্ষণ আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করেছে। কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করিনি আমি। নিজের চোখেই তো দেখলেন কত মিথ্যুক ওরা!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে রাস্তায় নামল লরা, উঠল গাড়িতে।

এই ভিড়ের মধ্যে একটা লোক অনেক আগে থেকে সবকিছু চুপচাপ লক্ষ করে চলছিল। সে এবার শেরিফের কাছে গেল। র‍্যালফ যদি তাকে এখন দেখত নির্ঘাৎ হার্টফেল করত। লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং রিডলার। শেরিফের সামনে গিয়ে সে বলল, 'এই যে শেরিফ, মারকুট্টে দুটো কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

শ্রাগ করল শেরিফ। 'নদীর দিকে যেতে পারে। বেশিরভাগ পলাতকরা এই কাজটাই করে।'

র‍্যালফ আর টম এদিকে জেলখানা থেকে পালিয়ে শহর ছেড়ে ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। উত্তেজনা আর ভয়ে এখনও বুক ধড়ফড়

করছে ওদের। লরার বিশ্বাসঘাতকতাকে এখনও যেন মন থেকে মেনে নিতে পারছে না কেউই। অথচ ওরা লরাকে তাদের বন্ধু ভেবেছিল। ছুটতে ছুটতে ওরা দম নিতে একটা বড় গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। জঙ্গলের এই শান্ত পরিবেশে নিজেদের এখন অনেক নিরাপদ মনে হচ্ছে। সাহস ফিরে পাচ্ছে নতুন করে। পাখিরা গান গাইছে মাথার ওপরে, সোনালী সূর্যরশ্মি খেলা করছে গাছের সবুজ পাতায়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুই বন্ধু উঠে দাঁড়াল। যাত্রা শুরু করল নদীর দিকে। অনেকখানি পথ চলার পর জলের প্রবহমান মিষ্টি কুলকুল ধ্বনি ভেসে এল কানে। একটু পরেই ওদের সামনে বিশাল মিসিসিপি নদীর একটা খাড়ি উদ্ভাসিত হলো। উজ্জ্বল রঙ করা একটা কীল বোট  নজরে পড়ল। নৌকাটা নদী তীরে বাঁধা, ওটার পাশে এবং পালগুলোতে অসংখ্য বিজ্ঞাপন লাগানো। অবাক হয়ে টম এবং র‍্যালফ বিভিন্ন ওষুধের গালভরা গুণাগুণের বর্ণনা পড়ল। ড. পিলম্যান স্পুজু জুস এবং  সোয়াম্প রুট এলিক্সির; ড. পিলম্যান ভারমিফুজ এবং ডিওয়ারমার পিল। মশামাছির কামড়, চোখে কম দেখা, রক্তক্ষরণ বন্ধ, গেঁজ, প্রমেহ ইত্যাদি হরেক রকম রোগ এবং ক্ষতের মহৌষধের নাম পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেল দু'জনেই। হঠাৎ দেখল পাকাপোক্ত, গাট্টাগোট্টা চেহারার এক লোক, ধূসর রঙের ঢেউ খেলানো চুল, মুখভর্তি দাড়ি, বেরিয়ে আসছেন কীল বোটের ছইয়ের নিচ থেকে। ভদ্রলোকের মাথায় লম্বা, বিভার হ্যাট। এতদূর থেকেও তাঁর ঝকমকে চাউনি নজর এড়াল না ওদের। তিনি তীরে উঠে ভরাট গলায় গান ধরলেন:

যখন লাগল তার ঠাণ্ডা আর পড়ল শুয়ে বিছানায়
ঠাণ্ডার চোটে খাবি খেয়ে প্রাণটা যে তার যায় যায়;
যেই না তখন ডাকা হলো পিলম্যান ডাক্তারকে
ডাক্তারী পিল খেয়ে তার হাসিমুখ আর দেখে কে।
এক বড়িতেই রোগী আহা সক্কাল বেলায় সুস্থ যে
পিলম্যানের পিলের গুণ বড় মস্ত হে!
এই হলো গল্প আমার সুরে আর গানে
ব্যর্থতা বলে শব্দ নেই পিলম্যানের অভিধানে।

হঠাৎ বুড়ো দেখতে পেলেন ওদেরকে। র‍্যালফ আর টমকে উদ্দেশ্য করে হ্যাটের কোণা স্পর্শ করলেন তিনি, 'আ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তে হন্টনের জন্য চমৎকার একটি দিন আজ। এরকম দিন রক্তের নিয়মিত চলাচল বৃদ্ধি করে, এবং শারীরিক দুর্বলতা দূর করে।'

বুড়োর কথা বুঝতে পারল না র‍্যালফ। বোকার মত বলল, 'জ্বী, স্যার?'

ডা. পিলম্যান ভ্রূ কোঁচকালেন; নদীতীরে দ্রুত, এক পলক চোখ বোলালেন। জানতে চাইলেন, 'তোমরা একা?'

মাথা দোলাল র‍্যালফ। 'জ্বী। শুধু আমি আর টম জেমিসন।'

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডাক্তার। ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা কাঁচের নল দিয়ে ওষুধের বোতলগুলোতে জল ভরলেন। কয়েকটা ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বাললেন। শিখা দাউদাউ করে উঠতেই তিনি আগুনের তাপে লাল টকটকে একটা সিরাপ গরম করলেন। বোতলটার নিচে একটা ব্যাঙাচি খলবল করছিল, এক ঝটকায় তিনি ওটাকে বের করলেন। বিরাট এক

লাফে ব্যাঙাচিটা নদীতে গিয়ে পড়ল।

টম আর কৌতূহল দমাতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'আপনি কি তৈরি করছেন?'

'ধন্বন্তরি ওষুধ,' বললেন ডাক্তার। 'এটা অ্যাজটেকদের একটি প্রাচীন ফর্মুলা।'

'এটা দিয়ে কি হবে?'

'কি হবে না তাই বলো! খোসপাঁচড়া, ছুউদ, দাউদ, পেট কামড়ানি, খুশখুশে কাশি থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার চর্মরোগের মহৌষধ এটি। খুব সাবধানে ডাক্তার বোতলের সিরাপ পরীক্ষা করলেন, তারপর ওটার ভেতরে প্রচুর জল ভরলেন।

'এই একটা মাত্র ওষুধে এত রোগ সারবে?' টমের চোখ গোল আর বড় হয়ে গেল।

'ওগুলো তো বটেই আরও অনেক অসুখ সারবে। তোমরা বড় ভাগ্যবান হে। সারা পৃথিবীতে শুধু তোমরাই এটার প্রস্তুতিপর্ব দেখার সুযোগ পেয়েছ।'

ধন্বন্তরি ওষুধ নয়, র‍্যালফের আগ্রহ নৌকাটার প্রতি। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ভাটির দিকে যাবেন?'

ডাক্তার ওর দিকে তাকালে ও তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের একটু দয়া করে ফ্রায়ার পয়েন্টে পৌছে দেবেন?'

বুড়োর ভ্রূ আবার কুঁচকে গেল, এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বললেন, 'তোমরা কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ?'

নিজেদের অজান্তে ওরা টানটান হয়ে গেল, সমস্যা দেখা দিলেই দৌড় দেবে। 'সে অনেক ঘটনা,' বলল র‍্যালফ।

...আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাসও করবেন না।'

'করব না?' একটা বোতলে শক্ত করে ছিপি পরাতে পরাতে বললেন ডাক্তার।

'অনেকেই করেনি।' বলল র‍্যালফ।

সিধে হলেন ডাক্তার। 'ঠিক আছে। আমি তোমাদের সঙ্গে নিতে রাজি আছি। তবে বেতন কিন্তু বেশি দিতে পারব না। হপ্তায় এক ডলার পাবে, থাকা আর খাওয়া বাবদ। তবে হ্যাঁ, তার আগে তোমাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের সেবা করতে হবে।'

'কে তিনি?' সরল মুখ করে জানতে চাইল টম।

ডা. পিলম্যান ওর দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকালেন। 'কেন আমি! ডাক্তার আহ্... আমি কি নিজের পরিচয় এখন দিতে পারি? আমি ডাক্তার ইউইং টি. পিলম্যান, এম. সি. পি.এম, পিএইচ. ইউ।' মেরুদণ্ড টান টান করলেন তিনি, মাথা থেকে বিভার হ্যাটটা খুলে বো করলেন। তারপর কাঁচের নলটা ঝাঁকিয়ে কি যেন নিক্ষেপ করলেন আগুনে। শিখাগুলো লাফিয়ে উঠল দপ করে।

টম আর র‍্যালফের বেশ মজা লাগছে। ডাক্তারকে ওদের বেশ ভাল লেগেছে। তিনি শুধু বন্ধুবৎসল এবং মজারই নন, হপ্তায় ওদের এক ডলার আয়ের সুযোগও করে দিচ্ছেন। 'চলো তাহলে ডাক্তারী শাস্ত্রের ছেলেরা,' ঘোষণার সুরে তিনি বললেন, 'আমার ব্যাগগুলো নিয়ে এসো।'

আগের গানটা গুনগুন করে গাইতে গাইতে নৌকার দিকে এগোলেন ডাক্তার। পেছনে ওরা দুই বন্ধু। মেটকাম্বের গুপ্তধনের সন্ধানে এসে নতুন এবং অদ্ভুত আরেক অভিযানে অংশগ্রহণের

উত্তেজনায় দু'জনের বুক ঢিবঢিব করতে লাগল। কিন্তু জানে ন
কোন্ ভয়ঙ্করের হাতছানিতে ওরা ভয়াবহ সব বিপদে পড়তে যাচ্ছে
শীঘ্রই।

—ভয়ঙ্করের হাতছানি

## পাঁচ

ওইদিন দুপুর নাগাদ ডা. পিলম্যান তাঁর দুই নতুন সাগরেদকে নিয়ে বস্কিডেল নামে একটি গ্রামে হাজির হলেন। এই গ্রামে ভিনদেশীরা আসে না বললেই চলে। তাই ডা. পিলম্যান নদীতীরে বিচিত্র রঙের একটি তাঁবু টাঙালে গ্রামবাসীরা সবাই ওদেরকে ভিড় করে দেখতে এল। তাঁবুর গায়ে রঙবেরঙের ছবি, রেড ইণ্ডিয়ান সর্দার আর তাগড়া ঘোড়াদের চিত্রই বেশি। আর প্রচুর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের কথাগুলো এরকম: ডা. পিলম্যানের ওষুধে পৃথিবীর হেন কোন রোগ নেই যা নিরাময় সম্ভব নয়।

লোকজনের ভিড় দেখে অতিশয় আনন্দিত হলেন ডা. পিলম্যান। মনে মনে লাভের দ্রুত একটা হিসেব কষেও ফেললেন। রঙিন তাঁবুর বাইরে, কাঠের নিচু একটা চৌকিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর পরনে ইণ্ডিয়ান সর্দারদের পোশাক, মাথায় পালক গোঁজা টুপি। র‍্যালফ আর টম তাঁর সঙ্গেই রয়েছে, ওরাও মুখে রঙ মেখে, ইণ্ডিয়ান পোশাক পরে নকল ইণ্ডিয়ান সেজেছে। ডাক্তার হাত তুললেন, বিদঘুটে গলায় কি যেন বিড়বিড় করছেন। জনতা হাঁ করে তাঁকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ আকাশের দিকে হাত তুলে

যেন ঈশ্বরের কৃপা লাভ করছেন এমন ভঙ্গি করে ডা. পিলম্যান এরপর ঠিক ইণ্ডিয়ানদের মত নাচের অঙ্গভঙ্গি করলেন। তারপর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাবগম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন।

'বস্কি ডেলের ভাল মানুষের সন্তানগণ। তোমরা নিজেদের যা মনে করো তারচে' অনেক বেশি তোমরা অসুস্থ!' খাবি খেলো জনতা। 'কিন্তু আর চিন্তা নেই। আমি এসেছি তোমাদের রোগ মুক্তির জন্য, তোমাদের চির সুস্থ এবং সবল রাখতে। আর সেই অত্যাশ্চর্য ওষুধ আমি তৈরি করেছি যুগযুগ সাধনার পর। এই ধন্বন্তরি ওষুধের এক ফোঁটা খেলে তোমাদের আর কোন রোগ-বালাই থাকবে না। প্রতি বোতল মাত্র এক ডলার। নেবে কেউ? এক ডলার! এক ডলার! এক ডলার!'

ডা. পিলম্যান চতুর বিক্রেতা। তার বক্তৃতায় মুগ্ধ জনতা পকেট হাতড়াতে শুরু করল টাকার জন্য। ডলারের টিংটিং শব্দ যেন মধুবর্ষণ করল ডা পিলম্যানের কানে। তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমার দুই চোকতা ইণ্ডিয়ান শিষ্য দ্রুতগামী হরিণ এবং সাহসী ভল্লুককে পাঠাচ্ছি তোমাদের প্রয়োজনের কথা শুনতে।' তিনি র‍্যালফ এবং টমের দিকে চেয়ে নড করলেন।

সঙ্কেত পেয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা দু'জন, দুটো বড় বাক্স হাতে নিয়ে ভিড়টার দিকে এগোল। 'নিয়ে নাও, ভাই! যার যা প্রয়োজন নিয়ে নাও!' হাঁক ছাড়লেন ডাক্তার।

'আমাকে একটা দেন!' জীর্ণ পোশাক পরা এক মহিলা হাত বাড়াল।

'আমাকে একটা,' চিৎকার করে বলল আরেক লোক।

'আমাকে একটা…আমি একটা নেব,' চেঁচাল আরেকজন। 'এই যে টাকা!' প্রায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে কার আগে 'ধন্বন্তরি' ওষুধ নেবে তাই নিয়ে। র‍্যালফ আর টম এক হাতে ওষুধের বোতল বিলোচ্ছে, অন্য হাতে নিচ্ছে টাকা। ব্যবসার অগ্রগতি দেখে ডা. পিলম্যানের হাসি দু'কানে গিয়ে ঠেকল। তিনি বিপুল উৎসাহে বলতে লাগলেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিপুল শক্তিতে, নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত না হতে পারো তাহলে তোমাদের আমি ডবল টাকা ফেরত দেব… আবারও বলছি আমার ওষুধে সব সারে। ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ রোগ, গাঁটে ব্যথা…'

টম একটা লোককে ওষুধ দিচ্ছে, সে জিজ্ঞেস করল, 'এই, তোমরা কোন জাতের ইণ্ডিয়ান বললে?'

'কেন…চোকতা,' হালকা গলায় টমের হয়ে জবাব দিলেন ডা. পিলম্যান।

'কি?'

'শুনলেনই তো উনি কি বলেছেন।' জড়ানো গলায় বলল টম। 'চোকতা!' সে আরেক ক্রেতার দিকে এগিয়ে গেল।

এইসময় একটা ওয়াগন এসে থামল ভিড়টার কাছে। গাড়ির ড্রাইভার, সুন্দরী এক মহিলা অলস দৃষ্টিতে তাকাল লোকজনের দিকে…হঠাৎ টমের গলা শুনতে পেল সে। উঁকি দিল মহিলা, তিক্ত হাসিতে বেঁকে গেল ঠোঁট। রঙ মেখেও চেহারা গোপন করতে পারেনি টম। হ্যাঁ, ওখানে র‍্যালফও রয়েছে দেখছি। এখানে ওরা কি করছে? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ডা. পিলম্যানের বক্তৃতা শুনল সে। তারপর গাড়ি ঘোরাল। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে তার। শীগগিরই

আরেকজন শেরিফ খুঁজে বের করতে হবে তাকে। তারপর প্রথম সুযোগেই ছেলে দুটোকে লকআপে পুরবে। ওদের ভালর জন্যেই।

শেষ বিকেলে লরা সবচেয়ে কাছের শহরটিতে পৌঁছুল, প্রচণ্ড গরমে ধুলোমাখা রাস্তা দিয়ে আসতে তার যারপরনাই কষ্ট হলেও সে গ্রাহ্য করল না। সোজা হাজির হলো শেরিফের অফিসে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জোরে কড়া নাড়ল লরা। কোন সাড়া নেই। জানালা দিয়ে উঁকি দিল লরা। শেরিফ ফ্রেড একটা সুইভেল চেয়ারে বসে দিব্যি নাক ডাকছে, মুখের এক কোণে একটা দাঁত খোঁচা কাঠি ঝুলছে। পা দুটো ডেস্কের ওপর। রেগে গেল লরা। দুমদাম আওয়াজ করতে লাগল দরজায়। গুঙিয়ে উঠল শেরিফ, ধীরে ধীরে চোখ মেলল। ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল। অসময়ে বিরক্ত করায় খুবই ক্ষুব্ধ সে।

'এই কে রে ওখানে?' খিটখিটে গলায় বলল সে। 'ওভাবে দরজা ধাক্কায় কে?'

শেরিফ দরজায় চাবি ঢোকাল, ঝট করে খুলে ফেলল। লরাকে দেখে থতমত খেলো। 'জ্বী, ম্যাম?'

'আপনি কি এই শহরের শেরিফ?' বিস্ফোরিত হলো লরা।

টুথপিক কামড়াতে কামড়াতে নিজের ব্যাজের দিকে ইঙ্গিত করল শেরিফ। 'তাহলে কি এটা গাছ থেকে পড়েছে?'

শীতল গলায় বলল লরা, 'ঠিক আছে, শেরিফ। আপনি এখানে আরাম করে ঘুমাচ্ছেন অথচ ওদিকে দুটো ঘর পালানো ছেলে রেডইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে এক পাগলা ডাক্তারের নেতৃত্বে সরল লোকজনের কাছে কি সব আজেবাজে ওষুধ বিক্রি করছে সে খবর

রাখেন?'

শেরিফ হঠাৎ যেন সতর্ক হয়ে উঠল। 'লোকটার নাম কি পিলম্যান?'

'হ্যাঁ, সেই লোকই।'

বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত হলো শেরিফ ফ্রেডের চওড়া মুখ। 'ওই লোকটাকে ধরার জন্য এতদিন তক্কেতক্কে ছিলাম আমি। এবার আর ওর রক্ষা নেই। কোথায় সে?' অফিসে ঢুকল সে, একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

'শহরের বাইরে ছোট নদীটার কাছে। ওকে দেখার আগেই ওর গলা আপনি শুনতে পাবেন শেরিফ।' একটু থামল লরা, তারপর বলল, 'আচ্ছা শেরিফ, আমি আমার এই গাড়ি আর খচ্চরটা বিক্রি করে জাহাজের টিকেট আর কিছু জামাকাপড় কিনতে চাই। সম্ভব হবে?' কাদামাখা পোশাকটার দিকে সে প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল।

শেরিফ লরার সমস্যাটা বুঝতে পারল। বলল, 'ফ্রাঙ্ক কাটারনি খচ্চরের ব্যবসা করে। ওখানে জানোয়ারটাকে বিক্রি করতে পারবেন। আর যদি জাহাজের টিকেট করতে চান তাহলে আপনার নিজেকেই নদীতে গিয়ে পিস্তলের গুলি ছুঁড়তে হবে। গুলির শব্দে ওরা কখনও কখনও জাহাজ থামায়...আবার কখনও কখনও থামায় না!' চোখের ওপর হ্যাটটা টেনে নামাল সে, গানবেল্ট ঠিকমত বাঁধল। 'রাস্তার ওপাশে একটা মনোহারী দোকান দেখতে পাচ্ছেন? আমি না আসা পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করুন। আমি ডাক্তার ব্যাটাকে পাকড়াও করে আনছি। এবার ঠিকই ওকে ধরব আমি।' দৃঢ় পা

ফেলে সে রাস্তা ধরে এগোল।

ছেলে দুটোর একটা সুরাহা অবশেষে হতে চলেছে ভেবে সন্তুষ্ট লরা তার ওয়াগনের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল।

ডা. পিলম্যানের তাঁবুতে ভিড় এখনও লেগেই আছে। ডাক্তার একটা খোলা বাক্সের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। ওটার মধ্যে অনেকগুলো চশমা। চশমাগুলো বস্কিডেল বাসীদের কাছে বিক্রির পাঁয়তারা কষছেন তিনি। 'তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'বাক্সটা সবাই দেখতে পাচ্ছ তো?' লোকজন সামনের দিকে ঝুঁকল। 'চশমাগুলো এখন দেয়া হবে শুধু তাদেরকে যাদের চোখের অবস্থা খুবই খারাপ। আর এটাই আমার আজকের মত শেষ সওদা।'

শেরিফ ফ্রেড এই সময় ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল। 'এই যে, ডাক্তার!' কর্কশ গলায় ডাকল সে।

বহু ঘাটের পানি খাওয়া ডা. পিলম্যান অসময়ে শেরিফকে দেখে ভেতরে ভেতরে ভয়ানক চমকে গেলেও চেহারায় সেটা মোটেও ফুটতে দিলেন না। উৎসাহের গলায় বললেন, 'শেরিফ ফ্রেড! সত্যি, আপনি দূরদর্শী!'

শেরিফ চৌকিতে পা রাখল। রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আর আমাকে দূরদর্শীতা দেখাতে হবে না। গতবার আপনি আমাকে একটা ইলেকট্রিক বেল্ট দিয়ে বললেন ওটা আমার পৌরুষ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু ওই বেল্টে এখন ছাতা ধরেছে। কিছু কাজ হয়নি।' বলতে বলতে বন্দুক বের করল সে।

'আমি তাই বলেছিলাম?' শান্ত গলায় বললেন ডাক্তার, আস্তে

করে পেটের ওপর থেকে বন্দুকের নলটা সরালেন। 'ওহ্, শেরিফ ফ্রেড!' ওপরে ওপরে সাহস দেখালেও ভেতরে খবর হয়ে গেছে তাঁর। জানেন যে কোন সময় মারাত্মক ঘটনাটা ঘটে যেতে পারে। তবে এখানে নয়, ঘটনাটা ঘটল তাঁবুর কাছে, মাঠের কোণের লম্বা গাছটার নিচে।

টম আর র‍্যালফকে আগেই শেখানো ছিল র‍্যালফ গাছে উঠে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবে, আর উঠবে না, ডাক্তার পিলম্যান দৌড়ে এসে ওর মুখে 'মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা' ঢেলে দেবেন। র‍্যালফ আবার 'বেঁচে উঠবে'। বলা বাহুল্য, 'মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা' নামে আরেকটা আজগুবী ওষুধ বিক্রির এটা আরেক ফন্দি।

শেরিফ ডাক্তারের দিকে বন্দুক তাক করে আছেন দেখে আর দেরি করল না র‍্যালফ, অবস্থা বেগতিক বুঝে আগেভাগেই গাছে উঠে পড়ল সে। 'ও মাগো' বলে বিকট চিৎকার করে পরক্ষণে পপাত ধরণীতল। জনতা 'কি হলো, কি হলো' বলে দৌড়ে গেল ওদের কাছে।

'মারা গেছে!' কৃত্রিম কান্নায় ডুকরে উঠল টম। 'গাছ থেকে পড়ে মারা গেছে আমাদের সাহসী ভল্লুক।' হায় হায় করে উঠল সবাই।

'মারা গেছে!' শোকে করুণ দেখাল ডাক্তারের চেহারা। 'না, আমার সাহসী ভল্লুক মরতেই পারে না। দেখি বন্ধুগণ, আমাকে শেষ চেষ্টাটা করতে দাও!' কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন তিনি। র‍্যালফের পাশে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ মিছামিছি ওর পালস পরীক্ষা করে, চোখ উল্টে দেখে, বিদঘুটে সেই ভাষায় বিড়বিড় করলেন। তারপর পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বের করলেন। লাল

রঙের একটা পদার্থে বোঝাই বোতলটা। 'ভাইসব!' ভাবগম্ভীর গলায় বললেন তিনি, 'এটা আমার সর্বশেষ আবিষ্কার। এর নাম মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা। এখনও কোন মৃত্যুপথযাত্রী লোকের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করিনি আমি। কল্পনাও করিনি প্রিয় শিষ্য সাহসী ভল্লুকের ওপরেই আমার ওষুধটা প্রয়োগ করতে হবে। যাহোক, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন!'

বোতলের ছিপি খুলে ঘন তরল পদার্থটা এক চামচ ঢেলে দিলেন তিনি র‍্যালফের ঠোঁটে। জনতা শ্বাস বন্ধ করে রইল। হাঁ করে তাকিয়ে আছে র‍্যালফের দিকে। র‍্যালফ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সময় হিসেব করছে। ঠিক ত্রিশ সেকেণ্ড পর চোখ খুলল সে। চোখ খুলেই দেখল...কি দেখল? রিডলার আর তার দলের লোকেরা সোজা তার দিকে চেয়ে আছে। ঝট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল র‍্যালফ। আবার ফাঁদে পড়েছে ওরা। এখন সে কি করবে?

'তোমার কি এখন একটু ভাল লাগছে, পুত্র?' গলায় এক বোতল মধু ঢেলে জানতে চাইলেন ডা. পিলম্যান। শিষ্য তাঁর প্রত্যাশা মত কাজ করছে না। ওকে চোখ মেলতে দেখে লোকজনের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ডা. পিলম্যানও মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা' বিক্রির একটা সুরাহা হলো ভেবে। কিন্তু র‍্যালফ এ কি করছে? মরার মত দেখি পড়েই আছে। চোখ খোলার নামই নেই।

টম রিডলারদের দেখেনি। র‍্যালফকে আবার চোখ বুজতে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় পার হবার পরেও র‍্যালফ চোখ মেলছে না দেখে সে ভয় পেল। তাহলে কি গাছ থেকে

পড়ে ও সত্যি আহত হয়েছে? এ তার ভান নয়! 'র‍্যালফ!' আর্তনাদ করে উঠল সে। 'র‍্যালফ ওঠো!'

ডা. পিলম্যানের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি র‍্যালফের দিকে ঝুঁকলেন। ছেলেটার চোখের পাতা শক্ত করে বন্ধ, যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে। 'আহা···আহা, আমি যা ভেবেছি তার চেয়ে দেখি ওর অবস্থা আরও বেশি খারাপ। 'ওঠো হে, ছোকরা!' র‍্যালফের হাত ধরে নাড়া দিলেন তিনি, কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। ছোকরা এসব কি শুরু করেছে? সব কিছু গুবলেট করে ছাড়বে তো! 'আমার ''মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা''র তেজ তুমি নিশ্চই শিরায় শিরায় টের পাচ্ছ, পাচ্ছ না?' গনগনে মুখে বললেন তিনি। 'জিনিসটা অবশ্যই এতক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে।' প্রচণ্ড জোরে নাড়া দিলেন তিনি র‍্যালফকে। 'ঈশ্বরের দোহাই, ছোকরা, আমার কথা শুনতে পেলে কথা বলো। কথা বলো। নাম কি তোমার, বলো?'

জনতা চুপ করে ডাক্তার আর র‍্যালফকে দেখছে। র‍্যালফ জানে না মরার ওপর খাড়ার ঘা হতে লরা বস্কি ডেল গ্রামে ফিরে এসেছে, খুঁজছে ওদেরকে। জনতার ভিড় ঠেলে সে সামনে এল, মাটিতে শোয়া নিশ্চল র‍্যালফকে দেখেই চিলের গলায় বলে উঠল, 'এই তো র‍্যালফ রজারস! কেনটাকির ঘর পালানো ছোড়াটা!'

যেন ইলেকট্রিক শক্ খেলো র‍্যালফ। পলকে তার চোখ মেলে গেল, বুনো ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল সে, টমের উদ্দেশ্যে চিৎকার দিল, 'রিডলার, টম! শীগগির ভাগো!' ওর ধাক্কায় ডা. পিলম্যান মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে মাড়িয়েই ত্রস্ত হরিণের গতিতে ছুটল র‍্যালফ। র‍্যালফকে এত দ্রুত সুস্থ হতে দেখে চোখ ছানাবড়া

হয়ে গেল বস্কিডেল বাসীদের। টমও তার বন্ধুকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লরা ওর পথ আটকে দাঁড়াল। বাইনমাছের মত তার হাত থেকে পিছলে গেল টম, ছুটল র‍্যালফের পিছু পিছু।

রিডলার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। সময় হয়েছে বুঝে ইশারা করল সে তার লোকদেরকে, ধাওয়া করল ওদেরকে। র‍্যালফের এবার বাঁচোয়া নেই, প্রতিজ্ঞা করল সে। ডা. পিলম্যান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। জনতার ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না তাঁর কাছে, খারাপ কিছু ঘটার আগে ভেগে পড়াই শ্রেয় মনে হলো। দ্রুত টাকা বোঝাই হ্যাট আর সুটকেসটা নিয়ে তিনি নদীর দিকে, কীলবোটের উদ্দেশ্যে জোর কদমে হাঁটা দিলেন।

র‍্যালফও লম্বা পা ফেলে ছুটে চলেছে নদীর দিকে। রিডলারের লোকেরা ওর পেছনে ছুটে আসছে। লরা এতক্ষণ সবকিছু চুপচাপ লক্ষ করছিল। হঠাৎ ওকে অজানা একটা ভয় গ্রাস করল। আতঙ্কিত হয়ে উপলব্ধি করল বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে সে; র‍্যালফের প্রতি অবিচার করেছে ওর গল্পটাকে মনগড়া ঠাউরে। ছেলেটা সত্যি বিপদের মধ্যে আছে—ভয়ঙ্কর বিপদে, অন্তত এখনকার ঘটনা তাই প্রমাণ করে। বুদ্ধিমতী লরার মাথা কাজ করল বিদ্যুৎগতিতে। শেরিফ ফ্রেডের কাছে গিয়ে সে সাহায্য চাইল। কিন্তু শেরিফের এখন ওদিকে নজর নেই। ডাক্তার পিলম্যান তাঁকে আবারও ঠকিয়েছেন বুঝতে পেরে সে রেগে কুমড়ো হয়ে গেল। শয়তান ডাক্তারটাকে এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই, কোমরে গোঁজা বন্দুকটা বের করার জন্য হাত বাড়াল শেরিফ। কিন্তু ওটা ইলাস্টিক স্ট্রাপে

আটকে গেছে। ছাড়াতে গিয়ে স্ট্র্যাপটা ঠাস করে তার ডান পায়ে বাড়ি খেলো। ব্যথায় হাউমাউ করে উঠল শেরিফ, ডান পা তুলে ত্রাহি চিৎকার শুরু করল। লরা অধৈর্য হয়ে উঠল। শেরিফের এক ঠেঙে নাচ দেখার সময় নেই তার। সে বন্দুকটা শেরিফের কোমর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রিডলারের দলটা যেদিকে গেছে সেদিক পানে দিল দৌড়।

এদিকে জনতা বুঝতে পেরেছে তাদেরকে ঠকানো হয়েছে। ছেলেটার 'অজ্ঞান' হয়ে যাবার ঘটনাটা আসলে সাজানো। রাগে মারমুখী হয়ে উঠল সবাই, ক্রুদ্ধ গরুর দলের মত নদীর দিকে ছুটল তারা ডাক্তারকে ধরার জন্য।

র‍্যালফ ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গিয়েছে। মুখ হাঁ করে শ্বাস করছে, হাঁটু কাঁপছে থরথর করে। ভীত চোখে সে নিচের দিকে চাইল। এই গিরিখাত থেকে নদী কমপক্ষে একশো হাত নিচে। ওখানে পৌঁছুতে হলে এখান থেকে লাফ না দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ফাঁদে পড়েছে সে। রিডলারের লোকেরা ক্রমশ কাছে চলে আসছে। ভয়ে র‍্যালফের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। ওর জীবন তাহলে আজকেই শেষ! অর্ধবৃত্ত করে চারটে লোক ওকে ঘিরে ফেলতে শুরু করল।

রিডলারের ধাতব কণ্ঠ নির্দয় এবং নিষ্ঠুর শোনাল। 'তোমার কাছে যে জিনিসটা আছে ওটা আমাকে দাও।'

র‍্যালফ ঢোক গিলল। হাতের লম্বা লাঠিটা দিয়ে রিডলার ওর বুকে খোঁচা দিল। 'জিনিসটা বের করো, খোকা!'

র‍্যালফ এক পা পিছু হঠল। খাড়া গিরিখাতের শেষ মাথায়

পৌঁছে গেছে ও। খাদের নিচে প্রবাহিত জলরাশি বিস্ফোরণের মত কানে বাজছে। হাত মুঠো করল র‍্যালফ, সাদা হয়ে গেল গাঁট। ঠিক এমন নাটকীয় মুহূর্তে একটা পাখি তীক্ষ্ণ এবং ভয় ধরানো গলায় চিৎকার করে উঠল।

'সবাই হাত তোল!' পরিষ্কার নারী কণ্ঠটি কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল সবাই। 'আমার কথা কানে গেছে?'

লরা প্যাক্সটনকে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল র‍্যালফ। লরা দুই হাতে ধরে আছে ভয়ঙ্কর দর্শন একটা বন্দুক। লোলুপ দৃষ্টিতে ওটা তাকিয়ে আছে দস্যুদের দিকে।

'তোমাদের লজ্জা করে না?' ভৎর্সনা করল সে। 'বাচ্চা একটা ছেলের বিরুদ্ধে এতগুলো দামড়া পুরুষ। ছিঃ!' র‍্যালফ চট করে খাদ থেকে সরে এল লরার পাশে।

ইতিমধ্যে সব ক'টা দুর্বৃত্ত তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়েছে, শুধু রিডলার ছাড়া। সে এক পা এগিয়ে এল লরার দিকে। 'না, ম্যাম। আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা ছেলেটার কোন ক্ষতি করতে চাইনি। ও আমার একটা জিনিস নিয়েছে। সেটাই ওর কাছ থেকে ফেরত চাইছি। অন্য কোন ব্যাপার নয়!'

লরার মুখ পাথরের মত শক্ত। রিডলারের কথা বিশ্বাস করল না সে, ওকে কোন কৌশলের আশ্রয় নেয়ার অবকাশও দিল না। 'ব্রিম্‌ম্‌ম্‌' বিস্ফোরিত হলো ব্যারেল, রিডলারের পায়ের কাছে ছিটকে উঠল মাটি। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল দস্যুদের সর্দার।

'আমি আপনাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে আসিনি, জনাব,' লরা আবার বন্দুক কক করল পরবর্তী অ্যাকশনের জন্য। 'তোমরা সবাই মাথার ওপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও।'

কঠিন এই আদেশ অমান্য করার সাহস হলো না দস্যুদের। 'জলদি ঘোরো!' কঠিন সুরে বলল লরা। 'এখন··· ছেলেটাকে যেখানে দাঁড় করিয়েছিলে সেখানে গিয়ে সবাই লাইন করে দাঁড়াও।'

লোকগুলো ইতস্তত করল। মেয়েটা আসলে তাদেরকে নিয়ে কি করতে চাইছে? 'আমি বলেছি হাঁটতে!' লরার গলায় নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব। লোকগুলো হেঁটে খাদের মুখে দাঁড়াল, উঁকি দিল নিচে।

'এবার বাঁদরমুখোরা, লাফ দাও।' আদেশ করল লরা। 'তোমরা এই জায়গাটাকে অপবিত্র করেছ।'

ভয়ে জমে গেল সবাই। ছুটে পালাবার ইচ্ছেটাকে বহুকষ্টে দমন করল। দক্ষিণী এই বীরাঙ্গনার অব্যর্থ বুলেটের নিশানা হওয়ার চেয়ে খাদে ঝাঁপ দেয়া অনেক ভাল। উপায় না দেখে লাফাল ওরা। এবার রিডলারের পালা। সে দোনামোনা করছে দেখে আবারও গুলি ছুঁড়ল লরা। পায়ের কাছে আবারও ধুলো উড়ল। তীব্র ঘৃণা নিয়ে লরার দিকে তাকাল রিডলার।

'খাদের নিচে একবার তাকান!' ভয় এবং রাগে কেঁপে উঠল তার গলা।

হাসল লরা, তার চেহারায় সন্তুষ্টি। র‍্যালফ একবার তার দিকে তাকাল তারপর খাদের মুখে গিয়ে উঁকি দিল। লরা নাক সিঁটকাল, 'ওখানে তোমার স্বার্থ উদ্ধারের মত কিছু নেই। লাফাও বলছি!'

রিডলার খাদের গভীরে অদৃশ্য হতেই লরা এক বগলের নিচে ভারী বন্দুকটা চেপে ধরে অন্য হাতে র‍্যালফকে জড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। গন্তব্য—ডা. পিলম্যান এবং তাঁর কীলবোট।

## ছয়

ক্রুদ্ধ জনতার রোষ থেকে রক্ষা পেতে ডা. পিলম্যানের নাভিশ্বাস উঠে গেল। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি সরু একটা রাস্তা ধরে প্রথমে দৌড়াতে শুরু করলেন। তারপর ফাঁকতালে আত্মগোপন করলেন ঘন একটি ঝোপের আড়ালে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওখানে এসে হাজির হলো টম। ভয়ে তার চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যেন শয়তান তাড়া করেছে। র‍্যালফকে সে হারিয়েছে, জনতা হাতের কাছে তাকে পেয়েছিল। ধাওয়া খেয়ে দিগ্বিদিক শূন্য টম কোন দিকে ছুটেছে নিজেই জানে না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেই গাছের শেকড়ে হোঁচট খেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল, ঝট করে তাকে টেনে নিল ভেতরে। মুখ হাঁ হয়ে গেল টমের, চিৎকার করবে, কিন্তু ডা. পিলম্যান ওর হাঁ-টা বন্ধ করে দিলেন হাতচাপা দিয়ে। পর মুহূর্তে জনতা ঝড়ের গতিতে পেরিয়ে গেল জায়গাটা।

ঝোপের আড়ালে টমকে নিয়ে ডা. পিলম্যান একঘণ্টা একঠায় বসে থাকলেন। সূর্য মাঝ আকাশে উঠল, বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকল ডালপালা। সূর্যের আলো এক সময় ক্ষীণ হয়ে এল, আকাশ

ধারণ করল উজ্জ্বল জাফরান রঙ। ঝোপের আড়ালে দ্রুত বাঁধতে লাগল হালকা অন্ধকার। টম ব্যস্ত হয়ে পড়ল চলে যেতে, কিন্তু ডাক্তার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না! অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এল, নিরাপদ সময় বুঝে তিনি টমকে নিয়ে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকাল। ডা. পিলম্যান, র‍্যালফ, লরা এবং টমকে দেখা গেল ডাক্তারের কীলবোটের ডেকে। অবশেষে লরা তার ছাগলে খাওয়া বিয়ের গাউনের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার পরনে এখন ফুল আঁকা সুন্দর ব্লাউজ এবং গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা গোলাপী স্কার্ট। সূর্যের ঝলমলে আলোতে উদ্ভাসিত লরাকে অপূর্ব লাগছে। কীলবোট পূর্ণগতিতে ছুটে চলেছে। ডা. পিলম্যান বোটের হাল নিয়ে ব্যস্ত, লরা সাবধানে র‍্যালফের হাতের ক্ষত পরিষ্কার করছে। টম হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ওদের পাশে। লরা র‍্যালফের হাতে এক টুকরো ব্যাণ্ডেজ পেঁচাতে পেঁচাতে মৃদু গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, টম।'

ডাক্তার ওদের দিকে গলা বাড়ালেন। 'আমার আসকুলাপিয়াস মলম লাগালেই ওর সমস্ত ক্ষত দূর হয়ে যেত।' বললেন তিনি।

'ওর হাতটা সহ,' শুকনো গলায় বলল লরা। ডাক্তারের ওষুধপত্রে ওর একদম বিশ্বাস নেই।

র‍্যালফের দিকে ঘুরল সে। বলল, 'আমি এখন তোমার রিডলারের গল্পটা বিশ্বাস করি, র‍্যালফ। এরকম পাজি লোক জীবনে দেখিনি। মাত্র পাঁচ ডলারের জন্যে ও লোকের গলাও কাটতে পারে!'

র‍্যালফের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হলে সে ওকে নিয়ে ডেকে বসল। 'ওরা আসলে কি খুঁজছে?' জানতে চাইল লরা। র‍্যালফ এবং টম অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। সাহায্যের জন্য লরার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ থাকলেও ওদের গোপন কথা তাকে জানাতে চায় না ওরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা, বুঝল ওরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী নয়। 'র‍্যালফ,' বলল সে, 'দোয়া করি তোমাদের সঙ্গে যেন তোমার চাচার দেখা হয়। তোমাদের সমস্যার কথা তাঁকেই বোলো।' জলের পাত্রটা হাতে নিল সে। 'হয়তো উনি তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

র‍্যালফ উৎসাহী গলায় বলল, 'জিমি চাচা সব পারেন। একবার তিনি সমুদ্রের পানি দিয়ে লবণ কারখানা দিলেন, কিন্তু বাঁধটা ভেঙে গেল...আর সব লবণ পানিতে ভেসে গেল। আরেকবার তিনি রেলরোড বসালেন, কিন্তু ওটা একটা পুকুর ভরাট করে বানানো কিনা তাই একদিন ট্রেন শুদ্ধ লাইনটাই গেল ভ্যানিশ হয়ে।'

হাসি গোপন করতে পারল না লরা। বলল, 'মনে হয় তোমার চাচা যাদু জানেন।' হাঁটতে শুরু করল সে, হাসছে।

'যাদু জানেন কিনা জানি না,' পেছন থেকে জোর গলায় বলল র‍্যালফ, ...'তবে আমার চাচা কিন্তু খুব কাজের মানুষ!'

সন্ধ্যা নাগাদ বোট এসে পৌঁছুল নদীর মোহনায়। র‍্যালফ বলেছে এখানে তার জিমি চাচার দেখা মিলতে পারে। ডা. পিলম্যান নোঙর করলেন, সবাই নেমে পড়ল তীরে। ডাক্তার বললেন তাদের একজন গাইড দরকার হবে। কারণ শীগগিরই রাত হয়ে যাবে। মেঠো পথ ধরে খানিক এগোতেই এক বুড়োর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে

গেল। মজুরীর বিনিময়ে লোকটা তাদের গাইড হতে রাজি। সাঁঝের আঁধার ঘন হয়ে এল, যেন চোখের পলকে কালির মত কালো অন্ধকার গ্রামটাকে গিলে ফেলল। ভাগ্যিস বুড়োর সঙ্গে লণ্ঠন ছিল। নইলে পথ চলতে বেশ অসুবিধে হত।

ডা. পিলম্যান গাইডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছেন। 'একটা কথা বলি, ভাইসাহেব,' তোষামদের গলায় বললেন তিনি। 'আমার কাছে একটা আশ্চর্য ওষুধ আছে। মৃত্যুঞ্জয়ী সালসা। এক বোতলেই কম্ম সাবাড়। মানে এক বোতল ওষুধ সেবনেই আপনি, আপনার বাবা-দাদা, গ্রামের জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবাই সমস্ত ব্যথা-বেদনা, খোঁস-পাঁচড়া ইত্যাদির হাত থেকে জন্মের মত রেহাই পাবেন।'

কিন্তু বুড়ো তোষামদে গলল না। আশ্চর্য ওষুধের অত্যাশ্চর্য গুণাবলীকে সে পাত্তাই দিল না। বলল, 'জিমি রজারসের সঙ্গে আপনাদের ওখানে সাক্ষাৎ হবে। যদি ওনার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে জোরে পা চালান।' গাছের নিচে একটা ঢালের দিকে ইঙ্গিত করে সে ঘুরে দাঁড়াল।

'স্যার?' জিজ্ঞেস করল লরা। 'মি. রজারস কি কোথাও যাচ্ছেন?'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল গাইড। 'এক অর্থে তাই!' আর কোন কথা না বলে বুড়ো বিপরীত দিকের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে দ্রুত পা চালাল।

লোকটার আচরণে ওরা খুবই অবাক হলো। মোড় ঘুরল ওরা, একটা রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ ওদের চোখের সামনে, জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল।

অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে দাঁড়ানো অনেকগুলো লোক।

'সম্ভবত কোন পার্টি হচ্ছে,' বলল র‍্যালফ। দ্রুত পা বাড়াল সে সামনে, পেছনে লরা। ডা. পিলম্যান আর টম পেছনে থাকলেন। আগুনের উজ্জ্বল আলো চোখ সয়ে যাবার পর ওরা দেখল লোকগুলো মাথায় হুড পরে আছে, শরীর ঢাকা লম্বা গাউনে। টম ঘোড়ার পিঠে বসা একটা লোককে লক্ষ করল। লোকটার হাত পেছনে মুড়ি করে বাঁধা, গলায় ফাঁস।

'লোকটার ফাঁসি হচ্ছে!' চিৎকার করে বলল টম।

অদ্ভুত পোশাক পরা লোকগুলোর কাছে চলে এসেছে র‍্যালফ। ওর মুখ ভয়ে সাদা, অজানা আশঙ্কায় ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। 'উনি কি জিমি চাচা?' আর্তনাদ করে উঠল সে।

পেছন থেকে জবাব দিলেন ডাক্তার। 'আমার তাই মনে হচ্ছে!'

ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে দৌড় দিল র‍্যালফ। 'জিমি চাচা!' চিৎকার করল ও।

'র‍্যালফ···দাঁড়াও,' আদেশ করল লরা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

টমও তার বন্ধুর পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। 'না, টম। ওখানে তোমার যাওয়া চলবে না। ওটা তোমার জায়গা নয়।' কিন্তু টমকে যেতে দিলেন না ডাক্তার, একটা হাত খপ করে ধরে ফেললেন।

'জিমি চাচা···জিমি চাচা···তুমি কি আমার জিমি চাচা?' বলতে বলতে র‍্যালফ ফাঁস পরানো লোকটার কাছে চলে এল। লরাও ওর সঙ্গে এসেছে। দু'জনেই মুখ তুলে অসহায় লোকটার দিকে

তাকাল। হুডপরা দুটো লোক রাগে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এল।

'কে তুমি?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল জিমি রজারস।

'গ্রাসি থেকে এসেছি আমি। আমার নাম র‍্যালফ রজারস।'

'র‍্যালফ?' অবাক হলো জিমি। ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য গাছে রশি বাঁধা হচ্ছে, ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিল না সে।

'জ্বি, চাচা!'

'র‍্যালফ! হায়রে, এমন একটা সময় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো। ফ্রায়ার পয়েন্টে তুমি কি করতে এসেছ?'

একটু ইতস্তত করল র‍্যালফ। তারপর বলল, 'আমরা নিউ অর্লিন্সে যাচ্ছিলাম। পথে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নেমেছি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব বলে।'

জিমি চাচার গলা করুণ শোনাল। 'যাওয়ার যে অবস্থা নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু "আমরা"টা কে?'

'আমি, মিস প্যাক্সটন এবং আরও কয়েকজন।' বলল র‍্যালফ। ওর গলা কাঁপছে। তার চাচা এর আগেও মারাত্মক সব বিপদের হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে, জানে সে। কিন্তু এবার...এবার কি শেষ রক্ষা হবে?

লরা জিমি রজারসের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসল। আগুনের শিখায় তার গোলাপী মুখখানা ভারী মিষ্টি দেখাল। 'ম্যাম', সপ্রতিভ গলায় বলল জিমি, 'আপনাকে টুপি খুলে সম্মান দেখানো দরকার ছিল কিন্তু...

'আউল ফাউল কথা অনেক হয়েছে, আর না!' জিমির ঘোড়ার পাশে দাঁড়ানো লোকটা জড়ানো গলায় বলে উঠল। বোঝাই যায় মদ

খেয়ে টাল হয়ে আছে সে। অন্য লোকগুলো এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক বলেছ, কোলি, এখন কাজ শুরু করা যাক। আর সময় নষ্ট করা যায় না।' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে শুরু করল সবাই। মদ্যপানের কারণে এদেরও টালমাটাল অবস্থা।

কোলি তার মাথার হুড ফেলে দিল, আত্মপ্রকাশ করল নীচ চেহারার একটা লোক। 'রজারস, তোমার লাশটা আশা করি অন্যদের সাবধান করে দেবে।' বলল সে।

'না…না…' হাহাকার করে উঠল র‍্যালফ, লোকগুলোর হাতে ঝাড়া মেড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে ছুটে গেল সে তার চাচার দিকে।

'ভাগ্ এখান থেকে!' কোলি ধাক্কা দিল ছেলেটাকে। মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল র‍্যালফ।

ডা. পিলম্যান প্রথম থেকেই ঘটনাটা দেখছিলেন আর কি করবেন ভাবছিলেন। এখন অ্যাকশন দেখানোর সময় উপস্থিত। সুটকেসের ঘন লাইনিং ছিঁড়ে তিনি ওটা টমের হাতে দিলেন। 'লাইনিং ধরে এই জায়গাটা খুলতে থাকো, তাড়াতাড়ি।' নির্দেশ দিলেন তিনি ওকে।

হুড পরা একটা লোক একটা বড় কাঠের ক্রশে আগুন ধরাল আর কোলি গানের সুরে বলতে লাগল, 'সবগুলো বিশ্বাসঘাতককে ধরে জবাই করো। ধরে ধরে জবাই করো, সকাল বিকাল নাস্তা করো…

জিমি রজারস বলল, 'কোলি, তোমার ধেড়ে গলা আমার মোটেও শুনতে ইচ্ছে করছে না। দয়া করে চুপ করো।'

রেগে গেল কোলি। খেঁকিয়ে উঠল, তুমি চুপ করো।'

লোকগুলো নিজেদের কাজে ব্যস্ত বলে র‍্যালফের দিকে তাদের নজর ছিল না। র‍্যালফ চোরা চোখে তাকিয়ে আছে একটা পাথরের গায়ে ঠেক দেয়া একটা রাইফেলের দিকে। এদিকে রুগচটা কোলি তখনও বকবক করে চলেছে। 'জিমি রজারস, আজকের ঘটনাটা তোমার জন্যই শুধু নয়, একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে তাদের জন্যও যারা আমার ব্যবসায়ে আবার নাক গলাতে আসবে।'

র‍্যালফ এই সময় বন্দুকটা চেপে ধরল দৃঢ় হাতে। ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল। ঠিক তখন কোলি জিমির ঘোড়ার পেছনে সজোরে থাবড়া মারছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ঘোড়া, জিমির মাথার ওপরের দড়িটা, লাখে এরকম ঘটনা একটাই ঘটে, র‍্যালফের বন্দুকের প্রথম গুলিতেই উড়ে গেল। মুক্ত হয়ে গেল জিমি। গুলির শব্দে আবারও লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, কিন্তু হাত বাঁধা অবস্থাতেই ওটার পেটে পা দিয়ে গুঁতো দিল জিমি। ইঙ্গিতটা চেনা জানোয়ারটার। জোর কদমে ছুটল সে শত্রুপক্ষকে বোকা বানিয়ে। কোলির লোকজনদের ঘোড়াগুলো গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল, ফলে জিমির পিছু নিতে দেরি করে ফেলল ওরা। জিমির ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে।

ক্রোধে উন্মত্ত মাতালগুলো গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য এবার র‍্যালফের দিকে ফিরল। ওকে আজ তারা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। লরা ঝট করে ভীত ছেলেটাকে আড়াল করে দাঁড়াল।

'ওর সামনে থেকে সরে যান!' ভয়ঙ্কর গলায় বলল একজন। 'ওকে আমরা চাই।'

'আমার লাশের ওপর দিয়ে তোমাদের যেতে হবে,' বলল লরা,

ওর চোখে তীব্র ঘৃণা।

'আপনি তাই চাইলে আমাদের কোন আপত্তি নেই,' বলল মাতাল লোকটা, অসভ্য একটা ইঙ্গিত করল সে। বাকিরা সবাই মজা পেয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল।

ডা. পিলম্যান অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত। টমকে ইশারা করলেন তিনি, বাতাসে জ্বলন্ত কি একটা জিনিস ছুঁড়লেন। হুডওয়ালা লোকগুলোর কাছে গিয়ে পড়ল ওটা। 'ওটা ঈশ্বরের ক্রোধ,' বিড়বিড় করে বললেন ডাক্তার। মলোটভ ককটেলের মত দেখতে আরও কয়েকটা জিনিস তিনি ছুঁড়ে মারলেন। প্রতিটি তার নিজের তৈরি। 'আর এগুলো আমার প্রতিশোধ,' লোকগুলোর কাপড়ে আগুন ধরে গেছে দেখে উত্তেজনাবোধ করলেন তিনি। আতঙ্কিত বদমাশগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। র‍্যালফ আর লরার কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

টম তরল পদার্থ বোঝাই একটা জ্বলন্ত বোতল ছুঁড়ল। মাটিতে পড়ে ওটা বিস্ফোরিত হতেই সে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলল, 'যেমন কর্ম তেমন ফল। এখন কেমন লাগছে শয়তানের দল?'

কিন্তু 'শয়তানের দল' আদৌ টমের কথা শুনেছে কিনা সন্দেহ। আগুন নেভাতেই তারা ব্যস্ত। একটার পর একটা আগুনে বোমার বিস্ফোরণে ঘোড়াগুলো যেন পাগল হয়ে গেল। উন্মাদের মত ছোটাছুটি শুরু করল। ওদের খুরের লাথি খেয়ে দুর্বৃত্তগুলো চোখে রীতিমত সর্ষেফুল দেখতে শুরু করল।

সুযোগ বুঝে দূরে অপেক্ষারত জিমি রজারসকে নিয়ে র‍্যালফদের দলটা পালাল। নিরাপদ একটা জায়গায় এসে টম জিমির

হাতের বাঁধন খুলে দিল, জিমি ছোট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম তোমার?'

'টম জেমিনস,' লাজুক গলায় উত্তর দিল টম।

'টম? বাহ্, সুন্দর নাম তো!'

লরা ওকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'খুব সাহসী ছেলে তুমি, টম। সত্যি!'

লজ্জায় রাঙা হলো টমের মুখ। লাজুক হাসল শুধু, কিছু বলল না। বিপদ কেটে গেছে। এখন ওর খুব ভাল লাগছে। কিছুক্ষণ পর সবাই কীলবোটে চড়ে বসলে র‍্যালফ তার চাচাকে ম্যাপটা দেখাল। জাহাজে বসে একফাঁকে সে এটার নকল করে রেখেছিল। বোটের হালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লরা। মুগ্ধ চোখে দেখছে সুদর্শন জিমি রজারসকে। জিমির কোঁকড়ানো, বাদামী চুল বাতাসে উড়ছে, শার্টটা সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে, পেশীবহুল শরীরের প্রতিটি ভাঁজ সুস্পষ্ট।

জিমি ভাতিজার কথা শুনছে আর ক্ষণে ক্ষণে তার চোখ ঝিকিয়ে উঠছে। 'এখানে কয়েকটা দ্বীপ রয়েছে...' ম্যাপের গায়ে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল র‍্যালফ, '...নাম কিজ। আর সাইপ্রেসগাছগুলো ঠিক এখানটায়। আর এই "এক্স" চিহ্নটা...আর গুপ্তধন, আমাদের ধারণা, ঠিক এই গাছটার পাশেই লুকানো।'

'হতে পারে।' নদীর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল জিমি। 'ওখানে নিশ্চই কিছু একটা লুকানো আছে। নইলে রিডলার এত পাগল হত না।'

'চার্লি বলেছিল জিনিসটা খুব মূল্যবান,' তার চাচার দিকে মিনতি

ভরা চোখে চাইল র‍্যালফ। 'ওটা কেউ খুঁজে পেলে তুমিই পাবে। খুঁজবে না, চাচা?'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে হাসল জিমি। 'ব্যাপারটা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতই। তবে এই মুহূর্তে এছাড়া অন্য কিছু করারও উপায় আমার নেই।'

ডা. পিলম্যান একটা সেইল রোপ নিয়ে কাজ করছিলেন, জিমি তাঁকে ডাকতেই চোখ তুলে চাইলেন। 'ডাক্তার, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন? তবে র‍্যালফের অনুমতি সাপেক্ষে, অবশ্যই।'

'কেন নয়!' বলল র‍্যালফ।

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো ডাক্তারের। বললেন, 'আঃ, দশ বছর আগে হলে আমি নিতাম...মানে সুযোগটা হারাতাম না আরকি, কিন্তু এখন...ঠিক আছে, এখনও নদীতে অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ পেলে আমি সেই সুযোগ হারাতে চাই না। আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'চমৎকার!' খুশি হলো জিমি চাচা। 'তাহলে আমরা শীঘ্রই টাম্পার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করব।'

ডাক্তার পিলম্যান একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কিন্তু মি. রজারস, আমার মনে হচ্ছে আপনারা খুব ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন। যদি গুপ্তধনের দেখা আপনারা পানও, রিডলার আপনাদের খুন করে ওটা হাতিয়ে নেবে। আর জলাভূমিতে কোন আইন-কানুনের বালাই নেই, আপনি জানেন। তাছাড়া রহস্যময় জলাভূমিতে যে একবার যায় সে আর ফিরে আসে না!'

ওইদিন বিকেলে তীরে নোঙর করল কীলবোট। জিমি আর ডাক্তার

রান্নাবান্নার জন্য জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল। র‍্যালফ থুতনিতে হাত রেখে আনমনা চোখে তাকিয়ে আছে দূরে কোথাও। কি যেন ভাবছে সে। র‍্যালফের এই হঠাৎ উদাসীনভাব বিস্মিত করে তুলল টমকে। সে ডাকল, 'এই, র‍্যালফ।'

'উঁ,' বলল র‍্যালফ।

'মাছ ধরবে?'

'না।'

টমের কপাল কুঁচকে গেল। কি হয়েছে ওর? 'এই, র‍্যালফ কি ভাবছ তুমি? মিস প্যাক্সটনের কথা ভাবছ বুঝি?'

মুখ লাল হয়ে গেল র‍্যালফের। 'ধ্যাত, কি যে বলো তুমি! ওনার কথা ভাবতে যাব কেন আমি?'

টম চোখ বড় বড় করে বলল, 'আমার মনে হয় কি জানো, উনি তোমার প্রেমে পড়েছেন।'

র‍্যালফ খুব মজা পেল কথাটায়। জানতে চাইল, 'কি করে মনে হলো তোমার?'

'ফ্রায়ার পয়েন্টে উনি যেভাবে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন! অনেকক্ষণ জড়িয়েছিলেন দেখলাম তো!'

র‍্যালফ কথাটাকে গুরুত্ব না দেয়ার ভান করে বলল, 'আমি ওনাকে আঘাত দিতে চাইনি বলে নিজেকে ছাড়িয়েও নিইনি।'

খিকখিক করে হাসল টম। 'তবে উনি যে তোমাকে ভালবাসেন তার প্রমাণ আমি তোমাকে দিতে পারি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল র‍্যালফ। 'কিভাবে?'

টম রহস্যময় গলায় বলল, 'তুমি যদি কোন মেয়ের হাত ঘুমন্ত

অবস্থায় জলের মধ্যে ফেলতে পারো, তাহলে সে তোমাকে তার ভালবাসার মানুষটির কথা বলে দেবে।'

নাক সিঁটকাল র‍্যালফ। 'ধ্যাত, ওরকম কাজ আমি জীবনেও করব না।'

কিন্তু টম হাল ছাড়ল না। 'উনি এখন ঘুমাচ্ছেন,' ওকে মিষ্টি কথায় ভুলাতে চাইল সে। 'এটাই চান্স। এসো, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখি।'

শেষ পর্যন্ত কৌতুহলেরই জয় হলো। সব ভানভণিতা ভুলে উৎসাহী হয়ে উঠল র‍্যালফ। 'একটা গামলা নিয়ে এসো জলদি।' তাড়া দিল সে টমকে। দু'জনে ছুটল গামলা আনতে।

প্রায় তীর ঘেঁষে একটা স্টিমবোট এগিয়ে চলেছে, ওটার বো-তে দাঁড়িয়ে আছে রিডলার! পাশে হোলার। বেড়ালের যদি নয়টা জীবন তো, রিডলারের আরেকটা বেশি। খাদে লাফিয়ে পড়েও সামান্য আহত হওয়া ছাড়া আর কোন শারীরিক ক্ষতি হয়নি তার। অবশ্য সরাসরি পানিতে পড়েছিল বলেই রক্ষা। কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেও শিক্ষা হয়নি দস্যু সর্দারের। বরং রোখ চেপে গেছে আরও। র‍্যালফকে যে করে হোক পাওয়া চাই-ই। একটা পুঁচকে ছেলে ওকে এভাবে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে, বারবার হাত ফস্কে চলে যাচ্ছে, ভাবলেও কান দিয়ে ভাঁপ বেরুতে থাকে রিডলারের। তারপর রয়েছে স্বর্ণকেশী ওই মেয়েটা। ওকে খাদে লাফ দিতে বাধ্য করে সে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। এর শোধও তাকে নিতে হবে। ওদের দু'জনকেই এখন হন্যে হয়ে রাতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছে রিডলার।

হোলার রিডলারের হাতে ঠেলা দিল। 'তীরে দেখুন, ক্যাপ্টেন।'

রিডলার পেতলের টেলিস্কোপটা চোখে লাগাল। ডা. পিলম্যানের বোটটাকে দেখেই চিনতে পারল ওটার পালে ডাক্তারী বিজ্ঞাপনের সমারোহের কারণে। তার চোখ সরু হয়ে এল। 'ওই তো ওরা!'

'ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল হোলার।

'ডেকে কাউকে দেখছি না, ওটা সেই হাতুড়ে ডাক্তারের বোট।' এক ক্রুর উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল সে। 'স্পীড বাড়াও।'

'জ্বী, স্যার!'

'এবার আর ওদের রক্ষা নেই,' শপথবাক্য উচ্চারণ করল রিডলার।

র‍্যালফ আর টম, জানেও না কি বিপদ ঘনাচ্ছে মাথার ওপর, খুব সাবধানে লরার কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল। নরম, সোনালী চুল ঘিরে রেখেছে তার চাঁদ মুখখানাকে, সৃষ্টি করেছে এক আশ্চর্য দীপ্তি। ওর আঁখি পল্লবগুলো বড়বড়, কাস্তের মত বাঁকানো, গালজোড়া গোলাপী। র‍্যালফ হাঁ করে অনেকক্ষণ এই ঘুমন্ত সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকল। এত সুন্দর মিস প্যাক্সটন! এত সুন্দর! বাঙ্কের এক কোণায় লরার একটা হাত ঝুলে আছে। জল ভরা গামলাটা ধরে থাকল টম, র‍্যালফ খুব আস্তে লরার হাত ধরল। চম্পক আঙুলগুলো মৃদু কাঁপল। আস্তে, শ্বাস বন্ধ করে, র‍্যালফ লরার হাতখানা গামলার মধ্যে রাখল।

ফিসফিস করল টম, 'কান পেতে শোনো। উনি এখনই তাঁর

ভালবাসার মানুষটির কথা বলবেন।'

লরার প্রতিক্রিয়া হলো দেখার মত। হাতে ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া লাগতেই তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে সে লাফিয়ে উঠল। ধাক্কা লেগে গামলা গেল উল্টে, ওকে ভিজিয়ে একসা করে দিল। 'ডুবে যাচ্ছি আমরা!' গুঙিয়ে উঠল লরা। চোখ পুরোপুরি মেলে গেল, সম্পূর্ণ জেগে গেল সে। পলায়নপর বিচ্ছুদুটোকে দেখেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছিল, না?' বলতে না বলতে বাইন মাছের মত ওর হাত থেকে পিছলে গেল দু'জনেই। 'ফিরে এসো, টম আর র‍্যালফ...' চিৎকার করতে লাগল লরা, ভেজা জামা উঁচু করে ধরে আছে, 'ফিরে এসো বলছি! আজ তোমাদের একদিন কি আমার একদিন!'

কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে হুমকি প্রদর্শন তারা ততক্ষণে পগারপার। লরাও রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল ডেকে। ঝড় তুলে সে ওদের খুঁজতে শুরু করল।

রিডলার এদিকেই তাকিয়ে ছিল। 'ওখানে কি যেন হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

লরা টম আর র‍্যালফকে ডেকের এক কোণায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে দেখল। 'এখন বলো তোমরা আমার ওখানে কি করছিলে?' রেগে আগুন হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

গোলমাল আর চেঁচামেচি শুনে জিমি বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। বোটের দিকে এগুল, তার হাতে লাকড়ির ছোট পাঁজা। 'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সে।

'কিচ্ছু হয়নি,' মুখ কালো করে জবাব দিল র‍্যালফ। ওর

আফসোস হচ্ছে কেন টমের কথা মত অমন বোকামি করতে গেল।

'কিচ্ছু হয়নি!' ওকে ভেঙচাল লরা। 'দেখি, আমার দিকে তাকাও।' ভেজা ব্লাউজ আর স্কার্টের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওরা আমাকে ঘুমের মধ্যে ডুবিয়ে মারার তাল করেছিল।'

'না, না তা কেন।' আমতা গলায় বলল র‍্যালফ। 'আমরা অল্প একটু জল ফেলেছি শুধু।'

ডা. পিলম্যান হাতে অনেকগুলো লাকড়ি নিয়ে হাজির হলেন বোটে। ঘেমে লাল হয়ে গেছেন তিনি। এ ধরনের কাজে মোটেও অভ্যস্ত নন ভদ্রলোক। লরা কিংবা র‍্যালফ নয়, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল স্টিমবোটটা। খুব দ্রুত ওটা ছুটে আসছে তাদের দিকে। 'আরে, ওটা সোজা আমাদের দিকেই আসছে কেন?' অবাক হলেন তিনি। 'র‍্যালফ আমার স্পাইগ্লাসটা এনে দাও তো, লক্ষ্মী সোনা। ওই যে ওখানে।' তাঁর ছোট কেবিনের দিকে নির্দেশ করলেন তিনি। র‍্যালফ গ্লাসটা তাঁর হাতে দিলে তিনি ওটা চোখে দিয়েই মুখ অন্ধকার করে ফেললেন। 'আশা করি ওটা রিডলার নয়,' ঠোঁট কামড়ালেন তিনি। 'নাকি সেই ব্যাটাই?' আইগ্লাসটা তিনি র‍্যালফকে দিলেন।

'আরে ওই তো!' কেঁপে উঠল র‍্যালফের গলা।

জিমি কাঠের পাঁজাটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। 'ওরা এক্ষুণি আমাদের ধরে ফেলবে। আমার সঙ্গে এসো। শীগগির!'

লরা টম এবং র‍্যালফ লাফিয়ে নামল বোট থেকে, সবাই মিলে দৌড় দিল জঙ্গল লক্ষ্য করে।

রিডলার ওদের দেখতে পেল, পিস্তল হাতে নিল সে। 'ফায়ার!'

নির্দেশ দিল সে। গুলির আঘাতে ছিটকে উঠল জল, ছড়িয়ে পড়ল নদী তীরের শুকনো পাতায়।

'ও ও ও ও ও...' গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল লরা, একটুর জন্য ওর পায়ে গুলি লাগেনি।

স্টিমবোটটা তীরে, ডাক্তারের বোটের কাছে ভিড়ল। রিভলারের লোকেরা নেমে পড়ল মাটিতে। 'খোঁজো ওদেরকে!' গর্জে উঠল গুণ্ডা সর্দার। 'খুঁজে বার করো!' ছড়িয়ে পড়ল দলটা, ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ঢুকল কয়েক জন, বাকিরা ছোট একটা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

জিমি, ডাক্তার আর অন্যরা একটা ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকল। ডাক্তারের হাতে খোঁচা দিল জিমি, 'আপনি স্টিমবোট চালাতে জানেন?'

'আমি স্টিমবোট চালাতে পারি?' এমনভাবে কথাটা তিনি বললেন যে সবাই বুঝল তাকে বোকার মত প্রশ্নটা করা হয়েছে। জিমি ঠোঁটে আঙুল দিল। পরক্ষণে হোলার ওদের লুকানো জায়গার কয়েক হাত দূর থেকে ছুটে গেল।

'ও করছেটা কি?' বিড়বিড় করে বলল র‍্যালফ। কে যেন একটা শুকনো ডালে পা দিয়েছে। গুলির মত ফটাশ শব্দে ওটা ভাঙল। বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল হোলার, হাতে উদ্যত রাইফেল।

এভাবে বন্দী অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠল ওরা। জিমি দ্রুত একটা প্ল্যান এঁটে ফেলল। ডাক্তারকে ইশারা করল সবাইকে নিয়ে বোটে ফিরতে। তারপর বিপরীত দিকে একটা কাঠের টুকরো ছুঁড়ে সেদিকে ছুটে গেল সে নিচু হয়ে। প্ল্যানটায় কাজ হলো। হোলার

জিমের পিছু পিছু ছুটল। ডাক্তার লরা আর ছেলে দুটোকে নিয়ে গা বাঁচিয়ে এগোলেন তাঁর বোটের দিকে।

'ওদিকে,' চিৎকার করে রিভলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল হোলার।

'ও ঈশ্বর না!' গুঙিয়ে উঠল লরা জিমি যেদিকে ছুটে পালিয়েছে সেদিকে গুলি বর্ষিত হতে দেখে।

ডাক্তার ওর হাত চেপে ধরলেন। 'বোটে চলো...জলদি!'

চাচাকে বিপদে ফেলে যেতে মন চাইল না র‍্যালফের। কিন্তু ডাক্তার ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চললেন। 'পেছনে তাকিও না, র‍্যালফ। দেরি করলে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। জলদি পা চালাও। আমরা ওদের বোট নিয়ে পালাব। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

তীরে এসে ডাক্তার লরা, র‍্যালফ এবং টমকে স্টিমবোটে উঠিয়ে দিয়ে নিজের বোটে গিয়ে উঠলেন তিনি। 'আমি এক্ষুণি আসছি,' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, 'কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই একঝাঁক বুলেট ছুটে এল তাঁর দিকে। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁর কেবিনে ঢুকে পড়লেন। কয়েক মিনিট যাওয়ার পর ভীত র‍্যালফ চিৎকার করে উঠল, 'ডা. পিলম্যান, জলদি আসুন, প্লীজ!'

'আপনি ওখানে কি করছেন?' লরা নার্ভাস গলায় বলল।

ডাক্তার তাঁর কীলবোটে যেসব জামাকাপড় ছিল সবগুলোতে কি একটা তরল পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন। যখন তাকে পালাতেই হচ্ছে তখন তার জীবনের সঞ্চিত সেরা সম্পদ যাতে দুর্বৃত্তদের হাতে না পড়ে সেই ব্যবস্থাই করে যাচ্ছেন। 'দুঃখিত!' এতদিনের বিশ্বস্ত কীলবোট, যেটা তাঁর বাড়ির মতই ছিল সেটার

কাছে যেন করুণ গলায় ক্ষমা চাইলেন ডা. পিলম্যান।

'তাড়াতাড়ি, ডাক্তার!' অধৈর্য এবং ভীত স্বরে ডাকল লরা। রিডলার এবং তার লোকেরা ছুটে আসছে তীরের দিকে। আর কয়েক গজ দূরে আছে মাত্র।

চোখ বন্ধ করে ডাক্তার লাফিয়ে নামলেন স্টীমবোটে। 'ঠিক আছে, চলো এখন।' র‍্যালফ ব্যাকুল চোখে চেয়ে আছে তীরের দিকে। ওর চাচাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ডাক্তার ছোট এঞ্জিনরুমে গিয়ে ঢুকলেন। স্টিমবোট কখনও চালাননি তিনি। কিন্তু একটা লিভার টেনে ধরে 'চল্ বাপ' বলতেই তাঁকে আশ্চর্য করে দিয়ে স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। লরা ছুটে এল ভেতরে। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'আপনি জানেন তো কিভাবে এটা চালাতে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'সামান্য ধারণাও নেই।' স্বীকার করলেন তিনি। 'এর আগে কখনও চেষ্টা করিনি।' কন্ট্রোলের ভার লরাকে দিলেন তিনি। 'তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো!'

'জিমের কি হলো?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'কোন উপায় নেই,' আন্তরিক দুঃখিত গলায় বললেন ডাক্তার।

'না! না! চাচাকে এভাবে ফেলে রেখে যাব না!' কেঁদে ফেলল র‍্যালফ।

ওর কাঁধে হাত রাখলেন ডাক্তার। 'প্ল্যানটা এরকমই উনি করেছিলেন, র‍্যালফ। সিদ্ধান্তটা তাঁরই।'

রিডলার তার দলবল নিয়ে নদীতীরে হাজির হয়ে গেল। 'থামো!' রাগে ফেটে পড়ল সে।

কিন্তু স্টিমবোট থামল না। লরার হাতে যেন জাদু আছে। ধীরে ধীরে ওটা ঘুরে গেল, ক্রমশ তীর থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। সবাই গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

একটা বুলেট এসে লাগল স্ট্রাকচারে। 'সাবধান!' সতর্ক করে দিলেন ডাক্তার। 'ওরা গুলি ছুঁড়ছে।' ফ্লোর আর কেবিনে গুলি ছুটে আসতেই ওরা সবাই নিচু হয়ে বসল।

'কীলবোট,' চিৎকার করল রিডলার। ওদেরকে এত সহজে ছাড়বে না সে। ধাওয়া করবে।

রিডলারের লোকেরা কীলবোটের দিকে এগোতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো বাতাসে। ছোট কীলবোটটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল চোখের পলকে, জ্বলন্ত ভাঙা অংশগুলো ছিটকে পড়ল নদীতে। রিডলার আর তার দলের লোকেরা বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

'জিমি চাচা…ওহ্, জিম চাচা…' আর্তনাদ করে উঠল র‌্যালফ প্রবল হতাশায়।

খুদে স্টিমবোটটা নদীপথে ছুটে চলল। কিন্তু জিমি রজারসের কোন চিহ্ন দেখা গেল না কোথাও।

## সাত

পরদিন ছোট দলটা নিউ অরলিন্সে পৌছুল। সুন্দর শহরটাতে দেখার মত অনেক জিনিস আছে। টম চিত্তাকর্ষক জায়গাগুলোতে চরকির মত ঘুরে বেড়ালেও র‍্যালফের মন বেজায় খারাপ বলে সে কোথাও গেল না। আবার যাত্রা করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কেনাকাটার জন্য বাজারে গেলেন ডা. পিলম্যান। লরা একাই ঘুরতে বেরুল। জিমি চাচার আর কোন খোঁজ না পেলেও র‍্যালফ হাল ছেড়ে দেবে না ঠিক করল। ওদের বাড়িটাকে তাকে রক্ষা করতেই হবে।

ডা. পিলম্যান বাজার থেকে ফিরে এসে ওদেরকে বললেন তিনি প্ল্যান করেছেন এরপর স্থলপথে যাত্রা শুরু করবেন রিডলারদের ফাঁকি দেয়ার জন্য। শয়তানটা হয়তো জাহাজঘাটাগুলোতে পাহারা বসাবে। পরিকল্পনামত ওরা সেই রাতেই ট্রেনে চেপে শহর ত্যাগ করল। কিন্তু জানল না এত সাবধানতা অবলম্বন করেও কাজ হয়নি। ওদের উপস্থিতি গোপন থাকেনি।

কুয়াশাঢাকা, মিটমিটে বাতিজ্বলা এক চোরাগলির একটা পোড়ো দালানের দিকে মলিন পোশাক পরা ভিখিরি শ্রেণীর এক লোক দ্রুত এগোচ্ছে, দালানটার পেছন থেকে যেন ভূতের মত উদয়

হলো দুই ব্যক্তি। 'দাঁড়াও এখানে,' আগন্তুককে আদেশ করল একজন। এ আমাদের পূর্ব-পরিচিত সেই হোলার। কুঁত্কুতে চোখের দৃষ্টি কঠিন করে সে জানতে চাইল, 'খবর কি?' হোলারের পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী রিডলারকে দেখে আগন্তুক নার্ভাস বোধ করল। বলল, 'ওদেরকে আমি স্টেশন হাউজে দেখেছি। ট্রেনে চেপে ওরা চলে গেছে।'

'কি করে বুঝলে ওরাই সেই লোক?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল রিডলার।

'আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন,' মিনমিনে গলায় বলল সে।

'বুড়ো, সুন্দরী এক মহিলা আর দুটো ছোট ছেলে। একজন সাদা, অন্যজন কালো।'

হোলারকে উল্লসিত দেখাল। 'ওরাই ক্যাপ্টেন!' লোকটার দিকে ঘুরল সে। 'কতক্ষণ আগে দেখেছ?'

থুতনিতে তালু ঘষতে ঘষতে লোকটা বলল, 'এই তো কিছুক্ষণ আগে। আমি মাত্র ওখান থেকে এলাম।'

সন্তুষ্ট মনে হলো রিডলারকে। 'তারমানে ওরা উলি রেল রোড ধরে টাম্পার দিকে চলেছে। ওরা ভেবেছে স্থলপথে গেলে আমার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে।'

'হয়তো পারবে যদি আমরা এখুনি ওদের পিছু না নেই।'

'আস্তে, হোলার।' খিকখিক করে হাসল রিডলার।

'ওরা এখনও জানে না যে ওরা যে রাস্তার টিকেট কিনেছে সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না।' অবহেলায় সে ইনফরমার লোকটার দিকে একটা কয়েন ছুঁড়ে দিল। টাকাটা পেয়ে অন্ধকারে

মিলিয়ে গেল সে।

পরদিন সকাল। ডা. পিলম্যান সবাইকে নিয়ে টাম্পা পৌঁছলেন। প্রথম দর্শনেই জায়গাটাকে অপছন্দ হলো। সারা টাম্পায় একটাই মাত্র পাকা দালান—টাম্পা ট্রেডিং পোস্ট। লোকজন অলস এবং জীবন সম্পর্কে কেমন উদাস। বাতাসে মাছের আঁশটে গন্ধ। জেলেরা রাতে পাতা জাল তুলছে, মাছগুলো ছুঁড়ে ফেলছে নৌকায়।

টাম্পা থেকে ওদের পরবর্তী গন্তব্য ফ্লোরিডার জলাভূমি। জায়গাটা অচেনা এবং বিপজ্জনক। ডা. পিলম্যান একজন গাইড নেবেন ঠিক করলেন। আলোচনা পর্বের এক ফাঁকে লরা কিছু জামাকাপড় কিনে আনল কাছের এক স্টোর থেকে। ফুলেল একটা বড় হ্যাট আর লিনেন জ্যাকেট কিনল সে। অবশ্য জ্যাকেটটার খুবই দরকার ছিল। কারণ চামড়া পোড়ানো খরতাপ আর মশামাছিতে ভরা জলাভূমিতে কাঁধখোলা পোশাক চলে না।

ডা. পিলম্যান গাইড খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। হেভী মুড নিয়ে তিনি ফিরলেন। সঙ্গে এক লোক। নাম বিলি বিগস। লোকটা নাকি তার হাতের তালুর মতই জলাভূমির সব শাখা-প্রশাখা চেনে। লরা লোকটাকে দেখেই নাক কোঁচকাল। বোঁটকা গন্ধ আসছে গা দিয়ে। ঈশ্বর মালুম কতদিন সে গোসল করে না। লোকটার মাথায় কাকের বাসা, গায়ে এত ময়লা যেন চিমটি দিলেই উঠে আসবে। সে বিশ্রীভাবে লরার দিকে তাকিয়ে থাকল। বিরক্ত লরা মুখ ঘুরিয়ে নিল। অবাক হয়ে ভাবল ডাক্তারের বলিহারি পছন্দের কথা। গাইডটাকে তার মোটেও ভাল লাগেনি। কেমন শয়তানি চাউনি!

স্থানীয় একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গাইড টাম্পা ট্রেডিং পাস্টে ঢুকল। কিছু খাবার দাবার কিনল। প্যাকেটগুলো সে আর ছেলেরা মিলে সাজিয়ে রাখল লম্বা, সরু নৌকায়। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ক্যানোটায় অনেকগুলো বৈঠা বাঁধা। কাজটাজ শেষ করার পর ডা. পিলম্যান এলেন। তাঁকে দেখে বিলি বলল, 'আমরা এখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত, ডাক্তার সাহেব!'

ডাক্তার মাথা ঝাঁকিয়ে লরার দিকে ফিরলেন। 'এখানকার চার্চের রেভারেণ্ড মাকলেরয়ের সঙ্গে অনেক কথা হলো। রিডলার কিংবা তার দলের কাউকে এখানে দেখা যায়নি বললেন তিনি। আমি আগেই ওদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম ভদ্রলোককে। বোঝা যাচ্ছে আমাদের কৌশলটা কাজে লেগেছে।'

বিলি কাজের ভান করলেও তার কান ঠিকই খাড়া থাকল এদিকে। ডাক্তারের সব কথা শুনেছে সে। 'নৌকা কি ছাড়ব, ডাক্তার সাহেব?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, ছাড়।' বললেন ডা. পিলম্যান।

নৌকায় ঠিকঠাক মত বসে লরা ছাড়া অন্য সবাই হাতে বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত হলো। 'সবাই রেডি তো?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার, 'ঠিক আছে! এক, দুই, তিন। মার টান হেইয়ো।' একসঙ্গে, সমান ছন্দে বৈঠা পড়তে লাগল পানিতে। তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগল ক্যানো। শুরু হলো অভিযানের পরবর্তী পর্ব।

এভারগ্লেডস নামের এই জলাভূমিটি অদ্ভুত এবং রহস্যময়। গা শিরশিরে একটা নীরবতা যেন চেপে বসল ওদেরকে। শুধু বৈঠার ছপাৎ ছপাৎ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। ঘন কালো জল কেটে

এগিয়ে চলেছে নৌকা। লরার কেমন ভয়ভয় করতে লাগল। বাতাস গরম, স্থির। ঘামে নেয়ে গেল সবাই। লরা বারবার পরিষ্কার লিনেন কাপড় দিয়ে মুখ আর গলা মুছতে লাগল। ঘামের গন্ধ দূর করার জন্য সেন্ট স্প্রে করল। র‍্যালফ আর টম বেশ আগ্রহ নিয়ে কিছুক্ষণ লরার কাণ্ডকারখানা দেখল। তারপর চোখ ফেরাল জলাভূমির দিকে। এমন জলাভূমি জীবনে দেখেনি ওরা। এখানে ওখানে জলের মধ্যে থেকে মাথা উঁচিয়ে আছে আধা ডুবন্ত দ্বীপ, বিশাল জলাভূমির তীর বোঝাই সাইপ্রেস আর গরান গাছের জঙ্গলে। বুনো অর্কিড আর কমলালেবুর কত গাছ যে চোখে পড়ল। একটি হরিণশাবক জল খেতে এসেছিল তীরে, ওদের দিকে ভীরু চোখে তাকাল তারপর সাঁৎ করে ঘন একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাদা রঙের খুব সুন্দর একটি পাখি উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে পাখিটার দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, 'দেখো দেখো তুষার স্নোগ্রেট। প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি!'

র‍্যালফ আর টম মুগ্ধ চোখে পাখিটিকে দেখল। বিলি বলল, 'আহা, সত্যি সুন্দর!' লরার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল সে। 'ওই পাখির পালকে খুব সুন্দর টুপি হয়, মিস। পরলে আপনাকে দারুণ লাগবে।'

লরা শুকনো গলায় বলল, 'থাক, আমাকে আর দারুণ লাগতে হবে না।'

র‍্যালফ লরার কাঁধের ওপর দিয়ে চট করে একবার বিলির দিকে চাইল। ফিসফিস করে বলল, 'ও আপনাকে পটাতে চাইছে।'

লরা ঠোঁট কামড়াল। 'জানি। কিন্তু লোকটাকে আমার পছন্দ

হচ্ছে না। ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল লরার মুখ, চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে তীরের দিকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যেরা ওদিকে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল ভয়ে। তীরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক রেড ইণ্ডিয়ান। ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সে, সরু মুখটা ভাবাবেগ-শূন্য। তার কাঁধে একটা বানর। লোকটা একচুল নড়লও না কিংবা কিছু বললও না। কিন্তু ওর আচরণে এমন কিছু আছে যা সত্যি ভয়ঙ্কর। ইণ্ডিয়ানটাকে পাশ কাটাল ক্যানো, লরা ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফেরাল। আগের জায়গায় পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। 'ওহ্...ওহ্...' কেঁপে উঠল লরা।

'ওটা একটা সেমিনোল ইণ্ডিয়ান,' বলল বিলি। 'বেশ বন্ধুবৎসল...তবে ওদের না ঘাটানো পর্যন্ত।'

র‍্যালফ আর টম চোখাচুখি করল। ইণ্ডিয়ানটা হঠাৎই নেই হয়ে গেল। কিন্তু ভয় যেন আরও জাঁকিয়ে বসল লরার মনে। বারবার মনে হলো অনেকগুলো চোখ আড়াল থেকে ওদের দেখছে, অনুসরণ করছে। এত গরমেও ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার শরীর।

'বৈঠা আস্তে মারো,' বলল বিলি।

'একটু বিরতি দিলে কি তোমরা কিছু মনে করবে?' বললেন ডাক্তার। দরদর করে ঘামছেন তিনি। 'তোমাদের মত তো আর জোয়ান নই। বয়স হয়েছে। বুঝতেই পারছ!' ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। জলে রুমাল ভিজিয়ে মুখ মুছলেন।

র‍্যালফ আর টমও বিরতি দিল। এক নাগাড়ে বৈঠা বাইতে

বাইতে ওরাও ক্লান্ত। বৈঠার ওপর শুয়ে পড়ল দু'জনেই। টম জলে হাত নাড়তে লাগল। 'হেই!' সাবধান করল বিলি। 'পানি থেকে হাত ওঠাও। এখানে কুমির আছে।'

কাঁচের মত মসৃণ জলের দিকে অবিশ্বাস চোখে তাকাল টম। 'কই, কোন কুমির দেখছি না তো!'

'হা!' ব্যঙ্গ করল বিলি। 'ঠিক আছে, দেখাচ্ছি তোমাকে।' ঠোঁট দুটো সরু করে অদ্ভুত একটা শব্দ করল সে মুখ দিয়ে। শব্দটা প্রকৃতির নৈঃশব্দ ভেঙে দিল, প্রতিধ্বনি তুলল চারদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক দৃশ্যটা দেখল ওরা। যেন নদীতীরে ঘাপটি মেরে বসেছিল পেল্লায় দানবগুলো, ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ল জলে, সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসতে লাগল ক্যানো লক্ষ্য করে। আরেকটা কুমির একটা গাছের গুঁড়ির নিচে বালির সঙ্গে শরীর মিশিয়ে শুয়েছিল, মাথা তুলল।

ভয়ে লাফিয়ে উঠল টম, দুলে উঠল নৌকা। 'আরে, আরে করে কি!' চেঁচিয়ে উঠল বিলি। 'বসে পড়ো ছোকরা। নৌকা উল্টে ফেলবে তো! তাহলে সবাই কুমিরের পেটে চলে যাব।' বসে পড়ল টম, কাঁপছে থরথর করে।

বিলি বলে চলল: 'এখন তুমি যদি ওদের একটাকে ধরতে চাও তাহলে সোজা ওটার শরীরের নিচে চলে যাও। কারণ কুমিররা নিচের চোয়াল নড়াতে পারে না।'

বিলির এসব ফাজলামি মোটেও ভাল লাগছে না লরার। সে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'উহ্, লোকটা এত বকবক করতে পারে! মাথা ধরে গেল।'

লরার কথা গায়ে মাখল না বিলি।। বলল, 'কুমিরগুলোকে আর বিরক্ত না করাই ভাল। কি বলেন, ডাক্তার সাহেব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।' ডা. পিলম্যান একটা বৈঠা হাতে নিয়ে কুমিরগুলোর দিকে উঁচিয়ে 'হেই হেই' করতে লাগলেন। কিন্তু ওগুলো ক্রুর চোখে তাদের নৌকাটাকে অনুসরণ করেই চলেছে। 'কি করলে ওগুলো যাবে, বলো তো?' বললেন তিনি, ভাবলেন বৈঠা দিয়ে একটার মাথায় ঘা বসাবেন। কিন্তু কাজটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে ভেবে চিন্তাটা নাকচ করে দিলেন তিনি।

ওরা দ্রুত বৈঠা বেয়ে কুমিরগুলোকে পেছনে ফেলে এল। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে জলের ওপরে ভুস করে ভেসে উঠল বিকট একটা মাথা। একটা জলহস্তী। প্রায় একই সঙ্গে ওদের চোখে পড়ল কুগারটাকে। একটা গাছের ডালে জানোয়ারটা বসে আছে, ক্ষুধার্ত চোখে চেয়ে আছে ক্যানোর যাত্রীদের দিকে। পিলে চমকানো ডাক ছেড়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি।

ভয়ে অজ্ঞান হওয়ার দশা হলো লরার। 'শ্বাস নিতে পারছি না আমি,' করুণ গলায় অভিযোগ করল সে। কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না। প্রত্যেকে ভীত আর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। লম্বা ঘাসের জঙ্গল দিয়ে ক্যানো চলেছে। বিশাল, কালো গড়ান গাছগুলো জলের ওপর ঝুলে আছে প্রেতের প্রতিচ্ছবি হয়ে। থমথমে একটা ভাব চারদিকে। যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার পিলম্যান। এই প্রথম তাঁর মনে হলো এই অভিযানে এসে তিনি ভুলই করেছেন। রুমালে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। হঠাৎ বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেল তাঁর, ভাবলেন

ভুল দেখছেন। লম্বা একটা গাছে লাল কাপড়ের একটা ফেস্টুন জড়ানো। যেন একটা মার্কার, কিছু একটার সঙ্কেত দিচ্ছে। কিন্তু এমন জায়গায় কে এটা টাঙাল? তিনি কিছু বলার আগেই গাইড বিলি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ছেলেরা। এবার বাঁ দিকে নৌকা ঘুরাও।'

কোন কথা না বলে র‍্যালফ আর টম বাঁয়ে নৌকা ঘুরাল, মূল কোর্স থেকে সরে ঢুকে গেল সরু একটা খাড়িতে। কপাল কোঁচকালেন পিলম্যান। 'বাঁয়ে?' অবাক হয়ে বললেন তিনি। 'কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল আমাদের দক্ষিণ দিকে যেতে হবে।' যে জায়গাটা থেকে এইমাত্র তারা সরে এসেছেন সেদিকে হাত দেখালেন তিনি।

বিলি ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'জ্বী, জ্বী ডাক্তার সাহেব, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এদিক দিয়েও আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব। বরং এদিক দিয়ে গেলে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। ধরুন, আর মাইলখানেক।' জোরে বৈঠা বাইতে শুরু করল সে এবার। বলল, 'ছেলেরা আরও জোরে! আরও জোরে! হেইয়ো! হেইয়ো!'

বৈঠার ঝপাৎ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। জায়গাটাকে ঘিরে আছে হালকা কুয়াশা, পচা পাতার গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। লরা বসে আছে চুপচাপ। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। ওর মন বলছে কোথাও মস্ত একটা ঘাপলা আছে। বিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা। সরু খাড়িটাকে মনে হলো কালো, মোটা মস্ত এক অজগর। সুযোগ পেলেই ওদের গিলে খাবে।

আরেকটা সরু খাড়ির মুখে আসতেই বিলি বৈঠা তুলল। বলল, 'ব্যস, আজ এই পর্যন্তই।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল লরা। অশুভ আশঙ্কায় দুরু দুরু করে উঠল বুক।

'কারণ, সামনের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে মিঠে পানির আর কোন সংস্থান নেই।' জবাব দিল বিলি। 'এখান থেকে মিঠে পানি নিয়ে আবার আমরা যাত্রা শুরু করব।'

ব্যাখ্যাটা মনপূত হলো র‍্যালফের। সায় দিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে সাহায্য করব, মি. বিলি।'

'ধন্যবাদ, র‍্যালফ।'

তীরে এসে থামল ক্যানো। সিধে হলো র‍্যালফ, লাফিয়ে তীরে নামবে। ঠিক তখন বিস্ফোরিত হলো ঝোপ, দু'জন লোক এসে দাঁড়াল সামনে—রিডলার আর হোলার। যেন এটা খুব মজার একটা ব্যাপার এভাবে হেসে উঠল বিলি। কিন্তু অন্যেরা মোটেও মজা পেল না। বিস্ফারিত চোখে তারা দেখল রিডলারের হাতের বন্দুকটার নীলচে ইস্পাতের ব্যারেল ওদের দিকে হিমশীতল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে!

## আট

বন্দুক কক্ করার শব্দ বিস্ফোরণের মত বাজল কানে, রিডলার ইঙ্গিত করল, 'নৌকা থেকে নাম সবাই।'

লরা ছাড়া বাকিরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেমে এল ক্যানো থেকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে মেয়েটা, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে, 'তোমাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

ওর রাগ স্পর্শই করল না বিলি বিগসকে। সে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে থাকল। লম্বা পা ফেলে ক্যানোর সামনে চলে এল রিডলার, লরার বুকে বন্দুক ধরল। চোখে খুনের নেশা। এই মেয়েটা তাকে নদীতে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল! 'এবার মিস অহংকারী বীরাঙ্গণা!' বিদ্রূপের গলায় বলল সে। 'এখন আমার অর্ডার করার পালা।' নিচু গলায় হাসল সে। নোংরা হাসি। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল লরার। 'নৌকা থেকে নেমে পড়ুন। আপনি নৌকাটাকে অপবিত্র করে ফেলছেন।'

জেদী ভঙ্গিতে লরা আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। রিডলার ওর হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিল। 'লাফাও. মেয়ে, লাফাও!'

কিন্তু একচুল নড়ল না লরা। আবারও ওকে ধরে নাড়া দিল সে। 'লাফাতে বলি কানে যায় না?'

ইচ্ছের বিরুদ্ধে লরা পা বাড়াল। ওর পা মাটি ছোঁয় কি ছোঁয়নি, রিডলার পেছন থেকে ধাক্কা দিল। ছিটকে পড়ে গেল লরা। আর্তনাদ করে উঠল র‍্যালফ। ডাক্তার ছুটে গেলেন লরার কাছে, ওকে হাত ধরে মাটি থেকে উঠতে সাহায্য করলেন। কিন্তু রিডলার ওদের দিকে ফিরেও দেখল না। তার এখন একমাত্র আগ্রহ র‍্যালফ...এবং ম্যাপ।

ছেলেটার মুখোমুখি হলো সে। 'আমাদের অনেক ভুগিয়েছ, ছোকরা। কিন্তু এখন সব চাতুরী খতম, বোঝা গেছে?' র‍্যালফের দুই ভুরুর মাঝখানে বন্দুক তাক করল সে। র‍্যালফ চোখ পিটপিট করল। 'তোমার ম্যাপটা আমাকে দাও।' বলল রিডলার।

'ওটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু গুপ্তধন কোথায় আছে তা জানি। টিমবাকতু, দক্ষিণের একদম শেষে...

কথা শেষ হওয়ার আগেই মুখে প্রচণ্ড থাবড়া খেল র‍্যালফ, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

প্রতিবাদ করলেন ডাক্তার, 'অতটুকুন বাচ্চা ছেলেটাকে মারলেন!'

ঠাণ্ডা গলায় রিডলার বলল, 'আমি ওই ম্যাপ চাই।'

রিডলারের নিষ্ঠুরতায় ভয় পেলেও লরা কথা না বলে পারল না। 'ও সত্যি কথাই বলছে। ম্যাপটা সে নদীতে হারিয়ে ফেলেছে।'

রিডলার র‍্যালফের দিকে তাকাল। উঠে বসেছে র‍্যালফ; গাল ঘষছে। 'তাহলে তোমরা সবাই এখানে কি করতে এসেছ?'

প্রত্যেককে কঠিন চোখে পর্যবেক্ষণ করল সে। 'ও জানে সোনা কোথায়।' র‍্যালফের চাঁদিতে বন্দুকের মাজল ঠেসে ধরল রিডলার। জমে গেল র‍্যালফ। রিডলার শুধু শুধু হুমকি দিচ্ছে না।

'কথা বলো,' হিসহিস করে উঠল রিডলার, ...নইলে কিন্তু নরকে পাঠাব।'

আতঙ্কে গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল লরার। 'ও যা বলছে তা করবে, র‍্যালফ। তুমি যা জানো সব ওকে বলে দাও।'

'কোথায় ওটা?' আবার জিজ্ঞেস করল রিডলার। মেজাজ খাপ্পা হয়ে যাচ্ছে তার। অনেক কষ্টে এতক্ষণ ধৈর্য ধরেছিল।

র‍্যালফ টমের চোখে চাইল। দু'জনেরই তাদের শপথের কথা মনে পড়ছে। প্রতিজ্ঞা করেছিল কাউকে বলবে না। 'আমি জানি না,' বিড়বিড় করে বলল সে।

পিস্তল কক করল রিডলার। 'না!' চিৎকার করে উঠল লরা।

বাধা দিলেন ডা. পিলম্যান। 'আমার কাছে একটা ম্যাপ আছে।' রাগ গোপন করে বললেন তিনি। বিস্মিত চোখে রিডলার ডাক্তারের দিকে তাকাল, কিন্তু কথাটা তার ঠিক বিশ্বাস হলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার তাঁর রুমাল বের করলেন পকেট থেকে। খুলতেই জীর্ণ একটা মানচিত্র বেরিয়ে পড়ল। এটা সেই নকলটা। র‍্যালফের কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। 'উল্টোপাল্টা স্মৃতি হাতড়ানোর চেয়ে ম্যাপ দেখা অনেক সহজ কাজ।' বললেন তিনি।

লরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। 'থ্যাংকস গড!'

চারকোণা লিনেনের কাপড়টা ছিনিয়ে নিল স্প্যাঙ্গলার।

হোলার যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার পার্টনারের ওপর। রিডলার উত্তেজিত হয়ে উঠল আঁকিবুঁকিগুলো দেখতে দেখতে। 'হোয়াইট ওয়াটার কোঙ! হা! মেটকাম্ব কি, এই তো! এই যে গাছগুলো।' সন্তুষ্ট মনে হলো তাকে। 'পেয়েছি! আমি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি।' নিজের লোকদের দিকে ঘুরল সে। 'ঠিক আছে, বন্ধুগণ। নৌকা রেডি করো। ওদেরটা এবং আমাদেরটা।'

আতঙ্ক বোধ করল লরা। 'আপনি কি আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন?'

রিডলার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে 'বো' করল। 'দুঃখিত, ম্যাডাম। কিন্তু আপনাদের নৌকাটা রেখে গেলে আপনারা আবার পালাবেন।'

হোলার অশ্লীল হাসল, ওর মুখ নয় যেন শয়তানের মুখোশ। 'তবে আপনাকে না খেয়ে মরতে হবে না, ভদ্রমহোদয়া।' বলল সে। 'তার আগেই মশককূল আপনাকে খেয়ে ফেলবে।'

রিডলারের লোকেরা দুটো নৌকায় ভাগাভাগি করে উঠে পড়ল। বিলি ডাক্তারকে পাশ কাটানোর সময় তাঁর বিভার হ্যাটটা তুলে নিল মাথা থেকে, নিজের মাথায় পরল। 'মাপ করবেন, ডাক্তার সাহেব। তবে আমার ধারণা এটার আর আপনার প্রয়োজন হবে না, কি বলেন?'

নীরবে, তীব্র হতাশা আর বিপুল বিতৃষ্ণা নিয়ে র‍্যালফ, টম আর লরা এবং ডা. পিলম্যান দেখল লোকগুলো চলে যাচ্ছে দৃষ্টি সীমার বাইরে। কি আর করা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

দ্রুত সন্ধ্যা নামছে জঙ্গলে। একটা ভোঁদর উঁকি দিল আঙ্গুর-লতার ফাঁক দিয়ে। গর্ত দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল একটা খরগোশ। রাত আসছে, আগুন জ্বালাবার প্রয়োজন অনুভব করলেন ডা. পিলম্যান। সবাই মিলে শুকনো পাতা, খড় কুটো জড়ো করতে লাগলেন।

দিনের শেষ আলোটুকু দ্রুত ফুরিয়ে যেতে শুরু করল। আকাশের রঙ জাফরান হলুদ। হঠাৎ শব্দটা শুনল সবাই। যেন একটা প্লেন আসছে দূর থেকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কালো হয়ে গেল আকাশ, মশার বিশাল একটা ঝাঁক আক্রমণ করল ওদের। হুল বসাতে শুরু করল শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলোতে।

যেন আগুন ধরে গেল শরীরে। আর্তনাদ করতে করতে গা খামচাতে শুরু করল লরা। বিরাট আকৃতির মশাগুলো সংখ্যায় বেড়েই চলেছে। বাতাসে একটানা বিন বিন শব্দটা প্রচণ্ড জোরাল। ডা. পিলম্যান ইতিমধ্যে খড়কুটোতে আগুন জ্বালিয়েছেন, তালপাতা দিয়ে বাতাস করছেন, ক্রমশ ধোঁয়া উঠছে ওপর দিকে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। লাখ লাখ মশা—আরও আসছে! এ যেন অসম একটা যুদ্ধ। লরা শুয়ে পড়েছে মাটিতে, মাথার ওপর টেনে দিয়েছে জ্যাকেট। র‍্যালফ আর টম মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, চোখের পাতা শক্ত করে বন্ধ রেখেছে, অন্ধের মত বাতাসে চাপড় মারছে।

অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটে গেল লরা, কতগুলো শুকনো পাতা ফেলল, দাউদাউ জ্বলে উঠল আগুন। 'সাবধান...শ্বাস বন্ধ হয়ে মরো না যেন!' মুখে আর হাতে ঠাসঠাস চাপড় দিতে দিতে বললেন ডাক্তার।

টম আর র‍্যালফ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। শরীরের খোলা মাংসে, যেখানে সুযোগ পাচ্ছে খুদে শয়তানগুলো বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মশা মারতে মারতে হাত লাল হয়ে গেল ডা. পিলম্যানের কিন্তু একটা মারলে সে জায়গায় দশটা এসে হাজির হচ্ছে। এর যেন শেষ নেই, আর ওদের গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কামড় খেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল লরা। চিৎকার করতে করতে সে আগুনের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ করে দৌড় দিল। 'আরে, আরে করছ কি?' ওর পিছু পিছু দৌড়ালেন ডাক্তার, পেছন থেকে টেনে ধরলেন। 'না! না! ওখানে গেলে তোমার সর্বনাশ হবে। ওগুলো তোমার নাকে- মুখে ঢুকে যাবে। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে তো!' ডাক্তার তাঁর কোট খুলে ঢেকে দিলেন লরাকে। 'এখানেই থাকো…এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।' লরা গুঙিয়ে উঠে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর নড়ল না।

মশার অসহ্য গুনগুনানির গুঞ্জন ছাড়িয়ে দূর থেকে হঠাৎ গুরুগম্ভীর একটা শব্দ ভেসে এল। রাতের আকাশের ঘন কালো মেঘের বুকে ঝলসে উঠল সোনালী আলো। শুরু হলো বৃষ্টি…প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর মুষলধারে। বৃষ্টির কণাগুলো ক্ষুরের মত ধারাল, যেন কেটে যেতে চায় চামড়া। কিন্তু এই অঝোর বর্ষণ স্বর্গের শান্তি নিয়ে এল। বৃষ্টির তীব্র ছাঁটে টিকতে পারল না রক্তপিপাসু শয়তানগুলো, ধুয়ে সাফ হয়ে গেল। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় কামড়ের যন্ত্রণা অনেকটাই দূর হয়ে গেল।

র‍্যালফ মুখ আকাশের দিকে তুলে বৃষ্টির স্পর্শ নিচ্ছে। 'ওগুলো

কি মরবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু মরবে,' জবাব দিলেন ডাক্তার, ...কিন্তু বৃষ্টি থামলেই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকবে না। কারণ আগুন জ্বালাবার মত কিছুই আমাদের কাছে নেই।'

'আরে, ওটা কিসের শব্দ?' কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল টম।

'কিসের আবার? বৃষ্টির!' বলল লরা। জ্ঞান ফিরেছে তার। খুব উপভোগ করছে জলধারায় সিক্ত হতে!

কিন্তু সন্দেহ দূর হলো না টমের। 'কিন্তু শব্দটা যেন অন্যরকম!'

এবার অন্যরাও কান পাতল। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের মধ্যেও একটা পুরুষ কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। লোকটা সম্ভবত এদিকেই আসছে। ওরা সামনের দিকে ছুটে গেল, অন্ধকারে চোখ ফেলল, দেখার চেষ্টা করছে কে আসে।

'শুনতে পাচ্ছি আমি,' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাফেল। 'লোকটা মনে হয় গান গাইছে!' সবাই যেন একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেল।

লোকটি আর কেউ নয়, জিমি রজারস। ক্যানো চালাতে চালাতে উঁচু গলায় গান গাইছে সে। তার সঙ্গী সেই সেমিনোল ইণ্ডিয়ান। লোকটার কাঁধে সেই বানরটা। বৃষ্টির বেগ এত বেশি যে চোখ খুলে রাখাই দায়। চোখ পিটপিট করতে করতে জিমি ইণ্ডিয়ানটাকে বলল, 'আমরা যে কাছেপিঠে আছি সেটা জানান না দিলে অন্যেরা কি করে বুঝবে। এসো, একসঙ্গে গান ধরি।' এবার

দু'জনে মিলে আরেকটা গান গাইতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে।

'বাঁচাও...বাঁচাও...বাঁচাও,' দূর থেকে অস্পষ্ট চিৎকারটা ভেসে এল। কিন্তু শুনতে পেল না জিমি। সে একভাবে গেয়েই যাচ্ছে।

'শ্‌শ্‌শ্‌...' কান খাড়া করল সেমিনোল।

'বাঁচাও...বাঁচাও!' এবার চিৎকারটা শুনতে পেল জিমি। তীরের দিকে এগোতে শুরু করল ওরা।

নদী তীরে ডা. পিলম্যান বার বার পা বদল করছেন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে গেছে তাঁর। 'আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন?' আবারও চেঁচালেন তিনি। 'আমাদের বাঁচান!'

'বাঁচান...আমাদের বাঁচান,' গলা ফাটাল লরা।

ক্যানোটা ক্রমশ কাছিয়ে আসছে, পৃথিবী আলো করে বিদ্যুৎ চমকাল। তীরে দাঁড়ানো লোকগুলোকে পাগলের মত হাত নাড়তে দেখল জিমি। 'হেই!' হাঁক ছাড়ল সে।

'জিমি!' লরা সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলল জিমির গলা। স্বস্তির একটা আরামদায়ক স্রোত যেন ছড়িয়ে পড়ল শিরায় শিরায়। মনে হলো আনন্দে কেঁদে ফেলবে।

'জিমি চাচা! তুমি...তুমি...' উত্তেজনায় তোতলাতে শুরু করল র‍্যালফ।

ক্যানোটা তীরে এসে ঠেকল, জিমি লাফিয়ে নামল মাটিতে। 'হ্যাঁ, আমি।' হাসিতে উদ্ভাসিত তার মুখ, জড়িয়ে ধরল র‍্যালফকে। 'আবার আমরা একত্র হলাম, তাই না?'

মিলনের উচ্ছ্বাস একটু কমলে জিমি জিজ্ঞেস করল, 'মনে হচ্ছে

বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছ। বিলি বিগস কোথায়?'

ডা. পিলম্যান হাত মেলে বললেন, 'আমাদের এখানে ফেলে চলে গেছে শয়তানটা। ও রিডলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'রিডলার?' জানতে চাইল জিমি।

'হ্যাঁ,' বললেন ডাক্তার।

'এখানেও!' অবাক হলো জিমি।

'গুপ্তধনের সন্ধানে গেছে,' বলল র‍্যালফ। মন খারাপ হয়ে গেছে ওর। 'ওরা এখন জানে ওটা কোথায়।'

'কতক্ষণ আগে গেছে?' সিরিয়াস সুরে জানতে চাইল জিমি।

'এই তো বিকেলের দিকে,' বলল টম।

'আচ্ছা! তাহলে হয়তো ওদের ধরতে পারব।' পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয় জিমি। বিশেষ করে শয়তান রিডলারটা যখন আছে।

'অঅঅ,' বিড়বিড় করলেন ডাক্তার। ভেবেছিলেন এই ঝামেলায় তাঁকে আর থাকতে হবে না। কিন্তু সভ্য সমাজে এত দ্রুত ফিরে যাওয়া তাঁর কপালে নেই বোঝাই যাচ্ছে।

লরা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'ওরা আমাদের এখানে ফেলে রেখে গেল। তারপর...এখানকার রাক্ষুসে মশাগুলো আমাদের প্রায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলার জোগাড় করেছিল। আর আপনারা তারপরও ওই সর্বনাশা সোনার পিছে ছুটছেন।'

জিমি নরম চোখে লরার দিকে চাইল। ওর গালে লেপ্টে আছে চুল, আগুন ঝরছে চোখে। 'রাগলে কিন্তু আপনাকে আরও সুন্দর লাগে।' হাসল সে।

প্রশংসা গায়ে মাখল না লরা। বলে চলল, 'আপনার কোন খবর

না পেয়ে আমরা তো চিন্তায় মরি। ভেবেছিলাম হয়তো কোন সেলুনে...মদ খেয়ে মরে পড়ে আছেন। আপনি যখন বেঁচেই ছিলেন তাহলে কেন...কেন ওই ভয়ঙ্কর লোকটার বোটে আমাদের উঠতে বলেছিলেন?' লরার চোখে রিডলারের নিষ্ঠুর চেহারাটা ভেসে উঠল। স্টিমবোট চুরি করার আইডিয়াটা জিমিরই ছিল। সে রেগে আরও কি যেন বলার জন্য জিমির দিকে এগুতেই যেন অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। নাক কুঁচকে বলল, 'কি বোঁটকা গন্ধ!'

হেসে উঠল জিমি। 'ওষুধের গন্ধ। মশা তাড়াবার মহৌষধ। তবে মিস, কথাটা আবারও না বলে পারছি না রেগে গেলে সত্যি আপনাকে অপূর্ব লাগে। সত্যি বলতে কি যেদিন প্রথম আপনাকে দেখলাম সেদিনই কথাটা বলতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু গলায় ফাঁসির রজ্জু ঝোলানো অবস্থায়...বুঝতেই পারছেন...' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

হেসে ফেলল লরা, যেন সকল নিষ্পাপ সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠল ফুল। জিমি এগিয়ে গেল ওর দিকে, জড়িয়ে ধরল। ওর চওড়া বুকে মাথা রাখল লরা, অনুভব করল নিরাপত্তাহীনতার ভয় দূর হয়ে গেছে মন থেকে, বিশ্বাস আর ভালবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে অন্তর।

র‍্যালফরা ক্যানোতে উঠে বসেছে অনেক আগেই। তবে সেমিনোল ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে। ইণ্ডিয়ানটা ওদের প্রত্যেককে ঠাণ্ডা চোখে জরিপ করছিল। ডা. পিলম্যান তীরের দিকে তাকাতেই জিম আর লরাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার

করলেন। প্রথম দর্শনে প্রেমের ব্যাপারটা তাহলে অতিরঞ্জন নয়, অ্যা? মনে মনে হাসলেন তিনি। 'তোমরা সবাই রেডি তো?' ওদের দু'জনকে শুনিয়ে বললেন তিনি। জিমি আর লরা দ্রুত নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নৌকায় এসে বসল। আবার যাত্রা হলো শুরু।

সারারাত নৌকা চলল। ভোর হলো, বিষণ্ন মেঘের আড়ালে হেসে উঠল সূর্য। ঘাসের ওপর ঝিলমিল রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হলো শিশির কণা। আলোক রশ্মি খেলা করতে লাগল জলার পানিতে, ঝুলে থাকা গাছের পাতায় বাতাস জাগাল শিহরণ। তালগাছে ঘেরা ছোট ছোট দ্বীপ ভেসে উঠল চোখের সামনে, যেন খুদে মরুদ্যান, জঙ্গুলে পরিবেশে রহস্যময় এবং বিষণ্ন লাগল। মাঝে মাঝে জলের ওপর লাফ দিল মাছ, ভোঁতা 'প্লপ' শব্দ করে আবার ডুবে গেল। গাছের সারির প্রায় মাথা ছুঁয়ে উড়াল দিল নাম না জানা পাখির ঝাঁক। সারারাত অক্লান্ত নৌকা চালাল দুঃসাহসী সাদা মানুষের দলটা। গুপ্তধন পেতে হলে দুষ্ট রিডলারের আগেই তাদের আসল জায়গায় পৌঁছুতে হবে।

জিমি কি করে টাম্পা থেকে পালিয়ে এসেছে সেই গল্প শোনাচ্ছিল ওদের। 'আমি ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর হঠাৎ আমার এই পুরানো বন্ধু বিগ বিয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' হাসল সে লম্বা, চুপচাপ লোকটির দিকে চেয়ে। 'তারপর আমি আর বিগ বিয়ার রিডলার যে পথে গেছে সেই পথ ধরে যাত্রা শুরু করলাম।'

বাধা দিল লরা। 'ওগুলো কি?' ভয়ে কেঁপে গেল তার গলা।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বড় এবং

বিভৎস কতগুলো মুখ। মুখগুলোয় উজ্জ্বল রঙের মুখোশ, হিংস্র ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে দাঁত। গোটা তীর জুড়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মুখোশধারীরা। বিগ বিয়ার ওদের দিকে এক পলক তাকিয়ে সংক্ষেপে বলল:

'কুগার!'

'কুগার?' প্রশ্ন করল র‍্যালফ।

'ইণ্ডিয়ান উপজাতি,' বলল জিমি। 'সেমিনোলদের একটা গোত্র।' জিজ্ঞেস করল সে বিগ বিয়ারকে। 'ওরা কি বন্ধু বৎসল?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সেমিনোল। 'কুগাররা কারও বন্ধু নয়। খারাপ! খারাপ!'

'ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে?' সাবধানে জানতে চাইলেন ডা. পিলম্যান। এইসব দুঃস্বপ্নের শেষ কবে হবে, ভাবলেন তিনি মনে মনে।

'ওরা অনেক আগেই আমাদের দেখেছে।' বলল বিগ বিয়ার।

'আমরা ওদের আগে দেখতে পাইনি কেন?'

'ওরা দেখা না দিলে ওদের কেউ দেখতে পায় না।' বলল জিমি।

আর কোন কথা না বলে সবাই বৈঠা বাইতে শুরু করল। মুখোশধারী ভয়ঙ্কর মুখগুলো অপলক ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। যতই সামনে এগুচ্ছে ওরা, জঙ্গল যেন ততই ঘন হয়ে উঠছে। হঠাৎ ওদের বিস্মিত করে মাথার ওপর থেকে উধাও হয়ে গেল সূর্য, বিরাট, কালো মেঘ টুপ করে গিলে ফেলল উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ গোল বলটাকে। ঝপ করে আঁধার হয়ে গেল চারদিক। সীমাহীন জঙ্গল,

সবুজ গাছের সমুদ্র যেন অকস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। কেউ জানে না কেন, সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটার আশঙ্কায় বুক শুকিয়ে গেল সবার। নীলচে কালো মেঘের সারি হু হু করে নেমে এল নিচে। তীব্র, অসহনীয় একটা নীরবতা গ্রাস করল প্রকৃতি। ঘন হয়ে এল অন্ধকার, আকাশে ঝিলিক দিল সোনালী সাপের চেড়া জিভ। জিমি আর বিগ বিয়ার আবহাওয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তনে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

হঠাৎই, যেন ছুটে এল এক ঝাঁক বুলেট, কোয়েল পাখিদের একটা দল বিস্ফোরিত হলো একটা ঝোপ থেকে, উড়ে গেল শূন্যে। একই সঙ্গে যেন পাগল হয়ে গেল সাদা রঙের এবি পাখিগুলো। বিশাল ডানা মেলে কোয়েলদের অনুসরণ করল তারা। ফ্লেমিংগোগুলো সাঁতার বন্ধ করে পাখা মেলল আকাশে। জলের ইঁদুরগুলো প্রাণপণে এগিয়ে চলল তীরের দিকে, অদৃশ্য হয়ে গেল একটা গর্তে। প্রত্যেকটা পাখি আর প্রাণীর আচরণ অদ্ভুত, যেন কোন কিছুকে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে ওরা। ক্যানোটা শান্ত জলাশয়ে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল। তবে বিস্মিত হয়ে সবাই লক্ষ করল হঠাৎ করেই বাতাস যেন স্থির হয়ে গেছে।

'কি ভাবছ, বন্ধু?' থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল জিমি।

ভয়ে কেঁপে গেল ইণ্ডিয়ানটার গলা। 'উরিকান!'

'হারিকেন?' প্রতিধ্বনি তুললেন ডা. পিলম্যান। শিউরে উঠলেন তিনি। ওহ্, সহ্যের একটা সীমা আছে!

'এখানেই থামো! ভাল!' পরামর্শ দিল সেমিনোল।

'এখানে থামব কেন?' ভয় আর কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল

র‍্যালফ।

জিমি ব্যাখ্যা করল: খোলা সাগর সৈকতে হারিকেনের তীব্রতা কম।

ভয় গ্রাস করল লরাকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও...একটার পর একটা দুর্যোগ আসছেই। ভয় মিশ্রিত মুগ্ধতা নিয়ে সে আকাশ আর জলের রঙের পরিবর্তন লক্ষ করছে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল র‍্যালফ, 'কিন্তু রিডলার তো থামবে না!'

'কিন্তু আমরা ঝড়ের কবলে পড়ে জলে ডুবে মরলে তো কোন লাভ হবে না তাই না, র‍্যালফ?' দার্শনিক ভঙ্গিতে বললেন ডা. পিলম্যান।

'চারদিক এত শান্ত!' ফিসফিস করে বলল লরা। একটা পাতাও নড়ছে না।

ঘোঁত ঘোঁত করল সেমিনোল। 'বিগ বিয়ার ভুল বলে না। পাখিরা ভুল বলে না।'

'আমরা গন্তব্যে প্রায় চলে এসেছি, তাই না?' বলল র‍্যালফ। মাথা ঝাঁকাল জিমি। 'ভাগ্য ভাল থাকলে এ যাত্রা বেঁচে যেতেও পারি। এখন সবাই জোরসে বৈঠা মারো।'

সায় দিল বাকিরা। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৈঠার ওপর। বাইতে শুরু করল সর্বশক্তি দিয়ে। এখন শুধু রিডলার নয়, বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড়ের বিরুদ্ধেও তাদের লড়তে হবে!

## নয়

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। যত তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছা যায় সেই চেষ্টাই সবার। হঠাৎ বাতাস উঠল, অন্ধকারের একটা পর্দা দ্রুত ওদেরকে ঢেকে ফেলল। শুরু হলো বৃষ্টি। নদীতীর যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলল বৃষ্টির প্রবল ধারা, একটানা ঝমঝম শব্দটা যেন ধ্বংসের অশুভ সঙ্কেত। তীব্র বাতাসে গাছের ডালগুলো মটমট করে ভেঙে গেল, কোথায় উড়ে গেল তার হদিস করতে পারল না কেউ। রক্তবর্ণ মেঘ পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়াচ্ছে গোটা আকাশ জুড়ে।

নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে লুকানো ভয়ঙ্করদর্শন মুখোশধারী দুই ইণ্ডিয়ান জিমিদের নৌকার ওপর অনেক আগে থেকে চোখ রেখে চলছিল। মাইলের পর মাইল নিঃশব্দে ওরা অনুসরণ করেছে নৌকাটাকে। কিন্তু আকস্মিক ঝড়ে দিশেহারা বোধ করল তারা, আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে গেল অন্য দিকে। জিমিদের নৌকাটাকে বিরাট ঢেউগুলো ইচ্ছেমত নাচাচ্ছে, ওরা সামাল দিতে পারছে না। একবার প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় আরেকটু হলে উল্টে যাচ্ছিল নৌকা। কোনমতে সামাল দিল ওরা।

জিমি ড়াক্তার এবং সেমিনোল ইণ্ডিয়ানকে ইশারা করল তীরের দিকে বৈঠা বাইতে। যেন ধাক্কা দিয়ে বাতাস ওদের তীরে পৌঁছে দিল, ক্যানোটা মুখ থুবড়ে পড়ল বালুকাবেলায়। হঠাৎ, যেন ওদের সাহায্য করতেই আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ। অবাক হয়ে ওরা দেখল বাতাস ওদের মেটকাম্বের সৈকতে টেনে এনেছে! তীরের গাছপালাগুলোর অস্বাভাবিক আকৃতি দেখেই ডা. পিলম্যান জায়গাটা চিনতে পারলেন।

জিমিও ডাক্তারের সঙ্গে একমত হলো। 'ওই সেই গাছগুলো!' চিৎকার করে বলল সে। উত্তেজনায় ঝড়, বিপদ সব যেন ভুলে গেছে। 'সবাই একসঙ্গে থাকো।' সাবধান করল সে।

ওরা মাত্র এগুতে শুরু করেছে এইসময় বিরাট উঁচু একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল গায়ের ওপর, লম্বা, ভারী একটা ডাল যেন উড়ে এল শূন্য থেকে, বিগ বিয়ারকে আঘাত হানল। দড়াম করে পড়ে গেল সে।

'বিগ!' আর্তনাদ করে উঠল লরা।

'বিগ, তুমি ঠিক আছ তো?' বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে চেষ্টা করল জিমি।

দৌড়ে এলেন ডা. পিলম্যান। 'ডালটা সরান,' বলল জিমি। ভারী জিনিসটাকে বিগ বিয়ারের গায়ের ওপর থেকে সরাতে চেষ্টা করল।

সকলের অমানুষিক চেষ্টার পর ডালটার নিচ থেকে ওকে টেনে বের করা সম্ভব হলো।

তীব্র বাতাস লরাকে মাটিতে প্রায় ফেলে দিচ্ছে এই সময় হাত

বাড়াল জিমি, 'আমাকে ধরো,' বলল সে। ওকে জড়িয়ে ধরে সাগর তীর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল জিমি।

নৌকা থেকে নামার সময় কয়েকটা বেলচা নিয়ে এসেছে জিমি, চিৎকার করে বলল, 'মাটি খুঁড়তে শুরু করো সবাই।'

ডাক্তার, র‍্যালফ এবং টম অদ্ভুত আকৃতির গাছগুলোর নিচে পজিশন নিল, শুরু করবে কাজ। ওদের পিঠে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসের গর্জন আর বজ্রপাতের শব্দ ক্রমশ বেড়েই চলল। আকাশ সাদা করে ঝিলিক দিল বিদুৎ, মুহূর্তের জন্য আলোয় ভেসে গেল সাগর সৈকত। মাটি খুঁড়তে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ খোঁড়ার পর হাতে কি যেন ঠেকল র‍্যালফের, সে ওটা খামচে ধরেছে, এই সময় পাহাড় সমান একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ওর গায়ে। স্রোতটা ওকে টান দিল, ভাসিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু হাতের জিনিসটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে থাকল র‍্যালফ। ঢেউর তোড় কমতেই র‍্যালফ টের পেল সে আসলে একটা ভারী লোহার চেইন ধরে আছে। 'জিমি চাচা!' চেঁচাল সে।

আবার ঢেউর আরেকটা পাহাড়, আগেরটার চেয়ে অনেক বড়, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। হাঁপিয়ে উঠল টম, পানির তোড়ে শ্বাস নিতে পারছে না। কোন মতে ক্রল করে এগিয়ে এল বন্ধুর দিকে। 'র‍্যালফ, র‍্যালফ! আমি ভাবলাম ঢেউয়ের টানে তুমি বোধহয় ভেসে গেছ!' জোরে বললেও ঝড়ো বাতাসে ওর কথাগুলো অস্পষ্ট শোনাল।

'দেখো!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে র‍্যালফ। 'দেখো!' ডুবে মরছে সেদিকে খেয়াল নেই, তার সকল আগ্রহ হাতের চেইনটার প্রতি।

'জিমি চাচাকে ডাকো!' গলার রগ ফাটাল সে।

'জিমি চাচা...জিমি চাচা!' ফুসফুসের সমস্ত শক্তি জড়ো করে জিমি রজারসকে ডাকতে শুরু করল দুই বন্ধু।

দাঁতে দাঁত চেপে বালু মাটি খুঁড়ে চলেছে জিমি। মেটকাম্বের সৈকতে যদি সত্যি গুপ্তধন থাকে, তাহলে প্রবল ঝড় আর ঢেউ ওটাকে চিরদিনের জন্য সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। টম র‍্যালফের কাছ থেকে সরে এল, হাত আর হাঁটুর সাহায্যে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল জিমির দিকে। উড়ে যাওয়ার ভয়ে জিমির হাঁটু খামচে ধরল সে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'জিমি চাচা! র‍্যালফের কাছে চলেন। ও কি যেন খুঁজে পেয়েছে।'

র‍্যালফের কাছে ফিরে আসতে ভয়ানক কসরৎ করতে হলো ওদেরকে। তারপর তিনজনে মিলে নতুন উৎসাহে খুঁড়তে শুরু করল। হঠাৎ জিমের বেলচা ধাতব কিসে যেন ঠং করে বাড়ি খেলো। আরও দ্রুত বেলচা চালাল সে। আরেকটা বিশাল আকৃতির ঢেউ ওদের খানিকক্ষণ নাকানিচোবানি খাওয়াবার পর জিনিসটাকে দেখতে পেল ওরা। বড় একটা সিন্দুক। নাবিকদের কাছে এ ধরনের সিন্দুক থাকে। 'হুররে! পেয়ে গেছি আসল জিনিস!' উল্লসিত হয়ে উঠল জিমি। আরেকটা ঢেউ এসে অনেকখানি মাটি ধুয়ে নিল। সিন্দুকটার আকৃতি আগের চেয়ে স্পষ্ট হলো। বিগ বিয়ার এসে এবার ওদেরকে সাহায্য করল।

'এটাই সেটা, তাই না?' বাতাস ছাপিয়ে র‍্যালফের উত্তেজিত গলা শোনা গেল।

'ইয়াহ্ হ্ হ্ হ্' আরও জোরে চেঁচাল জিমি।

লরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে সে এতক্ষণ ওদের লক্ষ করছিল। দেখল ওরা কালো, চৌকোমত কি একটা জিনিস টেনে তুলল গর্ত দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শিহরণ খেলে গেল শরীরে। ওরা নিশ্চই গুপ্তধন পেয়েছে।

প্রবল বৃষ্টির অত্যাচার, ভয় ধরানো বাতাসের গর্জন, আর কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে সকল প্রতিকূলতাকে সহ্য করেও হাসি ফুটল তার মুখে। অবশেষে ওদের সমস্ত কষ্ট আর পরিশ্রম স্বার্থক হলো।

ডা. পিলম্যান র‍্যালফদের দিকে আসছিলেন। বাতাসের তীব্র একটা ঝটকা হঠাৎ একটা গাছ উপড়ে ফেলল, দুড়ুম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। আঁতকে উঠলেন ডাক্তার। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি। হঠাৎ ডাক্তারের পেছন দিকের দৃশ্যটা দেখে বুক হিম হয়ে গেল লরার। মুখ হাঁ করল সে, ফুলে উঠল গলার রগ, কিন্তু তার সাবধান বাণী শুনতে পেলেন না ডা. পিলম্যান। একই সঙ্গে চিৎকার করেছিল জিমিও। কিন্তু আকাশ সমান উঁচু, বিশাল প্রাচীরের মত চওড়া, সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে আসা ওটা যেন জল দানব, গিলে খেলো জিমি আর লরার চিৎকার, সগর্জনে ছুটে এল ডা. পিলম্যানের দিকে। পেছন ফিরলেও এখন কোন লাভ নেই, কারণ ডাক্তার লরাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, বিশাল দানব তাঁকে আত্মরক্ষার কোন সুযোগই দিল না, আক্ষরিক অর্থেই যেন বুড়ো মানুষটাকে পিষে ফেলল মাটির সঙ্গে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যদের ওপর। অন্যরা এক ঝলক শুধু দেখতে পেল ডা. পিলম্যানকে। তারপর ঢেউটার আড়ালে নেই হয়ে গেলেন তিনি।

আরেকটা ঢেউ এল দশতলা বিল্ডিং-এর সমান। ছোট দলটাকে আরেকবার নরকের স্বাদ পাইয়ে দিয়ে চলে গেল। শূন্য সৈকতের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল ওরা। বিষণ্ণ গলায় জিম বলল, 'কোন লাভ নেই। ওনাকে বোধহয় আর পাব না। এখন জঙ্গলের দিকে চলো সবাই!' দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে ক্যজে হাত দিল সবাই। ভারী সিন্দুকটা ধরাধরি করে নিয়ে চলল জঙ্গলে। 'তাড়াতাড়ি… তাড়াতাড়ি,' তাড়া দিল জিমি। ভয়ে আছে সে না জানি কখন আবার প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে কাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সাগর সৈকতের একটা গাছও অক্ষত নেই। বাতাসের নির্দয় চাবুকে কোনটা ডালপালা ভেঙে ন্যাড়া হয়ে আছে, কোনটা উপড়ে পড়েছে মাটিতে। সতর্ক ভাবে এগিয়ে চলল ওরা গাছপালার আবর্জনা বাঁচিয়ে। কিন্তু বাতাসের অবিরাম চিৎকার ওদের কান যেন ঝালাপালা করে দিল।

হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঝলসে গেল চোখ, দিনের মত সাদা আলোয় ভরে গেল সাগর-সৈকত। একটা লম্বা গাছ দেখতে পেল সবাই। পরক্ষণে বুক কাঁপানো শব্দে একটা বাজ পড়ল ওটার ওপর, দু'ভাগ করে ফেলল। র‍্যালফ এগিয়ে ছিল সবার আগে, বিস্ফারিত চোখে দেখল দ্বিখণ্ডিত গাছটার একটা অংশ আছড়ে পড়তে যাচ্ছে তার ওপর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল র‍্যালফ। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে, লাফিয়ে পড়ল ঘন একটা ঝোপের ওপর। হাঁচড়ে প্যাচড়ে কোনমতে দাঁড়িয়েই দিল ছুট। উন্মাদের মত দৌড়াচ্ছে র‍্যালফ, যেন কোটর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে চোখ। হঠাৎ দেখল ভয়ঙ্কর মুখোশ পরা একটা মুখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমন ভয়াবহ এবং

বিভৎস চেহারা জীবনে দেখেনি র‍্যালফ। 'মাগো!' বলে চিৎকার দিল সে, লাফ দিল পেছুন দিকে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল গভীর একটা গর্তে পড়ে যাচ্ছে ও, পড়ছে...পড়ছে... যেন কালো মহাশূন্যের বিশাল এক গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে।

আতঙ্কিত র‍্যালফ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থাকল অন্ধকারে। বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই বুঝতে পারল খাদে পড়ে গেছে ও। একই সঙ্গে আঁতকে উঠল। একটা কঙ্কাল, বিভৎস দাঁতের পাটি বের করে নিঃশব্দে হাসছে ওর দিকে চেয়ে। মুখ হাঁ করল র‍্যালফ, চিৎকার করবে। কিন্তু কোন শব্দই বেরুল না গলা থেকে। ভয়ে ওর ভোকাল কর্ডও যেন শুকিয়ে গেছে। পাথর হয়ে শুয়ে থাকল র‍্যালফ, হাত নাড়তেই ঘিনঘিনে কিসে যেন আঙুল লাগল। আবারও মুখ হাঁ করল ও, এবার একটার পর একটা খাদ ফাটানো চিৎকার বেরিয়ে আসতে লাগল গলা দিয়ে। ভাইব্রেশনে কেঁপে গেল কঙ্কালটা, ঠাস করে পড়ল র‍্যালফের গায়ে। শুকনো হাড়গুলোর স্পর্শ লাগতেই কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল ছেলেটা, রীতিমত ফোঁপাতে শুরু করল। এত ভয় জীবনে পায়নি সে।

'জিমি চাচা...ওহ্, জিমি চাচা!' ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল র‍্যালফ।

ওপরে, জিমি অন্যদের সঙ্গে পাগলের মত খুঁজে চলেছে র‍্যালফকে। জিমি বারবার ডাকল, 'র‍্যালফ...র‍্যালফ...'

'আমি এখানে!'

কান্নার শব্দটা মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি করে তুলল জিমি রজারসকে। কিন্তু দেরি না করে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল সে।

খাদের মত মস্ত একটা গর্ত চোখে পড়ল। গর্তের মুখের ডালপালা-গুলো সরিয়ে উঁকি দিল জিমি। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট চেনা গেল ভয়ে সাদা র‍্যালফের পাণ্ডুর মুখ। 'আমাকে এখান থেকে বের করো, প্লীজ!' জিমিকে দেখে আরও জোরে কেঁদে উঠল র‍্যালফ।

গর্তটা আবিষ্কার করে মনে মনে আনন্দিত হলো জিমি। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। এই জায়গাটা খোলা প্রান্তরের চেয়ে অনেক নিরাপদ। সবাইকে সে গর্তে ঢুকতে বলল। ঝড় একটু কমুক, তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।

গাদাগাদি করে গর্তে জায়গা করে নিল সবাই। বিগ বিয়ার প্রথমে এখানে আসতেই চায়নি। কারণ সে দেখেই চিনেছে এটা তাদের প্রধান সর্দারের কবর। সর্দারের কবরে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ! সর্দার জ্যান্ত হয়ে ঘাড় মটকে দেয় কিনা এই ভয়ে বিগ বিয়ার অজ্ঞান হতে বাকি রাখল শুধু। সে হাতের ছোট কুড়োলটা দিয়ে কঙ্কালটাকে প্রাণপণে বাতাস করতে লাগল।

ইণ্ডিয়ানটার কাণ্ড মুখ হাঁ করে দেখছে লরা। ফিসফিস করে জিমিকে বলল, 'ও কি করছে?'

'ভূত তাড়াবার মন্ত্র পড়ছে।'

বিগ বিয়ার তার সঙ্গীদের দিকে চাইল, 'এটা মেটকাম্ব কুগারদের পবিত্র গোরস্থান!'

জিমি বলল: 'ভূতের চেয়েও ভয় পাচ্ছি জ্যান্ত কুগারদের। যদি আমাদের দেখে ফেলে!'

'ওরা কি আমাদের মেরে ফেলবে?' ভয়ে ভয়ে বলল টম।

বিগ বিয়ার বলল, 'কোন খুনোখুনি নয়। কুগাররা শুধু

কোফকাতা বানাতে চায়।'

বিস্মিত হলো লরা। 'কোফকাতা?'

মাথা দোলাল জিমি। 'ক্রীতদাস। শত্রুপক্ষকে ধরতে পারলে ওরা ক্রীতদাস বানায়। ধরা পড়লে আমাদেরকেও সারাজীবন ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে।'

পরদিন সকালে থেমে গেল ঝড়। লেবু রঙের বিষণ্ণ সূর্য উঁকি দিল সাগর-সৈকতে। চারদিকে ধ্বংসের ছড়াছড়ি। ভোরের প্রথম আলোয় জিমি সৈকত চষে বেড়াল ডাক্তার পিলম্যানের খোঁজে। এত কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনের সন্ধান মিললেও এমন আনন্দের মুহূর্তে সবার প্রিয় মানুষটাই কাছে নেই।

কবরের পাশে, মাটির ওপরে সিন্দুকটাকে ঘিরে বসে আছে র‍্যালফরা। অপেক্ষা করছে জিমির জন্য। জিমি এসে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। ওরা যা ভেবেছিল ঠিক তাই।

'কোন খোঁজ নেই,' মনমরা গলায় বলল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। হাত বাড়াল সিন্দুকের ডালার দিকে। খুলল। ঝকমকে একটা নেকলেস তুলে নিল সে, আঙুল ফাঁক করল, মিষ্টি শব্দে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা পড়ল সিন্দুকের ভেতরে। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লরার মুখ, 'সোনা...' উচ্ছ্বসিত গলায় ঘোষণা করল সে...কিছু সোনার গহনা...বাকি সব স্বর্ণমুদ্রা।' হঠাৎ ডাক্তার পিলম্যানের কথা মনে পড়ল সবার। অশ্রুসজল হয়ে উঠল চোখ।

বিগ বিয়ার কি কাজে যেন জঙ্গলে গিয়েছিল, ফিরে এল দৌড়াতে দৌড়াতে। প্রবল হাঁপাচ্ছে সে, চোখের তারা ঘুরছে, যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখে এসেছে। পেছন দিকে হাত দেখাল

বিগ বিয়ার। 'জিমি, কুগাররা আসছে!'

'ভাগো সবাই, শীগগির।' ঝট করে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করল জিমি। বিগ বিয়ারের সাহায্যে ওটাকে নিয়ে সৈকতের দিকে এগোতে শুরু করল। লরা এবং ছেলেরাও পড়িমরি করে ছুটল। বেশিদূর যেতেও পারেনি, হঠাৎ বাতাসে শিস কেটে এল একটা বুলেট। জমে গেল সবাই। 'সাবধান!' বলেই সিন্দুকটা ফেলে দিয়ে একটা উঁচু কাঠের গুঁড়ির স্তূপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। অন্যরাও এটার পেছনে কাভার নিল।

আরেকটা বুলেট একটা গাছের গুঁড়িতে লাগল। সাবধানে মাথা তুলল র‍্যালফ। ভয়ানক বিস্মিত হয়ে বলল, 'আরে, এ তো রিডলার!' সাময়িক উত্তেজনায়, একের পর এক নাটকীয় ঘটনায় ওরা শয়তান লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। জিমি চিৎকার করে বলল, 'গুলি বন্ধ করো!'

রিডলার কর্কশ গলায় জবাব দিল। 'আমাদের সোনা চাই, জিমি। সোনা দিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো।'

কালো হয়ে গেল র‍্যালফের মুখ। 'তুমি ওকে সোনা দেবে না তো, চাচা?'

কোন কথা বলল না জিমি। বিগ বিয়ার ফিসফিসিয়ে বলল, 'কুগার গুলির শব্দ শুনলে...এখানে আসবে।'

কি যেন ভাবল জিমি। বলল, 'তাহলে মন্দ হয় না অবশ্য।' একটা বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়, কিন্তু অন্যদের বলার মত সময় নেই হাতে।

'আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না,' অধৈর্য গলায় চেঁচাল

রিডলার। 'সোনা আমার চাই। এবং এখুনি।'

জিমি লরার দিকে ফিরল। 'তুমি বাচ্চাদের নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। লুকিয়ে পড়ো!'

মিনতি করল লরা। 'জিমি, সোনা ওকে দিয়ে দাও।' সোনার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই।

'যা বলছি করো!' ধমকে উঠল জিমি। ওর দিকে পেছন ফিরে রিডলারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সোনা তোমাকে দেব। তোমার প্রতিশ্রুতিও কিন্তু পালন করতে হবে। নিরাপদে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে দিতে হবে।'

লরা, টম এবং র‍্যালফ হামাগুড়ি দিয়ে গাছের একটা সারির দিকে এগুচ্ছে, রিডলারের গলা শুনতে পেল, 'একজন যথার্থ ভদ্রলোক হিশেবে আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকি, জিমি।' খিকখিক করে হাসল কে যেন। যথার্থ ভদ্রলোকই বটে!

জিমি আর বিগ বিয়ার গাছের গুঁড়ির পাঁজার আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে আছে, চেহারায় শঙ্কার ছাপ। এইবার! বিগ বিয়ারকে ইঙ্গিত করল জিমি। ঝট করে উঠে দাঁড়াল, পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল রিডলারদের উদ্দেশ্যে, তারপর দু'জনে মিলে সিন্দুকটা নিয়ে ছুট দিল জঙ্গল লক্ষ্য করে।

ওদের ধাওয়া করল রিডলার। জিমি ফিসফিস করে বিগ বিয়ারকে বলল সিন্দুকটা কুগার সর্দারের সমাধির ওপর রাখতে। তারপর লরাদের ইশারা করল সমাধির পেছনে চলে যেতে। সবাই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। জিমি গর্তের মুখ ঢেকে দিল ডালপালা দিয়ে। তারপর অন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। সবাই শিরদাঁড়া টানটান

করে বসে থাকল।

রিডলার আর হোলার সাবধানে জঙ্গলে ঢুকল। ওদের মন বলছে ওরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষের টিকিটিও নেই কোথাও। কিন্তু ওরা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি শীতল কয়েক জোড়া চোখ তাদের অনেক আগে থেকে অনুসরণ করে চলেছে। অনুসরণকারীদের মুখ ঢাকা ভয়ঙ্কর মুখোশে, বেড়ালের মত নিঃশব্দে পায়ে পিছু নিচ্ছে শিকারের।

গাছের ডাল ভেদ করে সূর্যের সোনালী রশ্মি কুগার সর্দারের কবর ছুঁলো। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকটাকে চোখে পড়ল রিডলারের, দৌড়ে গেল সে। লোভে চকচক করছে চোখ, রিডলার লাথি মেরে পায়ের নিচের বিভিন্ন তৈজসপত্র, খাবার, যেগুলো মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে কুগার ইণ্ডিয়ানরা, সব ভেঙে তছনছ করে ফেলল। এসবের কোন মূল্যই নেই তার কাছে। এখন তার কাছে একটাই মাত্র সত্য—সোনা! হামলে পড়ল রিডলার সিন্দুকের ওপর, এক ঝটকায় খুলে ফেলল ডালা। ঝলমলে স্বর্ণমুদ্রাগুলো সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিল, ঝলসে গেল তার চোখ। অবশেষে! যে জিনিসটার জন্য সে মানুষ খুনও করেছে, অবশেষে সেই গুপ্তধন তার হাতের মুঠোয়।

হোলার রিডলারের পেছনেই ছিল, সোনা দেখে ঠোঁট চাটল সে। 'খুব ভারী বলে ওরা সিন্দুকটা নিয়ে যেতে পারেনি।' মন্তব্য করল সে।

হাত বাড়াল রিডলার, স্বপ্নের ধন ছুঁলো, হাতড়াতে লাগল পাগলের মত। 'ওহোহোহো…আহাহাহা!' করতে লাগল।

লুকানো, গোপন জায়গা থেকে সবই শুনল জিমিরা। রিডলার হাঁক ছাড়ল, 'নৌকায় ওঠো। সিন্দুকটা ধরো।' রিডলারের লোকেরা উল্লাসে চিৎকার শুরু করল। বিলি বিগস নাচতে নাচতে এগিয়ে এল সিন্দুক বইতে। সন্দেহ নেই, বড় রকমের পুরস্কার আছে তার ভাগ্যে। সিন্দুকটা ধরে ওরা মাটিতে নামাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

সাঁৎ করে একটা তীর এসে লাগল সিন্দুকের পেছনে। 'বাবারে মারে!' বলে সিন্দুক ফেলে বিলি এবং তার সঙ্গীরা ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রিডলার আর হোলার, বন্দুক রেডি। কয়েক মুহূর্ত কাটল। চারদিক আশ্চর্য নিস্তব্ধ। একটা অস্বস্তিবোধ ঘিরে ধরল রিডলারকে। শত্রুরা কোথায়? ভাবতে না ভাবতেই বাতাসে ভেসে এল বিষাক্ত দ্বিতীয় তীরটা, গেঁথে গেল গাছের ডালে, হোলারের মাথার কয়েক আঙ্গুল ওপরে। গর্জে উঠল ওদের হাতের বন্দুক। রিডলারের লোকেরা যত্রতত্র গুলি ছুঁড়তে শুরু করল যাতে শত্রুপক্ষ আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। জিমি একটা ডাল সরিয়ে উঁকি দিল। দেখল রিডলার আর তার সঙ্গীরা অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বিলি একটা গাছের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে আছে, যেন সুযোগ পেলেই সেঁধিয়ে যাবে ভেতরে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। কারণ জানে পবিত্র ভূমি অপবিত্র করার জন্য রেগে গেছে ইণ্ডিয়ানরা। এবার সকলের জান কবচ করে ছাড়বে।

'শয়তানগুলো সব কোথায়?' কাঁপা গলায় চিৎকার করল একটা লোক।

'আমি আর এর মধ্যে নেই!' বলল বিলি। ভয়ার্ত আর্তনাদ করে সে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মত দৌড় দিল।

'থামো!' আদেশ করল রিডলার। কিন্তু থামল না বিলি।

ভয় পেয়েছে হোলার—প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। লুকানো জায়গা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়াল। 'আমিও আর এর মধ্যে নেই,' বলে সেও একটা চিৎকার দিয়ে বিলির পিছু নিল। ওদের দু'জনকে পালিয়ে যেতে দেখে বাকি লোকগুলোর মধ্যেও একই প্রতিক্রিয়া হলো। জিমি দেখল রিডলারকে ফেলে সবাই ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করেছে সৈকত লক্ষ্য করে।

'ফিরে এসো!' গাঁক গাঁক করে চেঁচাল রিডলার। 'ফিরে এসো হলদে ইঁদুরের দল।' কে শোনে কার কথা। ওরা এখন জান বাজি রেখে ছুটছে।

কাপুরুষ লোকগুলোকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে রিডলার একাই ভারী সিন্দুকটা নিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুড়ুম করে রাইফেলের গুলির আওয়াজ হলো শূন্যে। লাফিয়ে উঠল রিডলার, পিছলে পড়ল মাটিতে, ভয়ানক ব্যথা পেল কাঁধে।

নিঃশব্দে, ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল লম্বা এক ইণ্ডিয়ান, মুখে বিকট মুখোশ। এ কুগারদের সর্দার। রিডলার তার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকাল। কুগাররা, যেন অলৌকিক গতিতে ঘিরে ফেলল রিডলারের লোকদের, বন্দী করল সব ক'জনকে। কুগাররা ওদের ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে এল রিডলারের কাছে। কপালে না জানি কি আছে ভেবে থরথর করে কাঁপতে লাগল সবাই।

বিলি সর্দারের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সর্দার, আমি এই লোকগুলোকে চিনি না। জোর করে ওরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমাকে দয়া করুন, সর্দার। আমার মায়ের দিক থেকে আমি মোহাক গোত্রের।'

সর্দারের মুখোশ পরা চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। সে বিলির চুল মুঠোতে ধরে বলল, 'ভাল! মোহাকরা খুব ভাল ক্রীতদাস হয়।' ধাক্কা মেরে সে বিলিকে সরিয়ে দিল।

বন্দীদের সরিয়ে নিতে সর্দার তার লোকদের ইঙ্গিত করল। ওরা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু কোন লাভ হলো না। লাথিগুতা দিয়ে ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল কুগাররা। শুধু রিডলার সর্দারের পাশে থাকল। সে মুখ বিকৃত করে মাটিতেই বসে রইল।

হঠাৎ, সর্দার ঘুরে দাঁড়াল, এগোল কবরের প্রবেশ পথের দিকে। গর্তের মুখে দাঁড়ানো জিমি সর্দারকে আসতে দেখে তার দলের লোকদের ইঙ্গিত করল কেউ যেন কোন শব্দ না করে। ভয়ে জমে গেল সবাই। মনে মনে প্রার্থনা শুরু করল সর্দারটা যেন ওদেরকে না দেখে। সূর্যের হালকা একটুকরো রশ্মি কবরের ভেতরের অন্ধকার আরও রহস্যময় করে তুলেছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ছোট দলটা স্থির বসে রইল, যেন কান পাতলে শুনতে পাবে পরস্পরের হৃৎস্পন্দন। খুব সাবধানে শ্বাস করছে সবাই। সর্দার কবরের মুখে এসে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ প্রার্থনা করল তার দেবতাদের উদ্দেশ্যে, তারপর উঠে দাঁড়াল। মুখোশ লাগানো লম্বা একটা লাঠি এবার ছুঁড়ে ফেলল কবরের ভেতরে। সশ্রদ্ধ একটা ভঙ্গি করে আগের জায়গায় ফিরে গেল।

রিডলার উঠে দাঁড়িয়েছে, এক হাত আহত কাঁধের ওপর, চেহারা অবিকল চোরের মত। রিডলারকে ঠেলা দিল সর্দার, বলল, 'চলো, ক্রীতদাস!'

শেষবারের মত করুণ চোখে রিডলার তাকাল সিন্দুকের দিকে, ওটা এখনও খোলা, সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে স্বর্ণমুদ্রাগুলো। ধাক্কা খেতে খেতে এগোবার সময় তার এবার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল।

## দশ

জিমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। যখন বুঝল ইণ্ডিয়ানরা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে, উঠে এল সে ওপরে। ইশারা করল অন্য-দেরকেও চলে আসতে। স্যাঁতসেঁতে, গরম আর নরকের মত অন্ধকার গর্তটা দিয়ে খোলা বাতাসে এসে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল সবাই। কুগার ইণ্ডিয়ানরা আবার যে কোন সময়ে আসতে পারে, এই ভয় কাজ করছে সবার মনেই। সিন্দুকটা হাত ধরাধরি করে ছোট খাঁড়িটার কাছে গেল ওরা। ওদের নৌকাটা এখনও আগের জায়গাতেই আছে। পানিতে সয়লাব, কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

দৌড়াতে দৌড়াতে এল টম, হাতে ডাক্তার পিলম্যানের বিভার হ্যাট। পালাবার চেষ্টা করার সময় ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বিলির মাথা থেকে হ্যাটটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। হ্যাটটার গায়ের বালু ঝাড়ল টম, ওর চোখ ভরে গেল জলে। সিন্দুকের ওপরে সাজিয়ে রাখল ওটাকে। এক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। সবার ভীষণ মনে পড়ছে তাদের সদা হাস্যময় হারানো প্রিয় বন্ধুটির কথা।

নীরবতা ভাঙল জিমি। র‍্যালফের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'শেষ পর্যন্ত তোমার বাবার গুপ্তধন পেলে তুমি, র‍্যালফ!'

মাথা দোলাল র‍্যালফ। হ্যাঁ, স্বপ্নের গুপ্তধন পেয়েছে সে। কিন্তু অনেকের ত্যাগের বিনিময়ে। হারিয়েছে সে তাদের প্রিয় চাকর চার্লিকে...নিখোঁজ হয়েছেন ডাক্তার। বিজয়ের মুহূর্তটাকে তাই সে প্রফুল্ল মনে উপভোগ করতে পারছে না। 'এখন আর গ্রাসিকে কেউ আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না,' বিড়বিড় করে বলল র‍্যালফ। 'বাকি টাকা আমরা সবাইকে ভাগ করে দেব, তাই না টম?'

'ঠিক!' সায় দিল টম। তাকাল সাগর সৈকতের দিকে। ওর ভুরু কুঁচকে উঠল। একটা লোক, কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে এদিকেই আসছে। লোকটার জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন, একটা লাঠিতে ভর করে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। টমই তাকে প্রথমে সনাক্ত করতে পারল, আনন্দে চিৎকার করে উঠল। খপ করে সিন্দুকের ওপর থেকে বিভার হ্যাটটা তুলে নিয়ে সে সৈকতের দিকে দৌড় দিল।

'ডা. পিলম্যান...পিলম্যান...' খুশিতে যেন আত্মহারা হয়ে গেল সবাই, হাত বাড়িয়ে ছুটল লোকটির দিকে। ডা. পিলম্যানকে জড়িয়ে ধরল ওরা একসঙ্গে, চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল। শ্বাস নেয়ার জো থাকল না বেচারার।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' জিজ্ঞেস করল র‍্যালফ।

জিমি তার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আপনাকে আবার দেখব কল্পনাও করিনি, ডক্টর।'

ম্লান হাসলেন পিলম্যান। 'সাগর আমাকে ডুবিয়ে মারতে

পারেনি, স্যার। ঢেউর ধাক্কায় আবার তীরে ফেরত এসেছি।'

লরার মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। সে বলল, 'আপনাকে দেখে আমার যে কি খুশি লাগছে, ডক্টর!' সে ডাক্তারের চিবুকে চুমু দিল।

লাজুক মুখে টম সামনে এল, বিভার হ্যাটটা ডাক্তারের হাতে দিল। খুশির চোটে ডা. পিলম্যানের চোখে জল এসে গেল। তিনি শুধু, 'ওহ্, টম, ওহ্ টম! থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!' বলতে লাগলেন।

টম ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল। 'ডা. পিলম্যান, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম তিনি যদি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করব। আমি লেখাপড়া করব, সবকিছু শিখব যাতে আপনি আমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন।'

পরম মমতায় ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলেন ডা. পিলম্যান। আবেগমথিত গলায় বললেন, 'তুমি পারবে, টম। আমি জানি তুমি সব পারবে!'

ওরা সবাই নৌকায় উঠল। ডা. পিলম্যান কৌতুক করে জানতে চাইলেন, 'তারপর তোমাদের কেমন সময় কাটল, শুনি?'

'বাপরে!' আঁতকে উঠে বলল জিমি।

লরাও শিউরে উঠল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। ভয়ঙ্কর এই অভিজ্ঞতার কথা বলার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে পরে।

'জীবনেও এমন দুর্দশায় পড়িনি আমি,' স্বীকার করলেন ডাক্তার। 'তবে উত্তেজনাকরও ছিল বটে!'

নৌকা ভেসে পড়ল জলে। এবার গন্তব্য বাড়ি।

'আপনি কি সত্যি, ইংরেজ, ডা. পিলম্যান?' জানতে চাইল টম।

'কখনও কখনও টম, কখনও কখনও।' মুখ টিপে হাসলেন ডাক্তার।

'আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন না ডা. পিলম্যান,' অনুরোধ করল র‍্যালফ। 'আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'তোমাদের বাড়িতে?' আমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হলেন ডাক্তার। বললেন, 'তোমার আমন্ত্রণে আমি নিজেকে সত্যি সম্মানিত বোধ করছি, র‍্যালফ। কিন্তু আমি যে যেতে পারব না, সোনা। আমি গেলে এই গরীব দুঃখীগুলোর চিকিৎসা কে করবে বলো? ওরা প্রতি বছর আমার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে।' দুষ্টু হাসি তাঁর ঠোঁটে। বললেন, 'তবে জেনে ভাল লাগল তোমাদের বাড়ি সবসময়ই আমার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে থাকবে।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল জিমি আর লরা। দু'জোড়া চোখে কি গভীর প্রেম! 'তাই' বলে চললেন তিনি, ...আমি আশা করব এই বন্ধুত্ব চিরকাল কামরের হাপরের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলবে এবং উষ্ণ উত্তাপ কখনোই শীতল হবে না!'

নাক চুলকাল টম, ওকে হতভম্ব দেখাল। র‍্যালফের দিকে ঘুরল সে, ফিসফিস করে বলল, 'উনি কি বললেন?'

সবাই হা হা করে হেসে উঠল। আর ছোট্ট ক্যানোটা তরতর করে এগিয়ে চলল বাড়ি, বাড়ি, মিষ্টি বাড়ির দিকে।

(ডেবী মোফাটের কাহিনী অবলম্বনে)

***